৫৮ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

সারা বাংলা জুড়ে

কলকাতা ঃ ৫৮ বর্ষ, ৪৬ সংখ্যা, ২৮ ভাদ্র – ৩ আশ্বিন, ১৪৩১ ঃ ১৪ সেপ্টেম্বর – ২০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪

Kolkata : 58 year : Vol No.: 58, Issue No. 46, 14 September - 20 September, 2024 ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

চাকরির নানা খবর দুয়ের পাতায়

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতির সাংস্কৃতিক বিভাগ মাঙ্গলিকী ৭ এর পাতায়

দিনগুলি মোর

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : তার বিরুদ্ধে খুন ধর্ষণ মামলা জড়ানো নিয়ে সন্দীপ ঘোষের

আপত্তি যেদিন খারিজ করে দিল সুপ্রীম কোর্ট সেদিনই ইডি আয়ের সঙ্গে সঙ্গতিহীন আয় খুঁজতে তল্লাশি চালালো সন্দীপের একাধিক বাড়ি, ভিলা সহ শ্বশুর বাড়িতে।

রবিবার : ফের অশান্ত মণিপুর। সংঘর্ষে নিহত ৮ জন। ইম্ফলে মণিপুর

রাইফেলসের ঘাঁটিতে অস্ত্র লুঠের চেষ্টা করে জনতা। কুকি গ্রাম লক্ষ্য করে মর্টার হামলা করা হয়। নিরাপত্তা বাহিনীও জড়িয়ে পড়ে সংঘর্ষে।

সোমবার : আআরজি কর কাণ্ডে রাজ্য সরকারের ব্যর্থতার দিকে আঙুল

তুলে রাজ্যসভার সদস্য পদ এবং তৃণমূল কংগ্রেস ছাড়ার কথা ঘোষণা করলেন প্রাক্তন আমলা আইএএস জহর সরকার। বললেন রাজনীতি ছাড়লেও নীতি ছাড়বো না।

মঙ্গলবার : আরজি কর কাণ্ডের বহু প্রতিক্ষিত শুনানী হল সুপ্রীম

কোর্টে। উঠে এলো ময়না তদন্তে নানা অসঙ্গতির ইঙ্গিত। নিয়ম ভেঙে রাতে ময়না তদন্ত কেন এবং তার চালান কথায়? এসব প্রশ্ন তুলেছেন স্বয়ং প্রধান বিচারপতি। জুনিয়র ডাক্তারদের কাজে যোগ দিতে পরামর্শ দিয়েছেন তিনি।

বুধবার : যেন একের পর এক খুলে যাচ্ছে প্যান্ডোরার বাক্স। দুর্নীতির

তদন্ত করতে গিয়ে সিবিআইএর স্ক্যানারে উঠে আসছে আরজি কর হাসপাতালের মর্গে মৃতদেহ নিয়ে ভয়ঙ্কর সব দুষ্কর্মের ছবি যা শুনলে শিউরে উঠতে হয়।

বৃহস্পতিবার : দুই তফশিলি কন্যাকে পুলিশ কনস্টেবল পদে

নিয়োগ করতে নির্দেশ দেয় সুপ্রীম কোর্ট। সেই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আপিল খারিজ করে দিল সুপ্রীম কোর্ট। দুটি মেয়ের চাকরি আটকাতে জনগণের পয়সা খরচ করে কোর্টে এসেছে রাজ্য! বিস্মিত বিচারপতিরা।

শুক্রবার : বেশ কয়েকবার মেল চালাচালির পর আরজি কর কাণ্ডের

বিচার চেয়ে আন্দোলনরত জুনিয়র ডাক্তার এবং মুখ্যমন্ত্রীর বৈঠকের যে রেখা দেখা গিয়েছিল তাও মিলিয়ে গেল বৈঠকের লাইফ স্ট্রিমিং করার দাবি রাজ্য প্রশাসন না মানায়।

● সবজান্তা খবরওয়ালা

নৈতিক শিক্ষার অবলুপ্তির ফলে

নারী মর্যাদা আজ তলানিতে

ওঙ্কার মিত্র

এই পৃথিবীতে যখন কোনো ধর্মের উন্মেষ ঘটেনি, মানুষ ধর্মে ধর্মে বিভাজিত হয়নি, যখন সনাতন সংস্কৃতিই ছিল মানুষের একমাত্র জীবনশৈলী সেই সময়কালে খ্রিস্টপূর্ব ১৪৩০ থেকে খ্রিস্টপূর্ব ৯০০ অব্দের মধ্যে অনুষ্ঠিত হয় কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ। মহাভারত রচিত হয় এই যুদ্ধ শেষ হওয়ার ৬৪ বছর পর। আর মহাভারতের দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্তরে মহর্ষি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাস রচনা করেন হরিবংশ। যাকে মহাভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ বলা হয় এবং হরিবংশ না পাঠ করলে মহাভারত পাঠ অসম্পূর্ণ থেকে যায় বলে দাবী করা হয়। এহেন হরিবংশের আদিসর্গে সৃষ্টির আদি কথা বলতে গিয়ে ব্যাসদেব উল্লেখ করেছেন, 'অনন্তর ভগবান প্রজাপতি যখন দেখিলেন যে, যাহা সৃষ্টি করেন, তাহা অপেক্ষা আর প্রজাসংখ্যা বৃদ্ধি হয় না তখন তিনি তাঁহার দেহ দুই অংশে বিভাগ করিয়া তাহার অর্ধাংশে নারী ও অপর অর্ধাংশে পুরুষরূপ ধারণ করিলেন। অর্থাৎ এটা জলের মত পরিষ্কার যে, নারী ও পুরুষের মধ্যে ছোট–বড়, কম–বেশি বলে কোনো ভাগই নেই। একেবারে সমান সমান অর্ধেক। বরং সভ্যতার বিপদে পুরুষকে ছাপিয়ে প্রত্যেকবার তার ক্ষমতা প্রমাণ করেছে নারী শক্তি।

ঋগ্বেদে কিছু স্তোত্র রয়েছে যা নারী পণ্ডিতদের জন্য স্বীকৃত ছিল যারা ব্রহ্মবাদিনী নামে পরিচিত ছিল। অনেক শিক্ষিত মহিলা ছিলেন যারা তাদের দক্ষতা এবং বুদ্ধি দিয়ে পুরুষদের পরাজিত করেছেন। এর মধ্যে রয়েছে গার্গী, অহল্যা, মৈত্রেয়ী, লোপামুদ্রা, ঘোষ, স্বাহা, হৈমবতী উমা, গৌতমী, হেমলেখা, সীতা ইত্যাদি।

এরপর মন্বন্তর থেকে মন্বন্তরে মানব সভ্যতার মন্থনে উঠে এলো ধর্ম। ধর্মের

> দুর্ভাগ্যের হলেও সত্যি বরেণ্যদের এইসব নীতি শিক্ষা থাকতেও ভারতবর্ষ আজ নারী মর্যাদা হরণের বধ্যভূমিতে পরিণত হয়েছে।

বেড়াজালে বন্দি হয়ে গেল সনাতন সংস্কৃতি। জন্ম নিল নানা সংস্কার, কুসংস্কার। নারী শক্তির সঙ্গে পেরে উঠতে না পেরে তাকে গায়ের জোরে ঠেলে দেওয়া হল পর্দার পিছনে, উঠিয়ে দেওয়া হল চিতায়। নিজেদের তৈরী নিয়ম কানুনে বেঁধে পরিণত করা নিছক ভোগ্যে। ধীরে ধীরে তা চরম সীমায় পৌঁছালো। ভগবানের অর্ধেক নারী যখন অন্য অর্ধেকের পায়ের তলায় পোকা মাকড়ের মত পিষে মরছে তখন এল নবজাগরণ। তার ঢেউ লাগল আদি সনাতনী ভারতবর্ষেও। সমাজ সংস্কারকরা নারীকে এনে দাঁড় করালেন তার নিজের আলোয়। ফিরিয়ে দিলেন তার অধিকার। ভারতে নতুন করে প্রতিষ্ঠা হল অন্য এক নারী শক্তির। আজকের আধুনিক নারী তারই উত্তরাধিকার। এই সব সমাজ সংস্কারকরা শুধু নারী শক্তির নবজাগরণ ঘটালেন না, এমন নৈতিক শিক্ষার প্রবর্তন করলেন যাতে ভারতীয় নারী তার মহিমা থেকে কখনো পিছলে না যায়।

এরপর পাঁচের পাতায়

বাইরে এসে দাঁড়াতে ভয় কীসের

শক্তি ধর

গত বৃহস্পতিবার পশ্চিমবঙ্গের প্রধান সচিবালয়ের সামনে নবান্ন সভাঘরের ভিতরে–বাইরে যা ঘটলো তা এককথায় নজিরবিহীন এবং হতাশাজনক। একদল তাঁদের জোটধর্মে ভর করে ঘরে ঢুকেও লাইভ স্ট্রিমিং–এ বাইরে দাঁড়াতে চায় আর একদল ক্ষমতায় ভর করে ঘর থেকে বেরিয়ে বাইরে দাঁড়াতে নারাজ।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন,

'আপন হ'তে বাহির হ'য়ে
বাইরে দাঁড়া!
বুকের মাঝে বিশ্বলোকের
পাবি সাড়া।
এই যে বিপুল ঢেউ লেগেছে
তোর মাঝেতে উঠুক নেচে,
সকল পরাণ দিক না নাড়া,
বাইরে দাঁড়া, বাইরে দাঁড়া!

এসএসকেএম'এ আউট ডোরে শুক্রবারের ভিড়

এনআরএসের আউট ডোরে ভেঙে পড়েছে চাঙর

যে নেত্রী আন্দোলনেই তাঁর জন্ম এবং আন্দোলনেই তাঁর মৃত্যু বলে ঘোষণা করতে পারেন, যিনি কোনো লুকোচাপা করবেন না বলে প্রশাসনিক বৈঠকের লাইভ টেলিকাস্ট প্রথা প্রবর্তন করতে ভয় পান না তাঁর প্রাণেতে কেন এই বিপুল ঢেউ নাড়া দিচ্ছে না, কেন তিনি ডাক্তারদের নিয়ে একটা সামান্য বৈঠকে বাইরে এসে দাঁড়াতে পারলেন না সে এক বড় প্রশ্ন। 'সাবজুডিস'–এর দুর্বল যুক্তি আঁকড়ে যদি শুধু তিনি বৈঠক বর্জন করতেন তার একটা মানে খোঁজার চেষ্টা করা যেত। কিন্তু তিনি একতরফা একটা ভিডিও বিবৃতিতে তাঁর নিজের কথায় 'ভগবান' রুপী ডাক্তারদের যেভাবে কালিমালিপ্ত করলেন তা জনজাগরণের ইতিহাসে এক কালো উদাহরণ হয়ে রইল। তিনি তাঁদের দু–তিনজনকে রাজনৈতিক রঙে রাঙিয়ে চেয়ার চায় বলে দাগিয়ে দিলেন। লক্ষ লক্ষ রোগীর মৃত্যুর জন্য তাঁদের দায়ী করলেন। আবার হাতজোড় করে তাঁদের ক্ষমাও করে দিলেন। তিনি একবার বাইরে এসে সরকারি হাসপাতালগুলির উঠোনে দাঁড়িয়ে দেখলেন না আসলে চিকিৎসা হচ্ছে, না হচ্ছে না। উপলব্ধি করার চেষ্টা করলেন না হাসপাতালগুলির পরিকাঠামোর অবস্থা। বাইরে এসে দাঁড়ালেই তো খুব সহজে বুকের মাঝে বিশ্বলোকের সাড়া পেতে পারতেন। আমরা তো তাকে এরপর পাঁচের পাতায়

আরজি করের বিচার চেয়ে আক্রান্ত রবীন্দ্র নাট্য সংস্থা

কল্যাণ রায়চৌধুরি, গোবরডাঙা: উত্তর ২৪ পরগণার গোবরডাঙায় ৮ সেপ্টেম্বর দুপুর প্রায় সাড়ে ১২ টা নাগাদ সংস্থার নাট্য ভবনে একদল দুস্কৃতী হানা দেয়। তারা ভবনের ভিতরে থাকা ছাত্রছাত্রী, অভিবাবক সহ উপস্থিত সকলকে তালা বন্দি করে দেয়। তাদের দাবি, রবীন্দ্র নাট্য সংস্থাকে চিরতরে বন্ধ করতে হবে বলে অভিযোগ সংস্থার কতৃপক্ষের। তাদের আরও অভিযোগ, দুবৃত্তরা এখানেই ক্ষান্ত হয়নি। তারা সংস্থার কর্ণধার বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য, তার স্ত্রী ঋতুপর্ণা এবং প্রদীপ ভট্টাচার্যের উদ্দেশ্যে অশ্রাব্য গালিগালাজ সহ নোংরা ভাষা প্রয়োগ করতে থাকে। এমনকি ছাত্রছাত্রীদের অভিভাবকদের উদ্দেশ্যেও কটুক্তি করতে থাকে। সংস্থা জানায়, এই ঘটনার খবর পেয়ে আসেন গোবরডাঙা রূপান্তরের প্রাক্তন সম্পাদক অভীক দাঁ, গোবরডাঙা উদীচী নাট্যদলের পরিচালক জয়দীপ বিশ্বাস, রঙ্গঁভূমি দলের পরিচালক বিধানচন্দ্র হালদার, লক্ষীপুর মহলা নাট্যমের কর্ণধার সুকান্ত ভট্টাচার্য এবং স্থানীয় লোকেরা বিভিন্নভাবে তাদের বোঝানোর চেষ্টা করে।

GOBARDANGA P.S
BARASAT P.D
North 24 Parganas
Phone No : 03216 249/450

G.D No / ~~FIR~~ No. 356
08/09/2024

Date .... Signature

এরপর পাঁচের পাতায়

আরজিকরের প্রভাব

পুজো হবে, তবে উৎসবের আড়ম্বরে মন নেই বাঙালির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আলিপুর: দেবীপক্ষের সূচনা হতে খুব বেশি দেরি নেই। বিভিন্ন জায়গায় মণ্ডপ বাঁধার কাজ চলছে। কিন্তু আরজিকর হাসপাতালে পৈশাচিক হত্যাকাণ্ডের পর যে প্রতিবাদের ঝড় উঠেছে রাজ্যজুড়ে তার জেরে এবছর দুর্গাপুজোর সেই আনন্দটাই যেন মাটি হতে বসেছে। বড় বড় মার্কেটে, শপিংমলে সেভাবে মানুষের ভিড় চোখেও পড়ছে না। বাঙালির শারদোৎসব এবার কি তার ছন্দ হারাবে! আলিপুর সদর মহাকুমার বিভিন্ন বড় পূজা কমিটির উদ্যোক্তারা কি ভাবছেন, সেই প্রশ্ন নিয়ে আমরা হাজির হয়েছিলাম তাদের কাছে। আলিপুর সদর মহকুমায় আরজিকর কাণ্ডের ঘটনা কতটা প্রভাব ফেলবে তা জানার জন্য। বজবজ ২ নম্বর ব্লকের চড়া ডোঙাড়িয়া পূজা কমিটির সম্পাদক আশীষ প্রামানিক জানালেন, এবছর আমাদের পূজো ২৯ তম বর্ষে পদার্পণ করছে। কিন্তু আমরা কোন ধুমধাম করে পুজো করছি না। যেমন সাধারণভাবে পুজো হয় সেভাবেই হবে। বিসর্জনের সময় আমাদের প্রতি বছর নানা ধরনের বাদ্যযন্ত্র থাকত। এবার শুধুমাত্র ঢাক ও কাঁশি করা হয়েছে। বাওয়ালি সূর্য সংঘের সাধারণ সম্পাদক দিব্যেন্দু রায় জানালেন, পুজো হচ্ছে। অনেক আগে থেকেই থিম করা হয়েছিল, তবে অন্য কোন বড় অনুষ্ঠান কিছু থাকছে না। মধ্য পুজালি ছোট বটতলা পূজো কমিটির সভাপতি অলক কুমার দাস জানালেন, আমাদের এবছরে পূজার থিম অমরনাথ।

এরপর পাঁচের পাতায়

আবাসনে হামলা আতঙ্কে বিচারক

অরিজিৎ মণ্ডল, ডায়মন্ডহারবার: নিরাপত্তাহীনতায় খোদ বিচারকরাই! রায় পছন্দ না হওয়ায় বিচারকদের আবাসনে দুষ্কৃতী–আতঙ্ক! শিশুদের যৌন নিগ্রহের মামলার রায় পছন্দ না হওয়ায় হামলা বলে সন্দেহ বিচারকদের। এক পুলিশ অফিসারের বিরুদ্ধে দুষ্কৃতীদের মদত দেওয়ার অভিযোগ! বিদ্যুতের লাইন কাটতে আবাসনে জোর করে ঢোকার চেষ্টা দুষ্কৃতীদের, বাধা দেওয়ায় প্রাণনাশের হুমকির, নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা ডায়মন্ড হারবার পুলিশের উপর ভরসা নেই বিচারকদের! দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলা জজকে চিঠি লিখে অভিযোগ ডায়মন্ড হারবার আদালতের বিচারকদের। পরিবার নিয়ে নিরাপদ বোধ করছেন না বিচারকরা। দুষ্কৃতীদের কাছে প্রাণঘাতী অস্ত্রও থাকতে পারে বলে আশঙ্কা। সেই চিঠি কলকাতা হাইকোর্টের রেজিস্ট্রারকে পাঠিয়েছেন জেলা বিচারকে। এরপর পাঁচের পাতায়

'রিল' যদি রেলে! যেতে হবে জেলে

দেবাশিস রায়

স্মার্টফোনে 'রিল' বানিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় আপলোড করা বর্তমানে যেন একপ্রকার নেশায় পরিণত হয়েছে। দামি মোবাইল তথা স্মার্টফোনের সাহায্যে স্বল্প দৈর্ঘ্যের বিভিন্ন ধরনের ভিডিয়ো তুলে তা সোশ্যাল মিডিয়ায় 'রিল' লিংকে আপলোড করার মাধ্যমে ব্যাপকমাত্রায় জনতার দৃষ্টি আকর্ষণও করার প্রবণতায় মশগুল লক্ষ লক্ষ মানুষ। এর মাধ্যমেই নাকি ক্রিয়েটারদের মোটা টাকা আয়ও হয়। আর সেই নেশায় বুঁদ হয়ে উদভ্রান্তের মতো ছুটছে আট থেকে আশি সকলেই। এই 'রিল' ক্রিয়েটাররা কোথায় নেই? বেডরুম থেকে শুরু করে রান্নাঘর। বাথরুম খেকে শুরু করে শ্মশানঘাট।

হাটবাজার, নদীর তীর, ব্রিজ, গাছতলা, বাড়ির ছাদ, কার্নিশ, বাসস্ট্যান্ড, রেললাইন কার্যত সর্বত্রই 'রিল' ক্রিয়েটারদের লম্ফঝম্ফ অব্যাহত। বিভিন্ন বিষয়ের ওপর এইসব 'রিল' তৈরি হচ্ছে। কোনওটাতে আবার অশ্লীলতার মাত্রাকেও ছাপিয়ে যায়। কনটেন্ট অনুযায়ী এসব 'রিল'ই এখন লক্ষ লক্ষ ভিউয়ারসের আগ্রহের বিষয়বস্তু। শহর থেকে গ্রাম সর্বত্রই শিশু থেকে তরুণ, যুব থেকে প্রৌঢ় কার্যত সকলেই 'রিল'–এর নেশায় মশগুল। এর চক্করে পড়ে প্রতিনিয়ত কতই না অঘটন ঘটে চলেছে, মর্মান্তিক দুর্ঘটনার কবলে পড়ে কত মায়ের কোল ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে। রেললাইনে বিপজ্জনকভাবে সেলফি সহ ভিডিয়ো তুলতে গিয়ে মর্মান্তিক মৃত্যুর মতো ঘটনা হামেশাই ঘটে চলেছে।

এরপর পাঁচের পাতায়

চিল্কিগড়ের মন্দিরে আজও অষ্টমীর ভোগ নিজেই রাঁধেন মা দুর্গা

কুনাল মালিক

ঝাড়গ্রাম: পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার ঝাড়গ্রাম শহর থেকে ১৬ কিলোমিটার দূরে গভীর জঙ্গলের মধ্যে আছে ৫০০ বছরের প্রাচীন জাগ্রত কনক দুর্গার মন্দির। পাশেই বয়ে চলেছে পাহাড়ি নদী ডুলুং। এই গভীর জঙ্গলে ৪৫০ প্রজাতির ঔষধি গাছ আছে। আছে ১৫০ প্রজাতির বিভিন্ন পাখি ও নানা সরীসৃপ। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বনদপ্তর এই জঙ্গলটিকে একটি জীব বৈচিত্র্য উদ্যান হিসেবে সংরক্ষণ করেছে। ১৭৪৯ সালে মত্তগজ রাজবংশের মহারাজ গোপীনাথ সিংহ মা দুর্গার স্বপ্নাদেশ পেয়ে এই চিল্কিগড়ের গভীর জঙ্গলে কনক দুর্গার মন্দির নির্মাণ করেন। গোপীনাথ সিংহ তার পত্নীর কঙ্কন থেকে দুর্গার মূর্তি নির্মাণ করেছিলেন বলে এই দুর্গাকে কনক দুর্গা বলা হয়। এক সময় এই দুর্গা পুজোকে কেন্দ্র করে এখানে নরবলিও

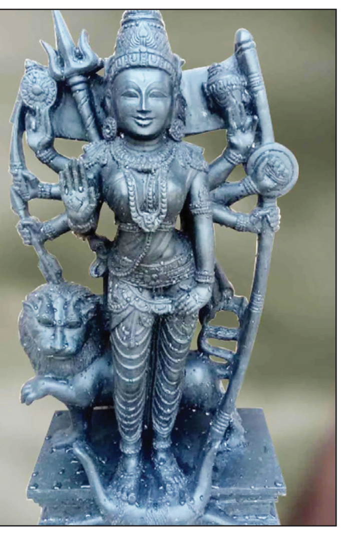

হত। প্রাচীন মন্দিরের যে ধ্বংসাবশেষ আছে তার পশ্চিম প্রান্তের দালানে এই নরবলি হত। কালের বিবর্তনের মাধ্যমে নরবলি প্রথা বিলোপ হলেও এখনো পাঁঠা ও মোষ বলি হয়। প্রাচীন মন্দিরটি বহুকাল আগে গভীর রাতে এক বজ্রপাতে দ্বিখণ্ডিত হয়ে যায়। ১৯৩৭ সালে বর্তমান যে মন্দিরটি আছে সেইটি নির্মাণ করা হয়। সারা বছরই দুর্গার আরাধনা চলতে থাকে। বহু মানুষ এই কনক দূর্গার কাছে মানত করে পূজো দেন। তবে দুর্গাপুজোর ৪ টি দিন প্রাচীনকালের ঐতিহ্য রীতি মেনে এখানে পুজো করা হয়। পুজোর চার দিন মাকে হাঁসের ডিম, মাছ পোড়া, সবজি, পান্তা ভাতের ভোগ নিবেদন করা হয়। অষ্টমীর রাতে একটি নতুন মাটির হাঁড়িতে জলসহ নানা সামগ্রী দিয়ে শালপাতা দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়। তারপর একটি উনুনে তিনটি কাঠের টুকরো দিয়ে আগুন জ্বালিয়ে মন্দির থেকে বেরিয়ে দরজা বন্ধ করে দিয়ে বেরিয়ে যান সেবাইতরা।

এরপর পাঁচের পাতায়

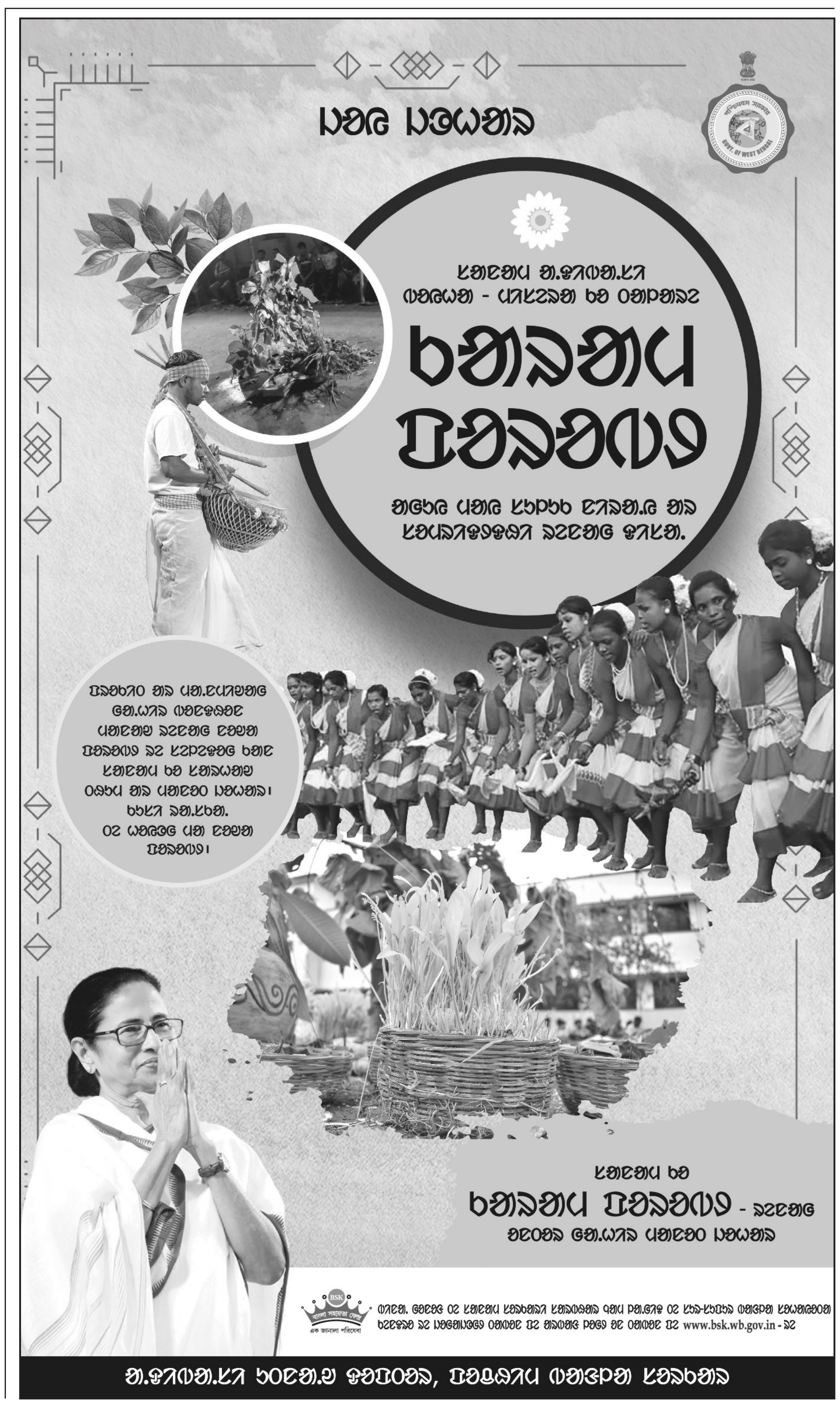

কাজের খবর

রেল ও রোপওয়ে কর্পোরেশনে অ্যাপ্রেন্টিস

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি: ইন্ডিয়ান পোর্ট রেল অ্যান্ড রোপওয়ে কর্পোরেশন লিমিটেড গ্র্যাজুয়েট অ্যাপ্রেন্টিস ও ডিপ্লোমা অ্যাপ্রেন্টিস হিসাবে ১৪ জন লোক নিচ্ছে। কারা কোন ট্রেডে যোগ্য: গ্র্যাজুয়েট অ্যাপ্রেন্টিস: মোট অন্তত ৬০% নম্বর পেয়ে সিভিল, ইলেক্ট্রিক্যাল ও মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ডিগ্রি কোর্স পাশরা যোগ্য। স্টাইপেন্ড মাসে ১০,০০০ টাকা। শূন্যপদ: সিভিল ৪টি, ইলেক্ট্রিক্যাল ২. মেকানিক্যাল ১টি। ডিপ্লোমা অ্যাপ্রেন্টিস: মোট অন্তত ৬০% নম্বর পেয়ে সিভিল, ইলেক্ট্রিক্যাল ও মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ডিপ্লোমা কোর্স পাশরা যোগ্য। স্টাইপেন্ড মাসে ৮,০০০ টাকা। শূন্যপদ: সিভিল ৪টি, ইলেক্ট্রিক্যাল ২, মেকানিক্যাল ১টি। দুই ক্ষেত্রেই বয়স হতে হবে ২৩ বছরের মধ্যে। ১ বছরের ট্রেনিং হবে মুম্বইয়ে। এই পদের বিজ্ঞপ্তি নং: 01/2024, dated 30-8-24. দরখাস্ত করবেন নির্দিষ্ট ফর্মে। দরখাস্তের ফর্ম- সহ বিস্তারিত তথ্য পাবেন এই : ওয়ে বসাই টে www.iprcl.in দরখাস্ত করার শেষ তারিখ ২০ সেপ্টেম্বর।

৮৮২ অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী, সহায়িকা

নিজস্ব সংবাদদাতা : পশ্চিম বর্ধমান জেলার অন্তর্গত সুসংহত শিশু বিকাশ সেবা প্রকল্পের অধীন বিভিন্ন ব্লকে কাজের জন্য অঙ্গনওয়াড়ি ওয়ার্কার ও অঙ্গনওয়াড়ি হেল্পার পদে কয়েক হাজার জন তরুণী নেওয়া হচ্ছে। কারা কোন পদের জন্য যোগ্য: ক্লাস এইট পাশ তরুণীরা অঙ্গনওয়াড়ি হেল্পার পদের জন্য যোগ্য। বয়স হতে হবে ১৮ থেকে ৩৫ বছরের মধ্যে। পারিশ্রমিক মাসে ২,২৫০ টাকা। এছাড়াও অতিরিক্ত ভাতা পাবেন মাসে ৪,৫৫০টাকা। প্রার্থীকে সংশ্লিষ্ট এলাকার স্থায়ী বাসিন্দা হতে হবে। উচ্চমাধ্যমিক পাশ তরুণীরা অঙ্গনওয়াড়ি ওয়ার্কার পদের জন্য যোগ্য। বয়স হতে হবে ১৮ থেকে ৩৫ বছরের মধ্যে। পারিশ্রমিক মাসে ৪,৫০০ টাকা। এছাড়াও অতিরিক্ত ভাতা পাবেন মাসে ৪,৫০০ টাকা। প্রার্থীকে সংশ্লিষ্ট এলাকার স্থায়ী বাসিন্দা হতে হবে। দুই পদের বেলায়ই বয়স হতে হবে ২১-৮-২০২৪এর হিসাবে। প্রার্থী বাছাই হবে লিখিত পরীক্ষার মাধ্যমে। অঙ্গনওয়াড়ি হেল্পার পদের বেলায় ২ ঘন্টার ৯০ নম্বরের লিখিত পরীক্ষায় থাকবে এইসব বিষয়: (১) ১৫০ শব্দের ওপর প্রবন্ধ লেখা-১৫ নম্বর (শিশু সংক্রান্ত বিষয়ের ওপর সচেতনতা ক্লাস এইট পাশ মানের), (২) অঙ্ক-২০ নম্বর, (৩) সতর্কতার সঙ্গে রান্নার দক্ষতা, পাব্লিক হেলথ ও হাইজিন-১৫ নম্বর, (৪) ইংলিশ ল্যাঙ্গোয়েজ (সাধারণ ইংরিজির ওপর দক্ষতা, অনুবাদ) ২০ নম্বর, (৫) জেনারেল নলেজ-২০ নম্বর। এরপর ইটারভিউ হবে ১০ নম্বর। অঙ্গনওয়াড়ি ওয়ার্কার পদের বেলায় ২ ঘন্টার ৯০ নম্বরের লিখিত পরীক্ষায় থাকবে এইসব বিষয়: (১) ১৫০ শব্দের ওপর প্রবন্ধ লেখা-১৫ নম্বর (মা ও শিশু স্বাস্থ্য সংক্রান্ত), (২) অঙ্ক-২০ নম্বর, (৩) নিউট্রিশন, পাবলিক হেলথ ও মহিলাদের স্ট্যাটাস, রাজ্য পুষ্টি আইন ও ভ্যাকসিন (০-৬ বছর)-১৫ নম্বর, (৪) ইংলিশ ল্যাঙ্গোয়েজ ২০ নম্বর (সাধারণ ইংরিজির দক্ষতা, অনুবাদ), (৫) জেনারেল নলেজ ২০ নম্বর। এরপর ইন্টারভিউ হবে ১০ নম্বর। দরখাস্ত করবেন অনলাইনে, ১৮ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। এই ওয়েবসাইটে: https://icdspsbdn.in দরখাস্ত করার আগে এইসব প্রমাণপত্র স্ক্যান করে নেবেন: (১) এখনকার তোলা এক কপি পাশপোর্ট মাপের রঙিন ফটো (২৫ থেকে ৫০ কেবির মধ্যে), (২) সাদা কাগজে নিজের সই, (৩) বয়স, শিক্ষাগত যোগ্যতা, কাস্ট সার্টিফিকেটের স্ব-প্রত্যয়িত নকল, (৪) ভোটার আই.ডি. কার্ড ও রেসিডেন্সিয়াল সার্টিফিকেট। প্রথমে ওপরের ওই ওয়েবসাইটে গিয়ে যাবতীয় তথ্য দিয়ে সাবমিট করে নাম রেজিস্ট্রেশন করতে হবে। তারপর স্ক্যান করা প্রমাণপত্র আপলোড করতে হবে। তারপর সিস্টেম জেনারেটেড অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম প্রিন্ট করে নেবেন। আরো বিস্তারিত তথ্য পাবেন ওই ওয়েবসাইটে কিংবা সংশ্লিষ্ট ব্লকের অফিসে বা, পঞ্চায়েত অফিসে। কোন ব্লকের আই.সি.ডি.এস. প্রোজেক্টে কটি শূন্যপদ: অঙ্গনওয়াড়ি হেল্পার পদে- কুলটি (আর্বান) -৪১টি, পান্ডবেশ্বর-৩৭টি, অন্ডাল-৩০টি, আসানসোল (আর্বান) ৭৬টি, দুর্গাপুর-। (আর্বান)-১৩টি, আসানসোল-।। (আর্বান) -৩৭টি, দুর্গাপুর-।। (আর্বান)-১৭টি, বারাবনি-৩৬টি, সালানপুর- ২৮টি, ফরিদপুর-দুর্গাপুর-৩০টি, কাঁকসা অ্যাডিশনাল -৩৬টি, কাঁকসা-৪৪টি, রানিগঞ্জ-৫৪টি, রানিগঞ্জ (আর্বান) ১৮টি, জামুরিয়া-৬টি। অঙ্গনওয়াড়ি ওয়ার্কার পদে কুলটি (আর্বান) ৭৬টি, রানিগঞ্জ-৩৫টি, রানিগঞ্জ (আর্বান)- ২২টি, জামুরিয়া-১৮টি, বারাবনি-৮টি, সালানপুর- ২৪টি, পান্ডবেশ্বর-২৩টি, কাঁকসা-২০টি, কাঁকসা অ্যাডিশনাল-১৪টি, ফরিদপুর-দুর্গাপুর-১১টি, দুর্গাপুর-।। (আর্বান) -৯টি, আসানসোল (আর্বান) ৬৩টি, আসানসোল-।। (আর্বান)-২৮টি, অন্ডাল-১০টি।

১৭০ অফিসার নিয়োগ বিমা সংস্থায়

নিজস্ব সংবাদদাতা, মুম্বই : কেন্দ্রীয় সরকারের অধীন সংস্থা, দ্য নিউ ইন্ডিয়া অ্যাসিওরেন্স কোম্পানি অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার পদে ১৭০ জন ছেলেমেয়ে নিচ্ছে। নেওয়া হবে এইসব শাখায় : জেনারেলিস্ট, অ্যাকাউন্টস। কারা কোন ট্রেডের জন্য যোগ্য: জেনারেলিস্ট: যে কোনো শাখার গ্র্যাজুয়েটেরা মোট অন্তত ৬০% নম্বর পেয়ে থাকলে আবেদন করতে পারেন। শূন্যপদ: ১ ২০টি (জেনাঃ ৫০, তঃজাঃ ১৮, তঃউঃজাঃ ৮, ও.বি.সি. ৩২, ই.ডব্লু.এস. ১২)। এর মধ্যে বধির প্রতিবন্ধী ২, দৃষ্টিহীন প্রতিবন্ধী ২, অস্থি প্রতিবন্ধী ১, অন্যান্য ৪। অ্যাকাউন্টস: মোট অন্তত ৬০% নম্বর পেয়ে যে কোনো শাখার গ্র্যাজুয়েটেরা চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্সি, কস্ট অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্ট্যান্ট কোর্স পাশ হলে যোগ্য। শূন্যপদ: ৫০টি (জেনাঃ ২১, তঃজাঃ ৭, তঃউঃজাঃ ৪, ও.বি.সি. ১৩, ই.ডব্লু.এস. ৫)। এর মধ্যে বধির প্রতিবন্ধী ১. দৃষ্টিহীন প্রতিবন্ধী ১, অস্থি প্রতিবন্ধী ১, অন্যান্য ১। ওপরের সব ক্ষেত্রে তপশিলী ও প্রতিবন্ধীরা শিক্ষাগত যোগ্যতার নম্বরে ৫% ছাড় পাবেন। বয়স হতে হবে ১-৯-২০২৪"এর হিসাবে ২১ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে অর্থাৎ, জন্ম-তারিখ হতে হবে ২-৯-১৯৯৪ থেকে ১-৯-২০০৩"এর মধ্যে। ও.বি.সি. সম্প্রদায়ের প্রার্থীরা ৩ বছর, তপশিলীরা ৫ বছর আর দৈহিক প্রতিবন্ধীরা ১০ (তপশিলী হলে ১৫, ও.বি.সি. হলে ১৩) বছর বয়সে ছাড় পাবেন। মূল মাইনে: ৫০,৯২৫-৯৬,৭৬৫ টাকা। শুরুতে মেট্রো শহরের চাকরি হলে মোট মাইনে মাসে প্রায় ৮০,০০০ টাকা। এছাড়াও অন্যান্য ভাতা পাবেন। এই পদের বিজ্ঞপ্তি নং: CORP.HRM/AO/2024, Dated: 06.09.2024.

প্রার্থী বাছাই হবে দু"টি পর্যায়ে। প্রথম পর্যায়ের পরীক্ষা হবে ১৩ অক্টোবর ও দ্বিতীয় পর্যায়ের পরীক্ষা হবে ১৭ নভেম্বর। পরীক্ষা হবে এইসব কেন্দ্রে: পশ্চিমবঙ্গ : কলকাতা/গ্রেটার কলকাতা, আসানসোল, শিলিগুড়ি, কল্যাণী, হুগলি। অসম: ডিব্রুগড়, গুয়াহাটি, জোরহাট, শিলচর। ত্রিপুরা : আগরতলা। ঝাড়খন্ড: জামশেদপুর, রাঁচী। ওড়িশা: বেরহামপুর, ভুবনেশ্বর, কটক, রৌরকেলা। বিহার: ভাগলপুর, গয়া, পটনা। দুই পদের প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় ১০০ নম্বরের ১ ঘন্টার প্রশ্ন হবে এইসব বিষয়ে: (ক) ইংলিশ ল্যাঙ্গোয়েজ-৩০ নম্বর, (খ) রিজনিং এবিলিটি - ৩৫ নম্বর, (গ) কোয়ান্টিটেটিভ অ্যাপ্টিটিউড-৩৫ নম্বর। সফল হলে মেন পরীক্ষা। জেনারেলিস্ট পদের মেন পরীক্ষায় ২০০ নম্বরের আড়াই ঘন্টার অবজেক্টিভ টাইপের প্রশ্ন হবে এইসব বিষয়ে: (১) ইংলিশ ল্যাঙ্গোয়েজ, (২) জেনারেল অ্যাওয়ারনেস, (৩) টেস্ট অফ রিজনিং, (৪) কোয়ান্টিটেটিভ অ্যাপ্টিটিউড। স্পেশালিস্ট অফিসার পদের মেন পরীক্ষায় ২০০ নম্বরের আড়াই ঘন্টার অবজেক্টিভ টাইপের প্রশ্ন হবে এইসব বিষয়ে: (১) ইংলিশ ল্যাঙ্গোয়েজ, (২) জেনারেল অ্যাওয়ারনেস, (৩) টেস্ট অফ রিজনিং, (৪) কোয়ান্টিটেটিভ অ্যাপ্টিটিউড, (৫) স্পেশালাইজেশন বিষয়। দুই ক্ষেত্রেই অবজেক্টিভ টাইপের পার্টে নেগেটিভ মার্কিং আছে। প্রতিটি প্রশ্নের ভুল উত্তরের জন্য প্রাপ্তনম্বর থেকে ১ নম্বর কাটা হবে। এছাড়াও ডেসক্রিপ্টিভ টাইপের পেপারে ৩০ নম্বরের ৩০ মিনিটের পরীক্ষায় থাকবে প্রবন্ধ লেখা-২০ নম্বর ও চিঠি লেখা-১০ নম্বর। সফল হলে গ্রুপ ডিসকাশন ও ইন্টারভিউ। ইন্টারভিউ দিতে যাতায়াতের দ্বিতীয় শ্রেণির ভাড়া পাবেন। সবশেষে হবে ডাক্তারি পরীক্ষা। তপশিলী, ও.বি.সি.রা প্রি-এক্সামিনেশন ট্রেনিং নিতে পারবেন। দরখাস্ত করবেন অনলাইনে ২৯ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। এই ওয়েবসাইটে: https://newindia.co.in এজন্য বৈধ একটি ই-মেল আই.ডি. থাকতে হবে। এছাড়াও পাশপোর্ট মাপের রঙিন ফটো, সিগনেচার ও লেফট থাম্ব ইমপ্রেশন স্ক্যান করে নেবেন। এছাড়াও নিচের এই প্যারাগ্রাফটি নিজের হাতে লিখে স্ক্যান করবেন ।-(Name of the candidate), hereby de- clare that all the infor- mation submitted by me in the ap- pli- cation form is correct, true and valid. I will present the supporting documents as and when required.

প্রথমে ওপরের ওই ওয়েবসাইটে গিয়ে যাবতীয় তথ্য দিয়ে সাবমিট করলেই নাম রেজিস্ট্রেশন হয়ে যাবে। তখন পরীক্ষা ফী বাবদ ৮৫০ টাকা (তপশিলী ও প্রতিবন্ধী হলে ১০০) টাকা ডেবিট কার্ড, ক্রেডিট কার্ড, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিং, ক্যাশ কার্ড বা, মোবাইল ওয়ালেটে জমা দেবেন। তারপর ফটো ও সিগনেচার আপলোড করবেন। এরপর সিস্টেম জেনারেটেড অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম প্রিন্ট করে নেবেন।

রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশনে গ্র্যাজুয়েট অ্যাপ্রেন্টিস হিসাবে ৫৪ জন

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি: কেন্দ্রীয় সরকারি সংস্থা ডিফেন্স। রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ডি.আর.ডি.ও.)এর অধীন ইন্টিগ্রেটেড টেস্ট রেঞ্জ ডিপ্লোমা অ্যাপ্রেন্টিস ও গ্র্যাজুয়েট অ্যাপ্রেন্টিস হিসাবে ৫৪ জন লোক নিচ্ছে। কারা কোন পদের জন্য যোগ্য: ডিপ্লোমা অ্যাপ্রেন্টিস: পলিটেকনিক থেকে সংশ্লিষ্ট ট্রেডে ডিপ্লোমা কোর্স পাশ হলে আবেদন করতে পারেন। স্টাইপেন্ড মাসে ৮,০০০ টাকা। শূন্যপদ: কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং, কম্পিউটার সায়েন্স, কমিউনিকেশন অ্যান্ড কম্পিউটার, কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইনফর্মেশন টেকনোলজি, কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড সিস্টেম, কম্পিউটার টেকনোলজি, ইনফর্মেশন টেকনোলজি, ইনফর্মেশন অ্যান্ড কমিউনিকেশন টেকনোলজি, ইনফর্মেশন সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ৯টি, ইলেক্ট্রনিক্স, ইলেক্ট্রনিক্স অ্যান্ড টেলিকমিউনিকেশন, ইন্সট্রুমেন্টেশন, ইলেক্ট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেক্ট্রনিক্স, ইলেক্ট্রনিক্স অ্যান্ড কমিউনিকেশন, ইলেক্ট্রনিক্স অ্যান্ড ইন্সট্রুমেন্টেশন, অ্যাপ্লায়েড ইলেক্ট্রনিক্স অ্যান্ড ইন্সট্রুমেন্টেশন, ইলেক্ট্রনিক্স অ্যান্ড ইন্সট্রুমেন্ট্রেশন কন্ট্রোল, ইলেক্ট্রনিক্স অ্যান্ড ইলেক্ট্রিক্যাল কমিউনিকেশন, ইলেক্ট্রনিক্স অ্যান্ড কম্পিউটার, ইন্সট্রুমেন্টেশন অ্যান্ড ইলেক্ট্রনিক্স, ইলেক্ট্রনিক্স (রোবোটিক্স), এমবেডেড সিস্টেম-৯টি, করতে পারেন। স্টাইপেন্ড মাসে ৯,০০০ টাকা। শূন্যপদ: কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইলেক্ট্রিক্যাল-২টি, সিনেমাটোগ্রাফি ২টি, মেডিক্যাল ল্যাব টেকনোলজি ২টি। গ্র্যাজুয়েট অ্যাপ্রেন্টিস সংশ্লিষ্ট ট্রেডে ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ডিগ্রি কোর্স পাশ হলে আবেদন ইঞ্জিনিয়ারিং, কম্পিউটার সায়েন্স, কমিউনিকেশন অ্যান্ড কম্পিউটার, কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইনফর্মেশন টেকনোলজি, কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড সিস্টেম, কম্পিউটার টেকনোলজি, ইনফর্মেশন টেকনোলজি, ইনফর্মেশন অ্যান্ড কমিউনিকেশন টেকনোলজি, ইনফর্মেশন সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং, কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং-৬টি, ইলেক্ট্রনিক্স, ইলেক্ট্রনিক্স অ্যান্ড টেলিকমিউনিকেশন, ইন্সট্রুমেন্টেশন, ইলেক্ট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেক্ট্রনিক্স, ইলেক্ট্রনিক্স অ্যান্ড কমিউনিকেশন, ইলেক্ট্রনিক্স অ্যান্ড ইন্সট্রুমেন্টেশন, অ্যাপ্লায়েড ইলেক্ট্রনিক্স অ্যান্ড ইন্সট্রুমেন্টেশন, ইলেক্ট্রনিক্স

অ্যান্ড ইন্সট্রুমেন্ট্রেশন কন্ট্রোল, ইলেক্ট্রনিক্স অ্যান্ড ইলেক্ট্রিক্যাল কমিউনিকেশন, ইলেক্ট্রনিক্স অ্যান্ড কম্পিউটার, ইন্সট্রুমেন্টেশন অ্যান্ড ইলেক্ট্রনিক্স, ইলেক্ট্রনিক্স (রোবোটিক্স), এমবেডেড সিস্টেম-৬টি, ইলেক্ট্রিক্যাল-২টি, মেকানিক্যাল ১টি, অ্যারোস্পেস-১টি, সেফটি ইঞ্জিনিয়ারিং-২টি। গ্র্যাজুয়েট অ্যাপ্রেন্টিস (বি.কম): কস্ট অ্যাকাউন্টিং বা, ফিনান্সিয়াল অ্যাকাউন্টিং কোর্স পাশরা যোগ্য। স্টাইপেন্ড মাসে ৯,০০০ টাকা। শূন্যপদ: কস্ট অ্যাকাউন্টিং -৫টি, ফিনান্সিয়াল অ্যাকাউন্টিং-৫টি। গ্র্যাজুয়েট অ্যাপ্রেন্টিস (লাইব্রেরি সায়েন্স): লাইব্রেরি সায়েন্সের গ্র্যাজুয়েটেরা যোগ্য। স্টাইপেন্ড মাসে ৯,০০০ টাকা। শূন্যপদ-২টি। ওপরের সব ক্ষেত্রে ডিগ্রি ও ডিপ্লোমা কোর্স পাশ হতে হবে ২০২০ থেকে ২০২৪ সালের মধ্যে। এই পদের বিজ্ঞপ্তি নং: ITR / HRD/AT/09/2024. প্রার্থী বাছাই হবে মেধার ভিত্তিতে / লিখিত পরীক্ষা বা, ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে। সার্টিফিকেট ভেরিফিকেশনের সময় যাবতীয় প্রমাণপত্রের মূল ও ফর্মের কপি নিয়ে যাবেন। আগ্রহী প্রার্থীদের প্রথমে অ্যাপ্রেন্টিস হিসাবে নাম নথিভুক্ত করতে হবে। এই ওয়েবসাইটে: www. nats.educaiton.gov.in, নাম রেজিস্ট্রেশন করার পর ওই দরখাস্ত ডাকে পাঠাতে হবে ৭ অক্টোবরের মধ্যে। এই ঠিকানায়: The Director, Integrated Test Range (ITR), Chandipur, Balasore, Odisha-756025. আরো বিস্তারিত তথ্য পাবেন এই ওয়েবসাইটে: www.drdo.gov.in <http:// www.drdo.gov.in.

১০০ নার্স

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি: নয়া দিল্লির অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অফ মেডিক্যাল সায়েন্সেস নার্সিং অফিসার পদে ১০০ জন লোক নিচ্ছে। বি.এসসি. নার্সিং বা, বি.এসসি. অনার্স নার্সিং কোর্স পাশরা যোগ্য। বি.এসসি. (পোস্ট সার্টিফিকেট) বা, পোস্ট বেসিক বি.এসসি. নার্সিং কোর্স পাশরাও যোগ্য। রাজ্য বা, ভারতীয় নার্সিং কাউন্সিলে নাম নথিভুক্ত থাকতে হবে। নার্সিংয়ের ডিপ্লোমা কোর্স পাশরাও যোগ্য। তবে তাঁদের বেলায় ৫০ শয্যার হাসপাতালে অন্তত ২ বছর কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। বয়স হতে হবে ২১ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে। তপশিলীরা ৫ বছর, ও.বি.সি.রা ৩ বছর আর প্রতিবন্ধীরা ১০ বছর বয়সে ছাড় পাবেন। শুরুতে ২ বছরের প্রবেশন। পারিশ্রমিক মাসে ২৮,০০০ টাকা। শূন্যপদ: ১০০টি (জেনাঃ৫১, ও.বি.সি. ২৭, তঃ জাঃ ১৫, তঃউঃজাঃ ৭)। এই পদের Advt No. 482. প্রার্থী বাছাই করবে ব্রডকাস্ট ইঞ্জিনিয়ারিং কন্সালট্যান্টস ইন্ডিয়া লিমিটেড। এজন্য টেস্ট বা, ইন্টারভিউ হবে। দরখাস্ত করবেন নির্দিষ্ট ফর্মে। দরখাস্তের ফর্ম-সহ: ত বিস্তারিত তথ্য পাবেন এই ওয়েবসাই টে www.becil.com দরখাস্ত ডাকে পাঠাবেন ১৭ সেপ্টেম্বরের মধ্যে। এই ঠিকানায়: Broadcast En- gineering Consultants India Limited (BECIL), BECIL Bhawan, C-56/A-17, Sector-62. Noida-201307 (UP). আরো বিস্তারিত তথ্য পাবেন ওই ওয়েবসাইটে।

সাপ্তাহিক রাশিফল

প্রিয়া জ্যোতিঃশাস্ত্রী

১৪ সেপ্টেম্বর – ২০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪

মেষ রাশি : মানসিক চিন্তা বৃদ্ধি পাবে। ব্যবসায় বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ভেবেচিন্তে করবেন। স্বামী-স্ত্রীর মনোমালিন্য বৃদ্ধি পাবে। চাকরীক্ষেত্রে শুভ। কর্মে সাফল্য। উচ্চশিক্ষা ও গবেষণায় শুভ ফল পাবে। চিকিৎসাক্ষেত্রে, প্যারামেডিকেল কর্মী ও পুলিশদের ক্ষেত্রে শুভ। ফাটকা অর্থ পেতে পারেন।

প্রতিকার :মঙ্গলবার ভগবান লক্ষী নরসিংহের পুজো করুন।

বৃষ রাশি : অকারণে মানসিক উদ্বিগ্নতা বৃদ্ধি পাবে। শিক্ষার্থীদের পরীক্ষায় সাফল্য পাবে। সন্তানের কৃতিত্বে খুশি। চাকরীতে সাফল্য ও ব্যবসায় অগ্রগতি হবে। দাম্পত্য মনোমালিন্য হলেও তা কাটিয়ে উঠবে। পারিবারিক কোনো শুভ অনুষ্ঠান হবে। কর্মে সাফল্য পাবে।

প্রতিকার : শুক্রবার মা লক্ষীর পুজো করুন।

মিথুন রাশি : চাকরীতে বাধা আসার সম্ভাবনা। চাকরীতে পদোন্নতিতেও বাধা আসবে। কিন্তু ব্যবসায় সাফল্য আসবে। শরীর-স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তার কারণ। সন্তানের খুশিতে খুশীর জোয়ার। উচ্চশিক্ষায় সাফল্য। সতর্কতার সঙ্গে রাস্তা পারাপার হবেন। আয় বৃদ্ধি পেলেও ব্যয়ও বৃদ্ধি পাবে।

প্রতিকার : ৪১ বার 'ওঁ মহাবিষ্ণবে নমঃ' জপ করুন।

কর্কট রাশি : গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হারিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা। পারিবারিক শান্তি বজায় রাখার চেষ্টা করুন। সন্তানের প্রতি রূঢ় আচরণ ত্যাগ করুন। চাকরীক্ষেত্রে শুভ ফল পাবেন। ব্যবসার ক্ষেত্রে শুভ ফল পেতে বিলম্ব। কর্মভাব শুভ। কিন্তু ব্যয়, আয় অপেক্ষা বেশি হওয়ার সম্ভাবনা।

প্রতিকার : শুক্রবার লক্ষী নারায়ণের পূজো করুন।

সিংহ রাশি : আর্থিক দিক থেকে খুবই শুভ বলা যায়। পারিবারিক সমস্যা থাকবে কিন্তু চাকরীর ক্ষেত্রে শুভ হলেও ব্যবসায় অধিকতর শুভ ফল পাওয়ার সম্ভাবনা। তবে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে ভালো সম্পর্ক রাখার চেষ্টা করুন। পায়ে ব্যথা, প্রেসার, সুগার প্রভৃতি হতে পারে।

প্রতিকার : প্রতিদিন সূর্য্য মন্ত্র পড়ুন।

কন্যা রাশি : চাকরীতে উন্নতি ও ব্যবসায় প্রসারতার ক্ষেত্রে এই সপ্তাহ অতি গুরুত্বপূর্ণ। তবে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে বাধা থাকবে। রোগের প্রকোপ একটু কমবে। কর্মভাব ও আয়ভাব শুভ। তবে কর্মে অতিরিক্ত চাপ আসবে। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সুনজরে আশার সম্ভাবনা। ধর্মের প্রতি আগ্রহ বাড়বে।

প্রতিকার : প্রতিদিনি ''ওঁ বুধায় নমঃ''১৪ বার জপ করুন।

তুলা রাশি : মানসিক উদ্বেগ থাকলেও তা কাটিয়ে উঠবেন। দাম্পত্য মনোমালিন্য বৃদ্ধি পাবে। পারিবারিক সমস্যা বৃদ্ধি পাবে। সন্তানের সাফল্যে খুশি হতে পারেন। রাস্তাঘাটে সাবধানে চলাফেরা করুন। ঠান্ডা লাগা, বাতজ ব্যথা প্রভৃতি বৃদ্ধির সম্ভাবনা। ঈশ্বরের আরাধনায় ব্রতী হবেন।

প্রতিকার : ''ওঁ মহালক্ষ্মীর নমঃ'' জপ করুন।

বৃশ্চিক রাশি : মানসিক উদ্বেগ এড়াতে ব্যায়াম, শরীরচর্চা করুন সকালে। শিক্ষার্থীদের পরীক্ষায় সাফল্য। চাকরীর ক্ষেত্রে শুভ কিন্তু বিনিয়োগের ক্ষেত্রে সাবধানতা অবলম্বন করবেন। শরীরের যত্ন নেওয়া প্রয়োজন। ব্যবসায়ে ক্ষতির সম্ভাবনা। দাম্পত্য মনোমালিন্য থাকবে।

প্রতিকার : প্রতিদিন ১৮ বার 'ওঁ ভৌময় নমঃ জপ করুন'।

ধনুরাশি : সম্পর্কের উন্নতিতে বাধা। চাকরীতে শুভ ফল পাবে না কিন্তু ব্যবসায় কিছুটা শুভ ফল লাভ করবে। কর্মক্ষেত্রে ও আয়ভাব শুভ। ঠান্ডা লাগা, বাতজ ব্যথায় বৃদ্ধি পাবে।

প্রতিকার : বৃহস্পতিবার দুধ ও ফল খেয়ে ব্রত করুন।

মকর রাশি : চাকরীর থেকে ব্যবসায় তুলনামূলক শুভ ফল পাবে। সন্তানের জন্য চিন্তার কারণ হবে। কর্মভাব শুভ কিন্তু আয়ভাব শুভ নয়। স্বাস্থ্যের যত্ন নিন। রাস্তাঘাটে সাবধানে চলাফেরা করুন। ঈশ্বরের আরাধনায় ব্রতী হবেন।

প্রতিকার : শনিবার ভিক্ষুক বা বিকলাঙ্গদের সাহায্য করুন চাল দিয়ে।

কুম্ভ রাশি : পারিবারিক বিবাদ হওয়ার সম্ভাবনা। উচ্চশিক্ষা ও গবেষণায় শুভ ফল পাবে। ব্যবসায়ীরা শুভ ফল পাবে। কর্মোন্নতিতে বাধা কিন্তু আয়ভাব শুভ বলা যায়। প্রেসার, গা-হাত-পায়ের যন্ত্রণা প্রভৃতি হওয়ার সম্ভাবনা।

প্রতিকার : শনিবার ভিক্ষুকদের পুরনো বস্ত্র দিন।

মীন রাশি : অযথা বিবাদ এড়িয়ে চলুন। চাকরীতে শুভ ফল পাবে কিন্তু ব্যবসার ক্ষেত্রে ততটা শুভ ফল পাবে না। উচ্চশিক্ষায় বাধা। মানসিক অশান্তি বৃদ্ধি পাবে। চোখ, নার্ভ,ঠাণ্ডাজনিত রোগের সম্ভাবনা। ধর্মে আগ্রহ বাড়বে।

প্রতিকার : প্রতিদিন ২১ বার 'ওঁ বৃহস্পতে নমঃ' জপ করুন।

শব্দবার্তা ৩১২

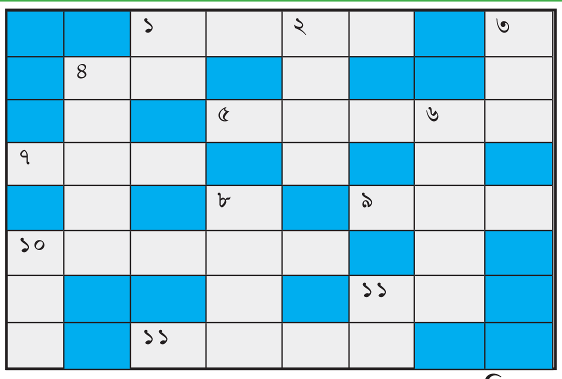

শুভজ্যোতি রায়

পাশাপাশি

১। সাহসিকতাপূর্ণ কাজ ৪। গুপ্তদূত ৫। তর্কবিতর্ক, কথাকাটাকাটি ৭। ভয় ৯। গৃহিণী, সংসারের কর্ত্রী ১০। শিরঃপীড়া ১১। পরাজয়, পরাভব ১২। বাবা-মা।

উপর-নীচ

১। চাকার পাখি ২। দানাওয়ালা ৩। তোমায় দেখেছি- প্রাতে ৪। জীবনকাহিনী ৬। বর কনে যে কক্ষে বিয়ের প্রথম রাত কাটায় ৮। দীক্ষাগুরু ১০। উপযুক্ত ১১। বর্ষা আর প্রখর রোদে যে একমাত্র সঙ্গী।

সমাধান : ৩১১

পাশাপাশি : ১। অবাস্তব ৪। দস্তুর মতো ৫। কমসম ৭। তবলচি ৯। আসাযাওয়া ১১। লশকর।

উপরনীচ : ১। অমূলক ২। বদনাম ৩। সমরানল ৬। মহাপ্রসাদ ৭। তরোয়াল ৮। চিৎকার।

আলিপুর বার্তার সার্কুলেশনের জন্য যোগাযোগ করুন এই নম্বরে ৬২৮৯২২১৭০০

বিজ্ঞপ্তি

সভা, সাহিত্যসভা, সেমিনার, বই প্রকাশ, সিডি প্রকাশের জন্য আপনাদের অপেক্ষায়

হিন্দ্ সংঘ

যোগাযোগ ৮৫৮২৯৫৭৩৭০

বিজ্ঞপ্তি

কম খরচে পাত্র-পাত্রী, কর্মখালি, টেন্ডার নোটিশ সহ ক্লাসিফায়েড বিজ্ঞাপন দিতে যোগাযোগ করুন আলিপুর বার্তা দফতরে। ই-মেলেও বিজ্ঞাপন পাঠাতে পারেন।

কর্মখালি

দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিষ্ণুপুরের সামালি এলাকায় সমাজ কল্যাণ দফতর অনুমোদিত আবাসিক হোমে ছেলেদের দেখাশোনা করার জন্য একজন মাঝ বয়সী লেখাপড়া জানা অভিজ্ঞ সর্বক্ষণের পুরুষ কেয়ার টেকার প্রয়োজন। সত্বর যোগাযোগ করুন এই নম্বরে : ৮০১৩৫২৩০৯৫/ ৯৮৩০২৮৪৯৯২

থ্যালাসেমিয়া প্রতিরোধের উপায়

নিজস্ব সংবাদদাতা : বিয়ের পূর্বে পাত্রপাত্রী কিছু পরীক্ষা করিয়ে নিলে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ রোগের হাত থেকে রক্ষা করা সম্ভব। রোগগুলি হল থ্যালাসেমিয়া, জন্ডিস, সিফিলিস, এডস্, সিকল-সেল ডিজিজ, হিমোফিলিয়া ইত্যাদি। বিয়ের পূর্বে অবশ্য করণীয় রক্ত পরীক্ষাগুলো হল ব্লাডগ্রুপিং এবং হিমোগ্লোবিন।

ব্লাডগ্রুপিং এর প্রয়োজনীয়তা কী? মা যিনি হবেন তার রক্ত আর এইচ পজেটিভ না নেগেটিভ তা জানা জরুরি প্রয়োজন। মা যদি আর এইচ নেগেটিভ হন এবং বাবা যদি আর এইচ পজেটিভ হন এবং গর্ভস্থ সন্তানও যদি আর এইচ পজেটিভ হয় সমস্যা দেখা দেয়। এ অবস্থায় সন্তান জন্ডিস অর্থাৎ হাইড্রপস ফিটালিস, ইকটেরাস গ্রেভিস নিওনেটোরাম, কনজেনিটাল অ্যানিমিয়া অব দি নিউর্বোন নিয়ে জন্মাতে পারে। তবে প্রথমবার গর্ভধারণের সময় এ সমস্যা থাকে না। সাধারণত দ্বিতীয় সন্তানই আক্রান্ত হয় বেশি। তাই বিবাহের পূর্বে যে কোনও পাত্রী যদি রক্ত পরীক্ষা করিয়ে জানতে পারেন যে তিনি আর এইচ নেগেটিভ তা হলে তিনি আর এইচ পজেটিভ কোনও পাত্রকে বিবাহ নাও করতেও পারেন অথবা বিবাহ করলে সন্তান ধারণের সময় ডাক্তারবাবু পরামর্শ মতো অ্যান্টি ডি গ্লোবিউলিন ইনজেকশন নিয়ে সুস্থ সন্তানের জন্ম দিতে পারেন। থ্যালাসেমিয়া রোগীর সংখ্যা বেড়ে চলেছে এবং চিকিৎসা শাস্ত্রে আজও এই রোগ আরোগ্য হয় না। থ্যালাসেমিয়া সন্তান জন্মরোধ একমাত্র বিয়ের পূর্বে পাত্রপাত্রীর রক্তের হিমোগ্লোবিন ইলেকট্রোফোরেসিস পরীক্ষা দ্বারাই সম্ভব। পাত্রপাত্রী উভয়েই বাহক হলে তবেই সন্তানটি থ্যালাসেমিয়া আক্রান্ত হয় এবং সে ক্ষেত্রে বিয়ে না হওয়াই উচিত। পাত্র বা পাত্রী একজন বাহক হলে অবশ্য সন্তানটির বাহক হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, রোগ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না।

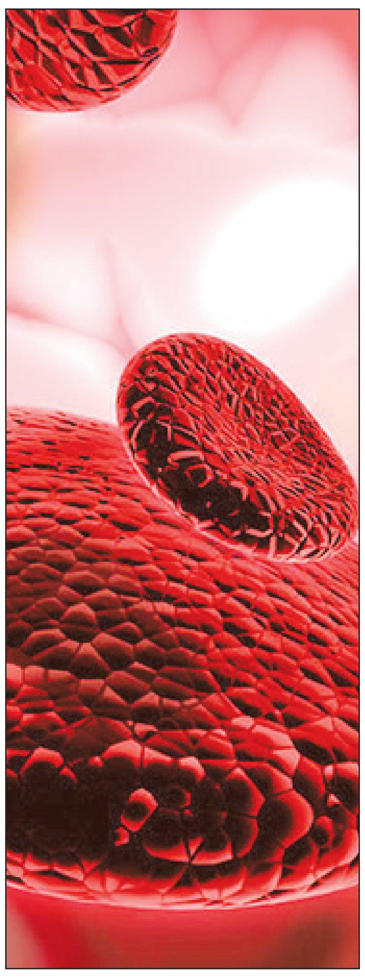

বনগাঁয় ধৃত জালিয়াতি চক্র, প্রশ্নের মুখে সীমান্ত নিরাপত্তা

নিজস্ব প্রতিনিধি, উত্তর ২৪ পরগনা: ভারত–বাংলাদেশ সীমান্ত প্রায় ১ হাজার কিমি। এর মধ্যে প্রায় ৩০ শতাংশ এলাকাই কাঁটা তারবিহীন উন্মুক্ত। এই এলাকাগুলো অনুপ্রবেশকারী কাছে একপ্রকার নিরাপদ করিডর হিসেবে পরিচিত। এদিকে বাংলাদেশে সাম্প্রতিক ছাত্র আন্দোলনে যে উদ্ভুদ অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়, তাতে জানা গিয়েছে, জামাত, বিএনপি সহ ইসলামিক ছাত্র সংগঠনের সদস্যরাও জড়িত। বিএসএফ সূত্রে জানানো হয়েছে, বাংলাদেশ সীমান্ত এলাকাগুলোয় নজরদারি আরও কঠোর করা হয়েছে। নিরাপত্তার সার্থে যে কোনওরকম অপ্রীতিকর পরিস্থিতির মোকাবিলায় জওয়ানদের সংখ্যা বাড়ানো হয়েছে। সীমান্তে জারি রয়েছে হাই অ্যালার্ট। এমনকি নাইটভিশান ক্যামেরা দিয়েও চালানো হচ্ছে নজরদারি। এসত্ত্বেও নজরদারির ফাঁক দিয়ে ঘটে চলেছে অনুপ্রবেশ। যার সঙ্গে যুক্ত রয়েছে ভারতের দালালচক্র। যাদের হাত ধরে এই

অনুপ্রবেশ এখনও অব্যাহত।

সম্প্রতি বনগাঁ থানার গান্ধীপল্লী এলাকায় একটি সাইবার ক্যাফেতে সোমবার গোপন সূত্রে খবর পেয়ে হানা দেয় পুলিশ। এখান থেকে প্রচুর জাল আধার, ভোটার এবং রেশন কার্ড সহ বিভিন্ন জাল ভারতীয় নথি উদ্ধার করল বনগাঁ থানার পুলিশ। এই চক্রের দুই পাণ্ডা রাকেশ মণ্ডল এবং দিব্যেন্দু সরকারকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। মঙ্গলবার তাদের বনগাঁ আদালত তোলা হলে বিচারক পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেন। পুলিশ জানায়, ধৃতরা বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের কাছ থেকে মোটা টাকা নিয়ে জাল নথি বানিয়ে দিত। এর সঙ্গে আর কেউ জড়িত আছে কিনা পুলিশ তাও খতিয়ে দেখছে। এদিন গোপন সূত্রে খবর পেয়ে পুলিশ বনগাঁ শহরের ২ নম্বর রেলগেটের কাছে অভিযান চালিয়ে দালাল সুজয় মিস্ত্রি সহ তিন বাংলাদেশিকে গ্রেপ্তার করে। অনুপ্রবেশকারীরা হল সালমা উর্মি বেগম, নাইমুর রহমান ও সাহানা আখতার। ধৃতদের হেফাজতে নিয়ে পুলিশ এই সাইবার ক্যাফের সন্ধান পায়।

স্বাভাবিকভাবে এই ঘটনায় ভারতের সীমান্ত নিরাপত্তা প্রশ্নের মুখে পড়ে। কারণ কয়েকমাস যাবত বাংলাদেশের ছাত্র বিক্ষোভকে কেন্দ্র করে উত্তাল হয় বাংলাদেশ। সেই আঁচ এসে পড়ে ভারত–বাংলাদেশ সীমান্তে। এই পরিস্থিতিতে চোরাপথে দালাল ধরে চলছে অনুপ্রবেশ। তবে ভারত–বাংলাদেশ সীমান্ত মানব পাচার কোনও নতুন ঘটনা নয়। দালালদের মোটা টাকা দিয়ে ওপার বাংলা থেকে এপার বাংলায় ঢুকে পড়ে অনুপ্রবেশকারীরা। কখনও কখনও বিএসএফ ও পুলিশের অভিযান ধরাও পড়ে। পুলিশ ও বিএসএফের নজরদারি এড়িয়ে তারা পাড়ি দেয় ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে। গত কয়েক বছর যাবৎ ধৃত বাংলাদেশিদের বয়ানে তা স্পষ্ট। তবে এদের মধ্যে সঙ্গী সংগঠনের কেউ ঢুকে পড়ছে কিনা তার গ্যারান্টি কোথায়? এ প্রশ্ন স্থানীয় বাসিন্দাদের। সোমবার রাতের ঘটনায় আরও একবার প্রশ্নের মুখে পড়ল রাজ্যের পুলিশ প্রশাসন। পুলিশি নজর এড়িয়ে সীমান্ত শহরের প্রাণকেন্দ্রে কীভাবে চলতে পারে এহেন জালিয়াতি চক্র তা নিয়ে বিস্মিত স্থানীয় মানুষ। এই সঙ্গে বাংলায় শারদোৎসবের প্রাক্কালে এই ঘটনা চিন্তার ভাঁজ ফেলেছে প্রশাসনিক মহলে।

ফিরে দেখা ৫০

আলিপুর বার্তা গত ১৩ অক্টোবর ২০২২ ৫৬ পেরিয়ে পা দিয়েছে ৫৭ বছরে। নিরবিচ্ছিন্ন এই চলার পথে পাতায় পাতায় ছড়িয়ে রয়েছে অজস্র সংবাদ, প্রবন্ধ, গবেষণা ও সাহিত্য যা প্রকাশনা সমুদ্রের গভীরে থাকা এক একটি রত্ন স্বরূপ। অতীতের নস্টালজিক দর্পণে এই রত্ন আকর বলে যায় ৫০ বছর আগের দিনগুলির নানা কথা। এইসব শব্দহীন ইতিহাসের ভাষাকে বাঙ্ময় করে তুলতে সেদিনের শব্দচয়ন ও বানান অবিকৃত রেখে এবার আপনাদের সামনে তুলে ধরব ৫০ বছর আগের কিছু সংবাদ, প্রবন্ধ। কেমন লাগছে জানালে আপনাদের মতামত উৎসাহিত করবে আমাদের।— সম্পাদক

বিদ্যুৎ পর্ষদে বিক্ষোভ

(নিজস্ব প্রতিনিধি)

গত ৩১ শে আগষ্ট পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যুৎ পর্ষদের কর্মীরা ৩৩ দফা দাবীর ভিত্তিতে বিক্ষোভ প্রদর্শনী করেন এবং পর্ষদের চেয়ারম্যান শ্রী বি. এন. ব্যানার্জী ও অন্যান্য উচ্চ পদস্থ কর্মচারী দের ঘেরাও করে শান্তিপূর্ণ অবস্থান ধর্মঘট চালিয়ে যান। আই. এন. টি. ইউ.সি পরিচালিত এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন বিক্ষোভ ও অবস্থান ধর্মঘট পরিচালনা করেন। প্রকাশ, পর্ষদ কর্তৃপক্ষ পুলিশের সাহায্য চেয়ে পাঠান পুলিশের আবির্ভাবে কর্মীদের মধ্যে তীব্র উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। অবশেষে উপমন্ত্রী শ্রী সুনীতি চট্টরাজের হস্তক্ষেপে উত্তেজনা প্রশমিত হয়। শ্রী চট্টরাজ কর্মীদের দাবী দাওয়া বিবেচনার আশ্বাস দেন। মন্ত্রীর আশ্বাসে অবস্থান ধর্মঘট প্রত্যাহৃর হয়।

৮ম বর্ষ, ১৪ সেপ্টেম্বর ১৯৭৪, শনিবার, ৩৪শ সংখ্যা

জাহাজের কম্পনে ভাঙছে নদীবাঁধ: অনিমেষ

নিজস্ব প্রতিনিধি, সুন্দরবন : গোসাবা ব্লকের রাঙাবেলিয়া পঞ্চায়েতের পাখিরালয় গ্রামে নদী বাঁধে ধস নেমেছে। বাঁধ মেরামতি কাজ শুরু করেছে গ্রাম বাসী ও প্রশাসনের লোকজন।আর আচমকা নদী বাঁধ ধসে পড়ায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে এলাকায়। তড়িঘড়ি জেলা পরিষদের উপাধ্যক্ষ অনিমেষ মণ্ডলের উদ্যোগে জেসিবি দিয়ে নদীর বাঁধ মেরামতির কাজ শুরু হয়েছে। এপ্রসঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারের সমালোচনা করে অনিমেষবাবু বললেন, সুন্দরবনের নদী গুলিকে আন্তর্জাতিক নদী পথ হিসেবে বেছে নেওয়ার ফলে সুন্দরবনের বুকে বড় বড় জাহাজ চলাচল করছে। যার কম্পনে নদী বাঁধ গুলিতে একের পর এক ধস নামছে। কেন্দ্রীয় সরকার যদি মনে করতো জাতীয় সড়ক বেছে নিয়ে আন্তর্জাতিক সড়ক হিসেবে মান্যনা দিতে পারতো। কিন্তু তা না করে শুধুমাত্র নদীগুলিকে বেছে নেওয়ার ফলে এমন ঘটনা ঘটছে। আগে ১০০ দিনের কাজ বন্ধ করেছে। এসব আবার নদীর ধারে মানুষগুলিকে হাতে ও পাতে মারার চক্রান্ত করছে।

বেহাল রাস্তায় ঝুঁকির যাতায়াত

সঞ্জয় চক্রবর্ত্তী, হাওড়া : সামনেই বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব দূর্গা পুজো। আর মাত্র হাতে গোনা কয়েকটি দিন। বিভিন্ন জায়গায় রাস্তার বেহাল অবস্থা চোখে পড়ছে প্রায়ই। যা খুব করুন অবস্থা। এমনি এক রাস্তা হাওড়া জগৎবল্লভপুর থানার অন্তর্গত মুন্সিরহাট বাজারের রাস্তা। এমনিতেই রাস্তাটি প্রয়োজনের তুলনায় সরু ও ছোট। আবার সকালে বাজারের সময় রাস্তার দুপাশে বাজার বসে। একবার যানযোটের কবলে পড়লে নিত্যযাত্রী থেকে সকলের কখন যে যানজট থেকে মুক্তি পাবে তার কোনো জানা নেই। তার উপর রাস্তার বেহাল দশা।ইঁটের টুকরো দিয়ে তার প্রাথমিক প্রলেপ দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে কিন্তু তা যাকে তাই হয়ে গেছে।তার উপর জল নিকাশি ব্যাবস্থা সঠিক না থাকায় জল জমছে বলে সকলের অভিমত। এই রাস্তা দিয়ে লড়ি, ট্রেকার,টোটো ছোট বড় গাড়ি যাতায়াত করে। নিত্যযাত্রী থেকে সকলের দাবি অবিলম্বে এই রাস্তা সারানোর না হলে বড় দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে।তাই প্রশাসনের তরফ থেকে এই রাস্তাটি সারানোর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় তবে সকলে খুব উপকৃত হবে। এখন দেখার বিষয়, সাধারণ মানুষের এই দাবি কতদিনে পূরণ হয়।

৫ ওভারলোডেড ডাম্পার আটক

নিজস্ব প্রতিনিধি : বীরভূম জেলা এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চ ডিএসপি স্বপনকুমার চক্রবর্তী নেতৃত্বে ১২ সেপ্টেম্বর গভীররাতে ৫ বালিবোঝাই ওভারলোড মুর্শিদাবাদগামী ডাম্পারকে আটক করা হয়। মল্লারপুর থানার গদাধরপুর থেকে আটক করা হয় ২ ডাম্পার। ডাম্পারগুলো জলট্যাঙ্কি অবৈধ ঘাট ময়ূরাক্ষী নদীর তীর সাঁইথিয়া থেকে বালি সংগ্রহ করেছিল। একটি ডাম্পার সাঁইথিয়া তালতলায় ধরা হয় যারা মহম্মদবাজারের লতাপুকুরঘাট থেকে বালি উত্তোলন করেছিল। আরেকটি ডাম্পার মহম্মদবাজার থানার অধীনে গৌরনগর থেকে ধরা পড়ে যেটি মহম্মদবাজারের খরিমাটি ঘাট থেকে বালি সংগ্রহ করেছিল। বাকি একটি মহম্মদবাজার–সাঁইথিয়ার মধ্যে থাকা ৬০ নং জাতীয় সড়কে ধরা পড়ে যেটি সিউড়ি খটোঙ্গা ৭ নং ঘাট থেকে বালি সংগ্রহ করেছিল। ময়ূরাক্ষী নদীর অবৈধ ঘাট থেকে সংগ্রহ করা বালির অবৈধ পরিবহনের সাথে জড়িত সমস্ত বালি ওভারলোডেড ডাম্পারগুলির কোনো ই–চালান ছিল না। ৫ জন চালককে আটক করা হয়েছে বলে এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চ সূত্রে জানা গিয়েছে। সমস্ত অবৈধ বালিবোঝাই ডাম্পারগুলোর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট থানার কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে বলে এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চ সূত্রে জানা গিয়েছে।

নকল সোনা ও আগ্নেয়াস্ত্র সহ ধৃত ৩

নিজস্ব প্রতিনিধি, কাকদ্বীপ : কুখ্যাত ২ দুষ্কৃতিদের সঙ্গে আগ্নেয়াস্থ সহ গ্রেপ্তার মথুরাপুরের ১ যুবক। দক্ষিণ ২৪ পরগনার ফ্রেজারগঞ্জ কোস্টাল থানা এলাকায় আসল সোনা বলে নকল সোনা নিয়ে প্রতারণা করার আগেই গ্রেপ্তার। ফ্রেজারগঞ্জ কোস্টাল থানার পুলিশ গোপনসূত্রে খবর পায় পূর্ব অমরাবতী গ্রামের একটি বাড়িতে ৩ দুষ্কৃতী লুকিয়ে আছে। তাদের কাছ থেকে উদ্ধার হয় নকল কিছু সোনা।উদ্ধার হয় একটি রিভলবার ও দুই রাউন্ড গুলি। ধৃত তিনজনই মথুরাপুর থানা এলাকার বাসিন্দা।ধৃতেরা হলো মুর্সেলিম পাইক, রাহান শেখ ও তাপস দলুই। ১২ সেপ্টেম্বর ধৃত ওই ৩ জনকে কাকদ্বীপ মহকুমা আদালতে তোলা হলে আদালতের মহামান্য বিচারক ধৃতদেরকে ৫ দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেন।

হাসপাতালগুলিতে বাড়ছে নজরদারি

নিজস্ব প্রতিনিধি, বারুইপুর ও ক্যানিং : আরজিকর কাণ্ড থেকে শিক্ষা, বারুইপুর হাসপাতালে হতে চলেছে পুলিশ কিঅস্ক, বসছে অতিরিক্ত সিসিটিভি ক্যামেরা। ১২ সেপ্টেম্বর বারইপুর মহাকুমা হাসপাতালে সুপারের ঘরে এক উচ্চপর্যয়ের প্রশাসনিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন বারুইপুর পশ্চিমের বিধায়ক তথা পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়, বারুইপুর পূর্বের বিধায়ক বিভাস সরদার, বারুইপুরের মহকুমা শাসক চিত্রদীপ সেন, বারুইপুর পৌরসভার চেয়ারম্যান শক্তি রায়চৌধুরি ভাইস চেয়ারম্যান গৌতম কুমার দাস, বারুইপুর থানার আইসি সৌমজিৎ রায়, বারুইপুর হাসপাতালে সুপার ধীরাজ রায়, অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপার শ্যামল চক্রবর্তী সহ একাধিক ডক্তরস এবং আধিকারিকগণ। বৈঠকে মূলত বারুইপুর মহকুমা ও সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের নিরাপত্তা বিষয়ক, সিসিটিভি ক্যামেরা, পুলিশ কিঅস্ক, অগ্নি নির্বাপন ব্যবস্থা ও হাসপাতালের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা বিষয় সম্পর্কে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হয়। অন্যদিকে, প্রতিদিন রাতে ক্যানিং মহাকুমা হাসপাতাল ও তার আশেপাশে এলাকায় চলছে জুয়া ও মদের আসর। তারমধ্যে দিয়েই হাসপাতালে চিকিৎসারত চিকিৎসকদের যেমন যাতায়াত করতে হয় তেমনি কর্তব্যরত নার্সদের কাউকে ডিউটিতে যেতে হয় এবং ফিরতেও হয় কোয়াটারে। বারবার বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করা হলেও কোনোভাবেই সেই

সমস্যার সমাধানের ব্যবস্থা হয়নি। আরজিকর কাণ্ডের পর এবার নতুন করে নড়েচড়ে বসেছে প্রশাসন। বিভিন্ন বিষয় খতিয়ে দেখার জন্য জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জোনাল রূপান্তর সেনগুপ্ত আসেন ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে। সেখানেই মূলত পরিদর্শন করেন। সঙ্গে ছিলেন ক্যানিংয়ের মহাকুমা পুলিশ আধিকারিক রাম কুমার মণ্ডল, ক্যানিং থানার আইসি সৌগত ঘোষ, ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালের সুপার পার্থ সারথী কয়াল, অতিরিক্ত সুপার বসুমিতা আঢ্যি, সৌরভ দাস সহ অন্যান্যরা। শুক্রবার হাসপাতালের বিভিন্ন এলাকা পরিদর্শন করে কোথায় কি সমস্যা রয়েছে তা নিয়ে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ সঙ্গে কথা বলেন। পাশাপাশি হাসপাতালে পুলিশ মোতায়ন করা হবে বলে জানান পুলিশ আধিকারিক। শুক্রবার বারুইপুর মহাকুমা হাসপাতালে পরিদর্শনে এসেছিলেন স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় এবং জেলার পুলিশ সুপার পলাশ ঢালী। বারুইপুর মহকুমা হাসপাতালের বিভিন্ন ব্যবস্থা ও খতিয়ে দেখেন তাঁরা। এদিন রুপান্তর সেনগুপ্ত বলেন, 'ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালের যে সমস্ত অভিযোগগুলো আছে সেগুলো আমরা খতিয়ে দেখছি। মদ ও জুয়ার আসরের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। শুধু তাই নয় যে সমস্ত এলাকায় সিসিটিভি পরিদর্শন রাখা উচিত সেই সমস্ত এলাকাগুলোতে সিসিটিভি রাখা হবে। আলোর ব্যবস্থা করা হবে। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলে দ্রুত সেই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।'অন্যদিকে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালের সুপার পার্থ সারথী কয়াল জানিয়েছেন, 'হাসপাতালের নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা কর্মী সংখ্যা অত্যন্ত কম। খুব শীঘ্রই সমাধান হবে বলে পুলিশ মহল থেকে আশ্বাস মিলেছে।'

হাতুড়ে ডাক্তারকে ছুরিকাঘাত

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত সোমবার রাতে পাতাডাঙ্গা গ্রামে চেম্বার বন্ধ করে ছাদে থাকার সময় এক হাতুড়ে ডাক্তারকে এলোপাথাড়ি ছুরির কোপ মারার অভিযোগ উঠে অজ্ঞাতপরিচয় দুস্কৃতীদের বিরুদ্ধে। হারুন রশিদ নামে ওই হাতুড়ে ডাক্তার অত্যন্ত আশঙ্কাজনক অবস্থায় সিউর্ড়ি হাসপাতালে ভর্তি। ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। তদন্ত শুরু করেছে চন্দ্রপুর থানার পুলিশ।

পারিবারিক অশান্তি, জখম ৪

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং : পারিবারিক অশান্তির জেরে ছেলের স্ত্রীকে শ্লীলতহানি করার অভিযোগ উঠলো খোদ শ্বশুরের বিরুদ্ধে। সোমবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে ক্যানিং থানার অন্তর্গত বাইশসোনা সংলগ্ন মরাহলদি গ্রামে।জখম বৌমা অর্চনা দাস ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। পাশাপাশি রক্তাক্ত শ্বশুর পিন্টু দাস,শাশুড়ি উর্মিলা দাস,মেজো বউ সঙ্গীতা দাস ও মেজো ছেলে রণজিত দাস জখম অবস্থায় ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে।যদিও পুলিশ ঘটনার তদন্তে নেমে এদিন রাতেই রণজিত দাস কে আটক করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

পথ দুর্ঘটনায় মৃত এক

নিজস্ব প্রতিনিধি : ১১ সেপ্টেম্বর বীরভূম জেলার প্রান্তিক অঞ্চল রাজনগরে পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক বৃদ্ধের। জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরের একটি গাড়ি রাজনগর ডাকবাংলোর দিক থেকে খয়রাশোলের নাকড়াকোন্দা অভিমুখে যাচ্ছিল। রাজনগর বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন বন্ধন ব্যাংকের কাছে আসতেই গাড়িটির সাথে এক সাইকেল আরোহীর সজোরে ধাক্কা লাগে। ঘটনায় ওই সাইকেল আরোহীর মৃত্যু হয়। রাজনগর থানার পুলিশ গাড়িটিকে আটক করেছে। মৃতের নাম বাবুলাল বাস্কী (৬৯)। বাড়ি রাজনগর ব্লকের গাংমুড়ি–জয়পুর গ্রামপঞ্চায়েতের বাঁশবনা গ্রামে।

বিদ্যুৎ পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু ১

নিজস্ব প্রতিনিধি, কুলপি : ইলেকট্রিকের টোটোতে চার্জ দিতে গিয়ে বিদ্যুৎপৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হল এক যুবকের। মৃত যুবকের নাম জগাই হালদার(৩২)। ঘটনাটি ঘটে দক্ষিণ ২৪ পরগনা কুলপি ব্লকের কুলপি থানার অন্তর্গত অরুণ বেড়িয়া গ্রামে শুক্রবার দিন সকাল আটটা নাগাদ ওই যুবককে স্থানীয় বেলপুকুর স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করে। কুলপি থানার পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য ডায়মন্ড হারবার পুলিশ মর্গে পাঠায়। কিভাবে এই দুর্ঘটনা ঘটলো তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ প্রশাসন।

মৃত্যুকে জয় করে চিকিৎসককে ভগবান স্বরূপ প্রণাম জানালেন বধূ

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং : দীর্ঘ প্রায় ১৫ দিন জীবনযুদ্ধে লড়াই। একেবারের যমরাজের দরজার সম্মূখ থেকে ফিরে আসা। অবশেষে মৃত্যুকে জয় করে দ্বিতীয় জীবন লাভ করে চিকিৎসককে ধন্যবাদ জানাতে হাজির হয়েছিলেন জনৈক এক বধূ। চিকিৎসককে প্রণাম নিবেদন করলেন। বললেন ভগবান! এমন ঘটনায় হতবাক সকলেই! বাকরুদ্ধ হয়ে পড়লেন খোদ চিকিৎসক সহ অন্যান্যরা। জানা গিয়েছে বারুইপুর থানার অন্তর্গত বৃন্দাখালি পঞ্চায়েতের দমদমা গ্রামের বধূ বৃহস্পতি নস্কর। প্রায় ১৭ দিন আগেই বাগানে কাজ করা সময় তাঁর ডান পায়ে একটি বিষধর চন্দ্রবোড়া সাপ কামড় দেয়। ওই বধূর স্বামী ইন্দ্রজিত নস্কর মুহূর্তে ধারালো ব্লেড দিয়ে ক্ষতস্থান কেটে দেয়। রক্তক্ষরণ হতে থাকে। পরে কষে বাঁধন দিয়ে চিকিৎসার জন্য ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায়।শুরু হয় চিকিৎসা। পরের দিন ওই বধূর শারীরিক অবস্থার অবনতি

হয়। এমনকি তার পরিবারের সদস্যরা জানিয়েছেন, বৃহস্পতি নস্কর আর বেঁচে নেই! শুধুমাত্র চিকিৎসকের মুখ থেকে মৃত ঘোষনা'র অপেক্ষায়!এমন ঘটনার পর ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে সর্প বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ওই বধূর পুনরায় চিকিৎসা শুরু করেন। দীর্ঘ প্রায় ৪০ মিনিট চিকিৎসক, নার্স ও হাসপাতালের অন্যান্য কর্মীরা পাম্প করেন। বধূ চোখ মেলে চিকিৎসায় সাড়া দিতে থাকে। দীর্ঘ একপক্ষকাল চিকিৎসার পর সুস্থ হয়ে হাসপাতাল থেকে ছুটি নিয়ে বাড়িতে ফেরেন বধূ। হাসি ফোটে নস্কর পরিবারের মধ্যে। এমন ঘটনার পর ছেলে বিদ্যুৎ নস্করকে সাথে নিয়ে বৃহস্পতি নস্কর ১১ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় হাজীর হয়েছিলেন ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে। সর্পবিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ডাঃ সমরেন্দ্র নাথ রায়ের সাথে কথা বলে প্রণাম নিবেদন করেন।

বৃহস্পতি নস্কর জানিয়েছে, 'ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালের সর্পবিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ডাঃ সমরেন্দ্র নাথ রায় আমাকে সাক্ষাৎ মৃত্যুর মুখ থেকে বাঁচিয়ে পুনঃজীবন দিয়েছেন। তিনি না থাকলে আমার মৃত্যু নিশ্চিত। ভগবান স্বরুপ চিকিৎসককে প্রণাম জানাতে হাসপাতালে এসেছিলাম।'

বধুর ছেলে বিদ্যুৎ নস্কর জানিয়েছেন, 'আমরা নিশ্চিত ছিলাম 'মা' আর বেঁচে নেই, মারা গিয়েছে।ডাক্তার বাবুর কৃপায় মা কে এভাবে ফিরে পাব ভাবতেই পারছিনা। ডাক্তারবাবুকে অসংখ্য ধন্যবাদ'। চিকিৎসক হিসাবে রোগী পরিষেবা দিয়ে সুস্থ করাই একমাত্র জীবনের লক্ষ্য।১৭ দিন পর তিনি আবেগতাড়িত হয়ে আবার হাসপাতালে এসেছিলেন।এমনটা চিকিৎসক জীবনে বড় একটা পাওনা!'

হোগল নদীতে তৈরি হবে ভাসমান জেটিঘাট

নিজস্ব প্রতিনিধি,বাসন্তী : নদীনালা বেষ্টিত বিশ্বের বৃহত্তম ব–দ্বীপ ম্যানগ্রোভ অরণ্য সুন্দরবন। সুন্দরবনের প্রাকৃতিক দৃশ্য ও দক্ষিণ রায়কে দর্শনের জন্য প্রতিদিনই হাজার হাজার দেশ–বিদেশের পর্যটকরা ভিড় জমান। সুন্দরবনের প্রবেশদ্বার ক্যানিংয়ের লঞ্চঘাট থেকে জলযানে চেপে সুন্দরবনের উদ্দেশ্যে পাড়ি জমাতেন পর্যটকরা। বর্তমানে নদীর নাব্যতা কমে নদী বক্ষে বড় বড় চর জেগে ওঠায় জলযান যাতায়াতের সমস্যা হয়। যাতায়াতের সুবিধার জন্য বাসন্তীর সোনাখালি জেটিঘাট থেকে পর্যটকরা সুন্দরবন ভ্রমনের জন্য যাতায়াত করেন। সোনাখালি জেটিঘাটের অবস্থা দীর্ঘদিন ধরেই করুণ। এবার সুন্দরবনের পর্যটকদের কথা মাথায় রেখে সোনাখালির হোগল নদীর তীরে হতে চলেছে অত্যাধুনিক মানের ভাসমান জেটিঘাট।

১২ সেপ্টেম্বর সোনাখালিতে সরজমিনে খতিয়ে দেখেন পরিবহন দপ্তরের আধিকারীকগণ। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বাসন্তীর বিধায়ক শ্যামল মণ্ডল, বাসন্তীর বিডিও সঞ্জীব সরকার, বাসন্তী ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি মন্টু গাজী, বাসন্তী পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি প্রিয়াঙ্কা মণ্ডল, সহ সভাপতি আতিয়ার রহমান মোল্লা, পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ রাজা গাজী, রামচন্দ্র খালি পঞ্চায়েত প্রধান হায়দার গাজী, শ্রীদাম মণ্ডল সহ অন্যান্য বিশিষ্টরা। বিধায়ক শ্যামল মণ্ডল জানিয়েছেন, 'রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর উদ্যোগে রাজ্য পরিবহন দপ্তর হোগল নদীর সোনাখালিতে ভাসমান জেটিঘাট তৈরী করবে। ইতিমধ্যে ৬ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ হয়েছে আগামী ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার পর কাজ শুরু হবে।'

বিডিও সঞ্জীব সরকার জানিয়েছেন, রাজ্য পরিবহন দপ্তরের উদ্যোগে সোনাখালিতে অত্যাধুনিক মানের ভাসমান জেটিঘাট তৈরি হবে। পাশাপাশি শৌচালয়, যাত্রী প্রতীক্ষালয়, হাইমাস লাইট বসানো হবে। এছাড়াও প্রতিবন্ধীদের জন্য আলাদা শৌচালয় তৈরি হবে।'

মাদক কারবারের প্রতিবাদ করায় মারধর

নিজস্ব প্রতিনিধি, ঘুটিয়ারী শরিফ : মাদক কারবারের প্রতিবাদ করায় ২ তৃণমূল নেতাকে বেধড়ক মারধর করার অভিযোগ উঠল একদল দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। সোমবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে ঘুটিয়ারী শরিফের মাকালতলা এলাকায়। পুলিশ জানিয়েছে অভিযোগে ভিত্তিতে তদন্ত শুরু হয়েছে। একজনকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রের খবর, দিন কয়েক আগে ওই এলাকায় মাদক কারবারের রমরমা নিয়ে খবর সংগ্রহ করতে যায় সংবাদ মাধ্যম। অভিযোগ সেই সময় তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতি সালাউদ্দিন শেখ ওরফে চিকনা ও নারায়ণপুর পঞ্চায়েতের পঞ্চায়েত সদস্য মোক্তার সর্দার ওরফে লাল্টু সংবাদ মাধ্যমের সামনে মাদক কারবারের রমরমার বিষয়ে সরব হয়েছিলেন।এমন ঘটনার পর থেকে ওই দুই তৃণমূল নেতার উপর আক্রোশ তৈরি হয় মাদক কারবারের সঙ্গে যুক্ত দুষ্কৃতীদের। এমনকি ক্ষোভে ফুঁসছিল। এদিন রাতে ওই ২ তৃণমূল নেতা ঘুটিয়ারী শরিফ স্টেশন সংলগ্ন মাকালতলা এলাকায় একটি দোকানে বসেছিলেন। অভিযোগ সেইসময় ৩০–৪০ জনের একটি দুষ্কৃতী দল তাদের ওপর বাঁশ, লাঠি, উইকেট নিয়ে চড়াও হয়ে বেধড়ক মারধর শুরু করে দুই তৃণমূল নেতাকে। ঘুটিয়ারি শরিফ ফাঁড়ির পুলিশ। কোনরকমে ওই দুই তৃণমূল নেতাকে উদ্ধার করে ঘুটিয়ারী শরিফ ব্লক হাসপাতালে নিয়ে যায়। পরে রাতেই তাদেরকে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়।পরে বিশাল পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে যেতেই অভিযুক্তরা পালিয়ে যায়।

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫৮ বর্ষ, ৪৬ সংখ্যা, ১৪ সেপ্টেম্বর – ২০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪

অস্থিরতার অবসান কোন পথে?

এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত বাংলার অস্থিরতার অবসানের কোনও খবর নেই। চিকিৎসক ছাত্ররা ও প্রশাসন তাদের ভাবনায় অনড়। রাজ্যবাসী রুদ্ধশ্বাসে দেখছিলেন মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে ছাত্রদের স্নায়ুযুদ্ধ। সরাসরি সম্প্রসারণের দাবির সামনে ভেঙে যায় দু'পক্ষের আলোচনা। রাজ্যবাসী অস্থিরতার অবসান চায় ন্যায্যপথে। হাটে বাজারে, পথে ঘাটে, বাসে ট্রেনে কান পাতলে সাধারণ মানুষের যে সব কথাবার্তা ও মন্তব্য ভেসে আসে তাতে স্পষ্ট যে নির্যাতিতার বিচার ও পরবর্তী ঘটনা প্রবাহ নিয়ে তারা ক্ষুব্ধ, হতাশ।

আরজি কর হাসপাতালে ভয়ঙ্কর হত্যাকাণ্ডের নানা বিবরণ, অপরাধ ও অপরাধীর নানা বর্ণনা জনমনকে যেভাবে আন্দোলিত করেছে তা সাম্প্রতিক অতীতে জানা যায় না। দেশ–বিদেশে সামাজিক মাধ্যমের সক্রিয়তায় গতি পেয়েছে আন্দোলন। রাজনৈতিক দলগুলি তাদের মতো করে লড়াইয়ের ময়দান দখলের কৌশল স্থির করতে চাইবে। চিকিৎসক ছাত্ররা কোনও দলীয় পতাকার আশ্রয়ে নেই বলে জানিয়েছেন। রাত জাগা জনগণের মিছিলেও নাগরিক সমাজ জাতীয় পতাকা ভিন্ন অন্য কোনও পতাকার আশ্রয় নেয়নি। মুখ্যমন্ত্রী উৎসবে ফিরে আসতে বলায় প্রতিক্রিয়া হয়েছে, ঢাক–কাঁসর–শঙ্খ ধ্বনিতে ছাত্রছাত্রীরা প্রতিবাদের নতুন নতুন গান রচনা করেছেন।

সুপ্রিম কোর্টে মামলা চলছে চলুক, সিবিআই তদন্ত করছে করুক কিন্তু প্রশাসনকে ঠান্ডা মাথায় আরো বাস্তবচিত হওয়ার পাশাপাশি আন্দোলনকারীদের ভাবার সময় এসেছে পথ খোঁজার। কীভাবে তারা কাজে ফিরতে পারেন। প্রয়োজনে মধ্যস্থতাকারী হিসাবে সুপ্রিমকোর্ট কিংবা নিরপেক্ষ ব্যক্তিদের নিয়ে গঠিত কমিটি বসুক। প্রকৃত খোলা মনে দু'পক্ষকেই অগ্রসর হওয়া জরুরি। এই অস্থিরতা হয়তো অনিবার্য হয়ে উঠত না যদি প্রথম থেকেই সদর্থক পদক্ষেপ নেওয়া হত রাজ্য প্রশাসনের তরফে।

সাত হাজার জুনিয়ার ডাক্তার এবং সিনিয়র ডাক্তারদের পরিষেবা কমবেশি হলেও বিঘ্ন ঘটেছে সন্দেহ নেই। সাধারণ মানুষ চিকিৎসক ছাত্রদের পক্ষে। রাজ্য সরকার আরো একটু বাস্তববাদী মানবিক মুখ নিয়ে আন্দোলনকারীদের সঙ্গে কথা বলার জন্য এগিয়ে আসুন এটাই কাম্য। গভীর ক্ষত আর বেশি বিপজনক দিকে যাতে না যায় তা মূলত প্রশাসনকেই দেখতে হবে। মুখ্যমন্ত্রীরা পদত্যাগ কখনই কোনও সমস্যার সমাধান হতে পারে না। চিকিৎসক ছাত্ররা এমন অগণতান্ত্রিক দাবিও জানায় নি। সমস্ত মান অভিমান ভুলে বাংলার অস্তির অবস্থার অবসান ঘটানো সবপক্ষের দায়িত্ব। নইলে সাধারণ মানুষের ক্ষতি আর বিশ্বে মুখ পুড়বে বাংলার।

সরকারের কাজ কোর্ট করে দেবে, এ আশার বিড়ম্বনা

নির্মল গোস্বামী

সোশ্যাল মিডিয়ায় অনেকে মন্তব্য করেছে যে ভারতে তিন ধরণের রাজ্য আছে- (১) স্বশাসিত, (২) কেন্দ্র শাসিত, (৩) হল আদালত শাসিত। এটা নিছক রসিকতা নয়। এর বাস্তব অবস্থা জনগণ মর্মে মর্মে উপলব্ধি করছে।

একটা রাজ্য শাসনের দায়িত্ব থাকে রাজ্যের সরকারের হাতে। সরকার জনগণকে শাসন করবে। এই শাসনের যদি ত্রুটি বিচ্যুতি ঘটে তাহলে আদালত তার মীমাংসা করবে। একটা গণতান্ত্রিক দেশে শাসন মানে গরীব প্রজাদের পিঠে বেত্রাঘাত করা নয় বা বিরোধীদের জব্দ করার জন্য যা ইচ্ছা তাই করা নয়। এখানে শাসন মানে সংবিধান নির্দেশিত পথে রাজ্যটাকে পরিচালনা করা। রাজ্যে বিভিন্ন পরিকাঠামো আগে থেকে তৈরি হয়ে আছে। সেগুলি ঠিকভাবে তাদের ন্যায্য কর্তব্য সম্পাদন করছে কিনা সেইটুকুই তদারকি করা। আর রাজ্যে রাজস্ব থেকে প্রজা মঙ্গল কীভাবে করা যায় তার রূপরেখা তৈরি করা।

এখানে শিক্ষাদপ্তর, স্বাস্থ্য দপ্তর, খাদ্যদপ্তর, ভূমিরাজস্ব দপ্তর, পুলিশ বা স্বরাষ্ট্র দপ্তর প্রভৃতি দপ্তর আছে এবং ওই সব দপ্তরের একজন করে সচিবও আছেন। আবার তাদের মাথায় বিভাগীয় মন্ত্রী আছেন। দপ্তর সুষ্ঠভাবে চলার জন্য এতো আয়োজন– তবুও কেন শাসন ব্যবস্থায় গোলোযোগ দেখা দেবে? সরকারের নীতি যদি স্বচ্ছ থাকে তাহলে শাসনে ত্রুটি থাকার কথা নয়। আর নীতি যদি হাতির দাঁতের মতো হয় বাইরে দেখানোর জন্য এক আর ভিতরে আলাদা তাহলে তো গোলোযোগ দেখা দেবেই। সরকারের ঘোষিত নীতির বিরুদ্ধে কাজ করলেই তা হয় দুর্নীতি । রাজ্য সরকার লোক দেখানো সিষ্ঠাচার বা নিরপেক্ষ শাসন ব্যবস্থার কথা মুখে বলতে বাধ্য হয়। যেহেতু যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর মধ্যে আছে তাই। উদ্দেশ্য কিন্তু লুঠ করা। নিজে না করলেও সাঙ্গ পাঙ্গ–আত্মীয় স্বজন–নেতামন্ত্রী থেকে কর্মী পর্যন্ত প্রতিটা দপ্তরে দপ্তরে লুঠ করছে বিভিন্ন উপায়ে। আর লুঠ হলে তো অভিযোগ উঠবেই।

এখানে অভিযোগের বিচার না করে ভয় দেখানো হয় যাতে অভিযোগ কেউ না তোলে। স্বাস্থ্যদপ্তরের যে সব কীর্তিকলাপ ফাঁস হচ্ছে তাতে এই চিত্রটাই ধরা পড়ছে। সর্বপ্রথম শিক্ষাদপ্তরের দুনীর্তি। কত নেতা–মন্ত্রী জেল খাটছে। তারপর সামনে এল খাদ্যদপ্তর। সেখানেও লুঠ। প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী আজও জেলে। কিছুদিন আগে প্রকাশ হল কীভাবে সরকারী জমি লুঠ হয়েছে ভূমিদপ্তরের মদতে। চারিদিকে জমি উদ্ধারে নেমে পড়ল প্রশাসন। ১৫ বছরে যত লুঠ হয়েছে তার কতটুকু অংশ উদ্ধার হবে সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। তিলোত্তমার মৃত্যুর পর সামনে এল স্বাস্থ্য দপ্তরের কেলেঙ্কারী। জুনিয়র ডাক্তারদের আন্দোলন শুধুমাত্র সুরক্ষা নিয়ে বা খুনীর শাস্তি নিয়ে নয়। এই যে ডাক্তার তৈরির প্রক্রিয়াকে বিক্রীত করে জনস্বার্থের সঙ্গে খেলা করছে স্বাস্থ্যদপ্তর তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। পড়াশুনা না করে, অঙ্গ–প্রত্যঙ্গ না চেনা একদল ছাত্র যদি ডাক্তারির ছাড়পত্র পায় তাহলে তারা যাদের চিকিৎসা করবে তাদের যে কত বড় দুর্ভোগ তা কল্পনা করতেও ভয় হয়। স্বাস্থ্য ব্যবস্থার হাল যে তারা করেছে তা তারা জানে বলেই চোখের পাওয়ার ঠিক করতে এম. পি. মন্ত্রীরা ইংল্যান্ড আমেরিকায় যায়। যেহেতু পশ্চিমবঙ্গে দুনীর্তি একটা প্রতিষ্ঠানিক রূপ নিয়েছে, তাই কোন অভিযোগ বা দুনীর্তির অবসানের জন্য কোন উদ্যোগ সরকারের নেই। তাই জনগন নিজেদের দায়ে আদালতে ছুটোছুটি করে। যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও চাকরী হল না শিক্ষকদের। সমাধানের দায়িত্ব ছিল সরকারের। এখানে উল্টে সরকারই প্রতিপক্ষ। তাই আদালত যেতে হচ্ছে, ন্যায় বিচারের জন্য। সে তার সরকার দপ্তর মারফত নিজ উদ্যোগে অযোগ্যদের নিয়োগ করছে। সেই সরকার ন্যায় দেবে এ ভাবনা বাতুলতা। তাই আদালত ছাড়া জনগনের অন্য কোন ঠাঁই নেই।

ওদিকে আদালতে জমছে মামলার পাহাড়। আবার এক আদালত থেকে অন্য আদালতে মামলা চালাচালি। ফলে সময় আরো বয়ে যায়। ন্যায়ের অপেক্ষায় চাতকপাখির মতো আদালত মুখো হয়ে অপেক্ষা ছাড়া পথ নেই। জনগণ জানে যে, যে সরকারের কাছে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার আর কন্যাশ্রী ছাড়া আর কিছু আশা করা যায় না–সে সরকার যে আদালতের নির্দেশ লক্ষ্মী ছেলের মতো মেনে নেবে – সে আশায় ছাই। ফলে রাজ্যের দু–তিনটি বিচারের ধাপ পার হলেও ন্যায় অধরা থাকে। দেশে সুপ্রিমকোর্ট আছে। সরকার সেখানে কোটি টাকা ফি নেয় এমন উকিল বসিয়ে রেখেছে। হাইকোর্টের রায় সেখানে পাল্টে যায় সহজেই। হাজার দিন পার করেও হবু শিক্ষকরা রোদ, জল, বৃষ্টি মাথায় করে মাতঙ্গীনির পদতলে শুয়ে রয়েছে। তাদের প্রাপ্য চাকরি অন্য জনকে দিয়ে দিয়েছে টাকার বিনিময়ে- কে তাদের ন্যায় দেবে? রাজ্য দেবে না। রাজ্যের আদালত যদিবা দেয় দিল্লির আদালতে আটকে যাবে। রাজ্যের সব কটা আদালত বলছে- ডিএ কর্মীদের ন্যায্য অধিকার। সরকার সুপ্রিম কোর্ট গেছে। সুপ্রিম কোর্টের বিচার করার সময় নেই। তারিখ পে তারিখ, এই করে দুবছর কেটে গেল। কর্মীরা রাস্তায় বসে। সরকার শুনবেনা, রাজ্যের আদালতের নির্দেশ মানবে না। আবার সুপ্রিম কোর্ট মামলা হাতে নেবে কিন্তু দুবছর ধরে শুনানি করবে না। ন্যায় তো মাথা কুটছে পাথরে। সরকারের দুনীর্তি আর স্বচ্ছতার অভাবের জন্য হাইকোর্টে ২৪ হাজার শিক্ষকের চাকরি চলে গেল। আর সুপ্রিম কোর্টে স্টেট অর্ডার হল। মেধাভিত্তিক আর জোচ্চুরী ভিত্তিক দু তরফেরই চাকরী রয়ে গেল। বোর্ড নাকি ১২০০ জন জোচ্চরকে চিহ্নিত করতে পেরেছে। কিন্তু এই সরকারের আমলে চোরেদের শাস্তি নেই। তাই তারা আজও শিক্ষার অঙ্গন আলো করে আছে। সরকার যদি আইনের শাসন না মানে তাহলে কী করা হয় তা বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গবাসী জানতে পারছে। একটা অফিসারকে সাসপেন্ড করতে হবে তাও কোর্টকে করতে হচ্ছে। গণ–আন্দোলন দমন করার জন্য সুপ্রিম কোর্টে যেতে হচ্ছে সরকারকে। এ এক অসহনীয় অবস্থা। সরকারের প্রতি আস্থা হারাতে হারাতে আজ জনগণ সরকারের কোন কথাই আর বিশ্বাস করতে পারছেনা। এই অবস্থায় জনগণ যায় কোথায়? এ যেন সেই রামপ্রসাদের গানে, 'বল মা তারা দাঁড়াই কোথা'। সরকার থেকেও নেই। সরকারের আর কারো দরকারও বোধয় নেই। তাই জনগণের দাবী নিয়ে জনগণ পথেই নেমেছে। কেউ পূরণ করবে সে আশায় নয়। পূরণ করতে হবে- এই দাবী যাতে মহামারীর মতো সংক্রামক হয়ে ওঠে- সেই আশায়।

যোগবশিষ্ঠ সংবাদ

'উৎপত্তি প্রকরণ'

আত্মার সত্তায়ই সকলে সত্তাবান্ হয়। আত্মা ছাড়া সব কিছুই যখন জড় তখন করোরই নিজস্ব প্রকাশ থাকতে পারে না। সূর্য্য ও অগ্নি, আলো ও অন্ধকার, মেঘ ও শিশির মূলতঃ একই পদার্থ, বর্ণ–উষ্ণতা প্রভৃতি গুণের কারণে তা ভিন্নতা পায়। আত্মা শুদ্ধ, চেতন, সৎ ও কেবল। আত্মায় চিত্ত অবস্থান ক'রে বলে আলো–অন্ধকার ইত্যাদি ভেদ কল্পনা হয়, এবং কল্পনানুযায়ী রূপসমূহ আত্মায় প্রতীত হয়। সুতরাং আত্মা আছেন তাই অন্যান্য বস্তুর অস্তিত্ব প্রমাণসিদ্ধ হয়। চিৎ–চৈতন্য–আত্মা–ব্রহ্ম সমার্থক এই সত্তাবান্ সর্বত্র, সর্বদা, সমভাবে আলোক প্রদান করেন, সকল লোক প্রকাশ করেন। দেহ অতি তমোময়। চিদালোক দেহকে প্রথমে ও তারপর জগৎকে প্রকাশ করেন। সূর্য্য যেমন দিন ও রাত্রি সৃষ্টি ক'রে নিজের আকৃতি দেখান, তেমনই চিৎসূর্য্য সৎ ও অসৎ অবভাসন দ্বারা নিজের স্বরূপ দেখান। ঐ চিদণুর গর্ভেই জ্ঞান নিহিত আছে। বসন্তের উদয়ে যেমন পুস্পাদিসহ নানা শোভা প্রকাশ পায়, চিদণু থেকে তেমনই সমস্ত অনুভব উদিত হয়। রসরহিত পরমাত্মরূপ অণুতে যাবতীয় রস–সত্তার অবস্থান আছে, এবং তিনিই স্বাদবিহীন হয়েও রস স্বাদ আস্বাদন করেন। রসের অবস্থান জলে, জলের অবস্থান আত্মায়, সুতরাং রসস্বরূপ আত্মাই সেই চিৎপরমাণু সর্বাতীত হয়েও সকল পদার্থে অবস্থিত। তাই সমস্তই তাঁর আশ্রয়ে আশ্রিত। তিনি স্ফুরিত হলে জগৎ থাকে, স্ফুরিত না হলে জগৎ পরিদৃষ্ট হয় না। হস্তী তৃণবনে আত্মগোপন করতে পারে না, আকাশ–আত্মা ব্রহ্মও কোথায়ও আত্মগোপন করেন না। প্রলয়কালে চিৎস্ফুরিত জগৎ চিদণুতে বিলীন থাকে, কিন্তু জগৎবীজ বিনষ্ট হয় না। সৃষ্টির প্ররোচনাকালে আবার সেই বীজ হতে পুনরায় জগৎ প্রকাশিত হয়। চিৎশরীরসম্পন্ন পরমাত্মা হলেন সর্বভূতের সার পদার্থ, তাইবলা হয়, তিনি সহস্রচক্ষু, সহস্রহস্ত, সহস্রপদ বিশিষ্ট। কিন্তু অতীব সূক্ষতার কারণে তিনি অবয়বরহিত। চিৎস্বরূপ আত্মা নিমেষ এবং কল্প দুইই। স্বপ্নে যেমন নিজেকে এক পলে বাল্য থেকে বৃদ্ধাবস্থায় দেখা যায়, অনাহারেও প্রচুর আহারের স্বপ্ন দেখা যায়, তেমনই নিমেষ, কল্প, কোটিকল্পও স্বপ্নস্বরূপ। নিমেষ–কল্প ইত্যাদি অণু আত্মার একদেশে আশ্রিত থাকে, কিন্তু আত্মা কোন কিছুতে সংপৃক্ত না হয়ে উদাসীন থাকেন। তাঁকেই আবার তাঁর মায়াশক্তির প্রভাবে জগতের কর্তা–ভোক্তা নামে খ্যাত হতে হয়। চিদণু হতে জগতের উদ্ভব হলেও তিনি নিত্য বিশুদ্ধ বলে সর্বদা নির্লিপ্ত থাকেন।

উপস্থাপক : শ্রী সুদীপ্তচন্দ্র

ফেসবুক বার্তা

সুন্দরবন বাঁচাতে নয়া উদ্যোগ গ্রহণ সাংসদ প্রতিমা মণ্ডলের

সুভাষ চন্দ্র দাশ, সুন্দরবন: বিশ্বের বৃহত্তম ব–দ্বীপ ম্যানগ্রোভ অরণ্য তথা দক্ষিণরায়ের আস্তানা সুন্দরবনকে বাঁচানোর জন্য অভিনব পন্থা গ্রহণ করলেন জয়নগর কেন্দ্রের সাংসদ প্রতিমা মণ্ডল। মঙ্গলবার সুন্দরবনের গোসাবা ব্লকের আমতলিতে এক অনুষ্ঠানের মধ্যদিয়ে তাল ও কেওড়া ফলের বীজ রোপণ করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বোলপুর শ্রী রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের স্বামী নির্মল মহারাজ, দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা উপাধ্যক্ষ অনিমেশ মণ্ডল, গোসাবা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি নিলীমা মণ্ডল, বিডিও বিশ্বরূপ বিশ্বাস, সুন্দরবন উপকুল থানার ওসি মিজানুর রহমান, সমাজসেবী রবীন্দ্রনাথ মণ্ডল সহ অন্যান্য বিশিষ্টরা। উল্লেখ্য,নদীবাঁধের ভাঙন রুখতে সুন্দরবনের নদীবাঁধের পাড়ে ম্যানগ্রোভের পাশাপাশি এবার তাল গাছ রোপণ শুরু হয়েছে। আয়লা, আম্ফান, ইয়াস, বুলবুল ঝড় থেকে শিক্ষা নিয়ে খেজুর এবং তাল গাছ লাগানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছিল দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা প্রশাসন। এবং ২০২০ সালে সেই কাজটি করা হচ্ছিল একশো দিনের কাজ এর মাধ্যমে। পরে তা বন্ধ হয়ে যায়।

এছাড়াও আম্ফান, ফণী ও বুলবুল ঝড়ে প্রচুর বড় বড় গাছ উপড়ে পড়েছিল। সেই থেকে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ইচ্ছাকে প্রাধান্য দিয়ে সুন্দরবনে ঝড় সইতে পারে এমন–সব গাছ লাগানো শুরু হয়। মুখ্যমন্ত্রীর সেই ইচ্ছাকে প্রাধান্য দিয়ে আপাতত তাল গাছের বীজ রোপণ শুরু হয়েছে গোসাবা ব্লক এলাকায়।যদিও এর আগে দক্ষিণ ২৪ ক্যানিং ১ ব্লকের নিকারীঘাটা এলাকায় তালের বীজ রোপণ শুরু হয়েছিল।এছাড়াও সুন্দরবনের সমাজসেবী ফারুক আহমেদ সরদার ২০১৫ সাল থেকে তালের বীজ রোপণ শুরু করেছিলেন। সম্প্রতি বাসন্তী ব্লকের আমঝাড়া পঞ্চায়েত এলাকায় ফারুক নিজেই উদ্যোগ গ্রহন করে তালের বীজ সংগ্রহ করেন। প্রায় পাঁচ হাজারের ও বেশি তালের বীজ রোপণ করেন আমঝাড়া পঞ্চায়েত এলাকায়।

সমাজসেবী ফারুকের কথায়, বাস্তবে দেখা গেছে প্রাকৃতিক দুর্যোগে খেজুর এবং তাল গাছ কিন্তু উপড়ে পড়েনি। এইসব শাখাপ্রশাখাহীন দন্ডায়মান গাছের শিকড় মাটির অনেক গভীরের নীচ পর্যন্ত পৌঁছায়। মাটিকে শক্তপোক্ত ভাবে ভালো করে আঁকড়ে ধরে রাখে। অনেকটাই ম্যানগ্রোভের মতো। সেই কারণে তাল–খেজুরে রোপণে জোর দেওয়া প্রয়োজন।এছাড়া তাল–খেজুর গাছ নদীবাঁধ রক্ষায় ভাল কাজ করবে।

অন্যদিকে নদীবাঁধ ভাঙন রুখতে নদীর তীরে তাল এবং খেজুর বীজ রোপণের উদ্যোগ নিয়েছিলেন প্রত্যন্ত সুন্দরবনের ঝড়খালি গ্রামপঞ্চায়েত এলাকার স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা 'সবুজ বাহিনী'। বিগত ২০১৯ সালে অক্টোবর মাসে প্রায় ৫ কিলোমিটার নদী বাঁধে তাল ও খেজুর বীজ রোপণ করার সময় অনেকে হাসিঠাট্টা করেছিলেন এমন কাজের জন্য। বর্তমানে নদীবাঁধ ভাঙন রুখতে কিংবা বাজ পড়া রুখতে তাল কিংবা খেজুর গাছের জুড়িমেলা ভার। ফলে সেই রহস্য আজ বাস্তবে বাঁচার জন্য এক নবদিগন্ত। সাংসদ প্রতিমা মণ্ডলের এমন মহান উদ্যোগের ফলে খুশি ঝড়খালি সবুজ বাহিনীর মহিলারাও।

দেশ দেশান্তরে

বোমা হামলায় ছয় কর্মী নিহত

সুমন্ত ভৌমিক

গত বুধবার রাতে জাতিসংঘের মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস জানান ফিলিস্তিনের গাজায় আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত একটি বিদ্যালয়ে ইসরায়েলি বিমান হামলায় জাতিসংঘের ছয় কর্মী নিহত হয়েছেন। নিহত ব্যক্তিরা ফিলিস্তিনি শরণার্থীদের জন্য জাতিসংঘের ত্রাণ ও কর্মবিষয়ক সংস্থায় কাজ করতেন। গাজায় যা হচ্ছে, তা একেবারেই অগ্রহণযোগ্য। এটিকে একক কোন হামলায় সর্বোচ্চসংখ্যক কর্মীর মৃত্যু বলে দাবি করেছে জাতিসংঘ। যুদ্ধ শুরুর পর থেকে এ পর্যন্ত পাঁচবার ওই বিদ্যালয়ে হামলা হয়েছে। সেখানে অন্তত ১২ হাজার বাস্তুচ্যুত মানুষের বসবাস, যাদের বেশির ভাগই নারী ও শিশু।

এদিকে ইসরায়েলের সামরিক বাহিনী বলেছে, ওই স্কুলের মাঠে হামাসের কমান্ড অ্যান্ড কন্ট্রোল সেন্টার থেকে কার্যক্রম পরিচালনা করছিলেন হামাস যোদ্ধারা। সুনির্দিষ্টভাবে তাদের লক্ষ্য করেই হামলা চালিয়েছে বিমানবাহিনী। তবে হামলার ফলাফল কিংবা যাদের ওপর হামলা চালান হয়েছে, তাদের সম্পর্কে বিস্তারিত জানান হয়নি। দিনের শুরুতে ইসরায়েলি সেনাবাহিনী ও গাজার বেসামরিক প্রতিরক্ষা সংস্থা জানায়, নুসেইরাত অঞ্চলে আর–জাউনি স্কুলে একটি হামলার ঘটনা ঘটেছে। ওই ইসরায়েলি হামলায় মোট ১৪ জন নিহত হয়েছেন।

ইমরানের দলের নেতাদের ধরপাকড়

মঙ্গলবার পাকিস্তান তেহরিক–ই–ইনসাফ –এর এক বিবৃতিতে জানানো হয় দলের বেশ কয়েকজন নেতাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাদের মধ্যে আছেন দলটির চেয়ারম্যান গহর আলী খান। গত রবিবার ইসলামাবাদের উপকণ্ঠে পাকিস্তান তেহরিক–ই–ইনসাফ বিক্ষোভ সমাবেশ করে। সমাবেশের শেষের দিকে পুলিশের সঙ্গে তাদের কর্মীদের সংঘর্ষ হয়। এ ঘটনার পরদিন রাতে কর্মীদের বিরুদ্ধে ধরপাকড় চালাল আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী। গত বছরের আগস্ট মাস থেকে কারাগারে রয়েছেন পাকিস্তান তেহরিক–ই–ইনসাফ এর প্রতিষ্ঠাতা ইমরান খান। তার অবিলম্বে কারামুক্তির দাবিতে দলের পক্ষ থেকে এই বিক্ষোভ সমাবেশের আয়োজন করা হয়। ইমরান খানকে মুক্তি দিতে সরকারকে দুই সপ্তাহের সময় বেধে দেওয়া হয় বিক্ষোভ সমাবেশ থেকে। এখন পর্যন্ত ১২ জন নেতাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাদের মধ্যে গহর আলী খান ছাড়াও আছেন আমির দোগার। মিত্র দল সুন্নি ইত্তেহাদ কাউন্সিলের প্রধান সাহেবজাদা হামিদ রাজাকেও গ্রেপ্তার করা হয়েছে। পাকিস্তান তেহরিক–ই–ইনসাফ নেতা জেইন কুরেশি, জারতাজ গুল, ওমর আইয়ুব, শেখ ওয়াকাস আকরাম, সিমাবিয়া তাহিরকেও গ্রেপ্তারের জন্য খুজছিল পুলিশ। গ্রেপ্তার আতঙ্কে তাদের কেউ কেউ পার্লামেন্ট ভবনে আশ্রয় নেন। পৃথক অভিযানে শাহীনকে তার কার্যালয় থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। গ্রেপ্তার ঠেকাতে তার কার্যালয়ের কর্মীরা বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। পরে তাদেরও হেফাজতে নেওয়া হয়।

পাঠকের কলমে

মুক্ত বাতাস এর জন্য ভাবনা

৭ সেপ্টেম্বর দেশ জুড়ে পালিত হল নীল আকাশের পরিস্কার বাতাসের দিন। ২০২০ সাল থেকে দিনটি মর্যাদার সঙ্গে পালিত হয়ে আসছে দেশে দেশে। দুঃখের কথা এই শরতেও পরিষ্কার নীল আকাশ দেখা দুঃসাধ্য ও সৌভাগ্যের ব্যাপার।

ইউনাইটেড নেশনস এনভায়রনমেন্ট প্রোগামের মতে বায়ুদূষণ বিশ্বের সবচেয়ে বড় পরিবেশ হত্যাকারী। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে বায়ুদূষণের ফলে ফুসফুসের ক্যান্সার, তীব্র শ্বাসকষ্ট ও হৃদরোগের মতো মারাত্মক অসুখে লক্ষ লক্ষ মানুষ ভুগে থাকেন এবং মৃত্যু বরণ করেন। আরও মারাত্মক পরিসংখ্যান প্রতি ১০ জন মানুষের মধ্যে ৯ জন মানুষ বায়ুদূষণের শিকার। আমাদের অলক্ষ্যে বাতাসে ঘুরছে বিষাক্ত কণা। তাদের খালি চোখে দেখা যায় না ঠিকই, কিন্তু তারাই বায়ুদূষণের মূল কারণ। কলকারখানা ও বিভিন্ন গাড়ি থেকে নির্গত ক্ষতিকর ধোঁয়াও বায়ুদূষণের জন্য দায়ী। গত এক–দেড়শো বছর ধরে যে হারে পরিবেশ দূষিত হয়ে চলেছে, তাতে মুক্ত বাতাস পাওয়াই কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। বায়ুদূষণের গুরুত্ব ও মুক্ত বাতাস পাওয়ার লক্ষ্যে প্রতি বছর ৭ সেপ্টেম্বর মুক্ত বাতাসের দিন পালন করা অবশ্যই দরকার অতি যত্ন সহকারে। ২০২৪ এর থিম মুক্ত বাতাসের জন্য বিনিয়োগ। আসুন আমরা সবাই সকলের জন্য স্বাস্থ্যকর ও নিরাপদ বায়ুর জন্য উপযুক্ত পরিবেশ গড়ে তুলি। নীল আকাশ দেখে মন ও শরীরকে সুস্থ রাখি।

দীপঙ্কর মান্না

সমস্ত বক্তব্য পাঠকের নিজের, এতে সম্পাদক বা কর্তৃপক্ষ দায়ী নয়।

উত্তরের আঙিনায়

আজও প্রাকৃতিক নিয়মে চুন প্রস্তুত করে চলেছেন

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ দিনাজপুর: দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার ব্যাবসার প্রতিষ্ঠিত শহর গঙ্গারামপুর শহরের ১নং ওয়ার্ডের কাদিঘাট এলাকায় দীর্ঘ ১০০ বছরের বেশি সময় ধরে বংশপরম্পরায় প্রাকৃতিক উপায়ে ঝিনুক থেকে চুন প্রস্তুত করছেন তামলি সম্প্রদায়ের ৫ পরিবারের সদস্যরা। চুন তৈরি করেই তাদের রুজিরোজগার হয়। এই তামলি সম্প্রদায়ের ৫ পরিবারের সদস্যরা ১৫-২০ হাজার টাকা আয় করলেও গ্রাম থেকে ঝিনুক সংগ্রহ করতে যে পরিমাণ টাকা খরচ হয় তাতেই তাদের প্রায় সব চলে যায়। গ্রাম থেকে ২০০ টাকা করে ঝিনুক কিনে বাড়িতে নিয়ে এসে চুন প্রস্তুত করে ৩ টাকা প্যাকেট হিসেবে বিক্রি করা হয়।

চুন প্রস্তুতকারী বিজয় তামলি ও বিমল তামলি জানান, প্রাকৃতিক ভাবে এই চুন প্রস্তুত করা এবং নানান গ্রাম থেকে নদীর ঝিনুক কিনে নিয়ে এবং সেগুলো গাড়ি করে নিয়ে এসে সেখান থেকে চুন তৈরি করার কাজটি বেশ খাটুনির। ২৪ ঘণ্টা ধরে বড় বড় উনুনে পোড়ানো হয় । এরপর চুন তৈরি করার শেষে তাকে ছাঁকনি দিয়ে ছেঁকে আবার তাকে জল দিয়ে রেখে তিন ঘন্টা ঘোলাতে হয়। তারপর কাপড়ে ছেঁকে রাখার পর সেটি যখন আস্তে আস্তে জমতে শুরু করে তখন বিক্রির জন্য প্রস্তুত করা হয় এবং সেটিকে প্যাকেট করে গ্রামে গঞ্জে হাটে বাজারে বিক্রি করেন। এই চুন শুধুমাত্র পানে খাওয়ার জন্য বিক্রি হয় । কিন্তু বর্তমানে পাথরের চুন বাজারে ঢুকে যাওয়ায় তাদের ব্যবসা মার খেয়েছে তবু তাই বাপ–ঠাকুরদার হাত ধরে বংশ পরম্পরায় চলে আসা প্রাকৃতিক নিয়মে চুনপ্রস্তুত ব্যবসাকে টিঁকিয়ে রাখতে খেটে চলেছে তামলি সম্প্রদায়ের ৫ টি পরিবারের সদস্যরা।

বিবেক জাগরণ যাত্রার আয়োজন

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি : বাঘাযতীন পার্কে বিবেক জাগরণ যাত্রার আয়োজন, সচেতন শিক্ষক ও নাগরিক সমাজের তরফ থেকে বাঘাযতীনপার্ক থেকে বিবেক জাগরণ যাত্রার আয়োজন করা হয়। আরজিকরে নৃশংস ঘটনার শিকার অভয়ার ন্যায় বিচারের দাবিতে এই যাত্রাটি অনুষ্ঠিত হয়। শিলিগুড়ির বাঘাযতীন পার্ক থেকে যাত্রাটি শুরু হয়ে অগ্রসর হয় ভেনাস মোর পর্যন্ত। বিভিন্ন স্কুলের শিক্ষিকারা এই যাত্রায় অংশগ্রহণ করেন। এছাড়াও কলেজের অধ্যাপক ও অধ্যাপিকাগন এই যাত্রায় অংশগ্রহণ করেন। সংবাদ মাধ্যমের সাথে কথা বলতে গিয়ে তাদের প্রত্যেকের মুখেই ছিল প্রতিবাদের ভাষা।

বিপুল পরিমাণে শব্দবাজি বাজেয়াপ্ত

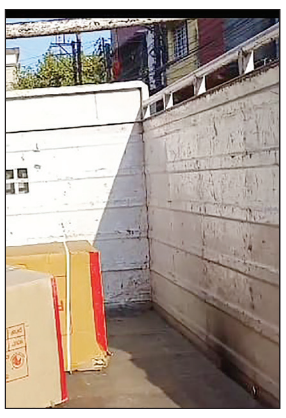

নিজস্ব সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি : পরিবেশ রক্ষার জন্য কেবলমাত্র সবুজ বাজি বিক্রিতে ছাড়পত্র আছে। ছাড়পত্র দিয়েছেন ন্যাশনাল গ্রীন ট্রাইব্যুনাল, তারপরও কিন্তু বিভিন্ন সময় দেখা যায় অবৈধভাবে নিষিদ্ধ বাজি বাজারে বিক্রি হয়। মঙ্গলবার শিলিগুড়ি ৮ নম্বর ওয়ার্ডে গান্ধী ময়দান সংলগ্ন এলাকায় একটি বাড়িতে অভিযান চালানোর পরে সেখান থেকে ব্যাপক পরিমাণে নিষিদ্ধ বাজি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। বাজেয়াপ্ত করেছে স্পেশাল অপারেশন গ্রুপ এবং শিলিগুড়ি থানার পুলিশ। এই ঘটনায় ১ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। উদ্ধার করা হয়েছে যে সমস্ত বাজি তার বাজার মূল্য আনুমানিক ১০ লক্ষ টাকা।

সুফলা বঙ্গের কৃষি কথা

সুন্দরবনে এস আর আই পদ্ধতিতে ধানের চাষ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কুলতলি: সুন্দরবন এলাকার মানুষ ধান ও মাছ চাষ করে মূলত জীবিকা নির্বাহ করে। এবার সুন্দরবন এলাকাতে এস আর আই বা সিস্টেম অফ রাইস ইনটেনসিফিকেশন পদ্ধতিতে ধানচাষে উৎসাহ দিতে এগিয়ে এল কৃষি দপ্তর। এই এস আর আই পদ্ধতিতে এক কাঠি ধান চাষ অর্থাৎ গোছা করে ধানের চারা রোপন না করে একটা একটা করে চারা নির্দিষ্ট দুরত্বে রোপন করা হয়। এই পদ্ধতিতে জল লাগে কম, তবে উৎপাদন হয় অনেকটাই বেশি। ধানচাষে জলের অপচয় রোধ করতে প্রয়োজন কৃষি পদ্ধতির পরিবর্তন। সেই জন্য এই এস আর আই পদ্ধতির সাহায্য নেওয়া হয়েছে। কৃষি দপ্তর আগেই এই পদ্ধতিতে চাষ করে সাফল্য পেয়েছে একাধিক জেলায়। কৃষক ধান বলতে মূলত আমনকেই বোঝেন। আমন ধানের চাষ মূলত বর্ষা নির্ভর। দেখা গিয়েছে এক কেজি ধান উৎপাদন করতে প্রয়োজন হয় প্রায় ১৫০০ লিটার জল। কৃষি বিশেষজ্ঞদের মতে, কৃষিকাজে জলের অপচয় কমিয়ে ফেলা সম্ভব জলসেচের সামান্য পরিবর্তন ও আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহারে। জলসেচের সামান্য পরিবর্তন করে জলের ব্যবহার কমিয়ে আনাই লক্ষ্য এই কৃষি দপ্তরের। সেজন্যই এই পদ্ধতি অবলম্বন করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে কৃষকদের। এই পদ্ধতিতে রোগ পোকার আক্রমণ ও কম হয়। ইতিমধ্যে সুন্দরবনের জয়নগর, কুলতলি, রায়দীঘি, মথুরাপুর, ক্যানিং এলাকায় এই পদ্ধতির চাষে এগিয়ে এসেছে কৃষকেরা।

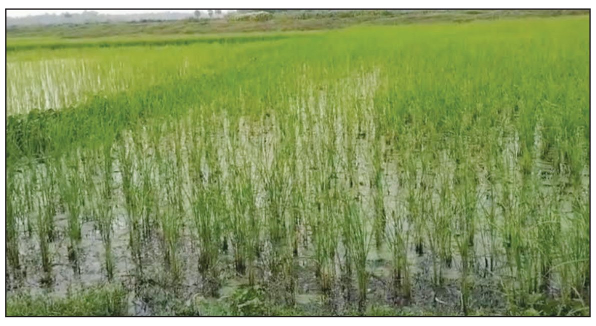

সুন্দরবনের ছাগল প্রতিপালকদের প্রশিক্ষণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, সুন্দরবন : দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার পাথরপ্রতিমা ব্লকের বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েতের রামকৃষ্ণ মিশনের ব্যবস্থাপনায় ডাবলু এইচ এইচ–এর আর্থিক সহায়তায় ২০ জনের গ্রুপ তৈরি করে ১ মাসের ট্রেনিং এর ব্যবস্থা শুরু হল মঙ্গলবার।

এই ট্রেনিংয়ে মূলত পশুপালন সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে। শেষে এদিন শিক্ষামূলক ভ্রমণের আয়োজন করা হয়। ৪০ জনের একটি দল নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনের মহারাজ এবং প্রজেক্ট অফিসারের সঙ্গে এই ছাগল প্রতিপালন বিষয় কথা বলেন।

কীভাবে পশুপালন করা হয় তা এদিন হাতে কলমে দেখানো হয়। এদিন প্রশিক্ষণ শিবিরে অংশ গ্রহন করেন পাথরপ্রতিমা ব্লকের অচিন্তনগর ও বনশ্যামনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের ছাগল ও ভেড়া প্রতি পালকেরা।

পূর্ব বর্ধমানে পুলিশের তৎপরতায় খুশি জনতা

নিজস্ব প্রতিনিধি : আরজিকর কাণ্ডে উত্তাল পরিস্থিতিতে পুলিশের ভূমিকা যখন একাধিক প্রশ্নের মুখে ঠিক তার উল্টো ছবিটাই ক্রমান্বয়ে ফুটে উঠছে পূর্ব বর্ধমান জেলাজুড়ে। খুন–ধর্ষণ ঘটনার দ্রুত কিনারা থেকে শুরু করে নানাবিধ অপরাধ দমনে জেলা পুলিশের তৎপরতা আমজনতার নজর কাড়ছে। আরজিকর হাসপাতালের তরুণী চিকিৎসককে ধর্ষণ এবং খুনের ঘটনার পরপরই পূর্ব বর্ধমানেও একাধিক ধর্ষণ এবং খুনের ঘটনায় তোলপাড় হয়ে উঠেছিল জেলার বিভিন্ন প্রান্ত। পুলিশ অতি তৎপরতার সঙ্গে অভিযান চালিয়ে প্রতিটি ঘটনারই দ্রুত কিনারা করতে সক্ষম হয়েছে। এসবের পাশাপাশি বড়সড় একাধিক দুষ্কৃতী চক্র ভাঙতেও যথেষ্ট সক্রিয় জেলা পুলিশ। ফলস্বরূপ পুলিশের জোরদার অভিযানে বমাল সহ একাধিক দুষ্কৃতী ধরা পড়েছে। কড়া নজরদারির জন্য জেলাজুড়ে গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টে ইতিমধ্যেই অসংখ্য সিসি ক্যামেরা স্থাপন করা হয়েছে। সেইসঙ্গে প্রতিটি মহল্লায় বিভিন্ন উপায়ে নজরদারি বৃদ্ধিতেও তৎপর পুলিশ। এজন্য গ্রিন পুলিশ, সিভিক ভলান্টিয়ার ছাড়াও ‘বিশেষ সোর্স’ ব্যবহার করছে পুলিশ। একথায় কোথাও কোনও অপ্রীতিকর ঘটনার প্রেক্ষিতে আইনশৃঙ্খলার

কোনওরকম অবনতি যাতে না ঘটে সেজন্য পুলিশের এই তৎপরতা বলে জানা গিয়েছে। এবার পাড়ায় পাড়ায় প্রতিটি কোণার মানুষের আরও কাছাকাছি পৌঁছে যেতে পূর্ব বর্ধমান জেলা পুলিশ একটি অ্যাপ চালু করল। ‘ভরসা’ নামাঙ্কিত এই অ্যাপের মাধ্যমে সাধারণ মানুষ তাঁর স্মার্টফোনের সাহায্যে ঘরে বসেই তাঁর যাবতীয় অভিযোগ পুলিশকে জানাতে পারবেন। সোমবার জেলা পুলিশ সুপার আমনদীপ সিং তাঁর কার্যালয়ে আয়োজিত একটি সাংবাদিক সম্মেলনে এই ‘ভরসা’ অ্যাপটি আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করেন। এই অ্যাপের মাধ্যমে পাওয়া অভিযোগগুলি জেলা পুলিশ সংশ্লিষ্ট থানার নজরে আনবে এবং সেই অনুযায়ী পরবর্তী পদক্ষেপ করা হবে। এই অ্যাপের সুবিধা পেয়ে জেলাবাসী এককথায় খুশি। সম্প্রতি, এই জেলার কাটোয়ার একটি গ্রামে একটি সাড়ে ৪ বছরের শিশুকন্যাকে যৌন নির্যাতনের ঘটনায় পুলিশ যেভাবে মধ্যরাত পর্যন্ত অভিযান চালিয়ে অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছিল তা প্রশংসার দাবি রাখে। ড্রোন ক্যামেরা উড়িয়ে ড্রাগন লাইট জ্বেলে চারিদিক ঘিরে ফেলে পুলিশ ওই অভিযুক্তকে একটি নির্মীয়মান বাড়ির ছাদ থেকে গ্রেপ্তার করেছিল। ভাতারে আরেকটি ধর্ষণের ঘটনায় মাত্র ঘণ্টা চারেকের মধ্যেই পুলিশ অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হয়। পরপর চাঞ্চল্যকর ঘটনায় পুলিশের এহেন তৎপরতা দেখে প্রশংসায় পঞ্চমুখ জেলাবাসী। তবে, দীর্ঘদিন ধরে জেলাবাসীর অনেকের কাছেই পুলিশের এধরনের ছবিটা চোখে পড়েনি বলে শোনা গিয়েছে।পুলিশের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের অজস্র অভিযোগও শোনা যেত। কোনও ঘটনার প্রেক্ষিতে থানায় অভিযোগ জানাতে গেলে পুলিশকর্মীদের দুর্ব্যবহার সহ নানাবিধ হয়রানির শিকার হওয়ার ঘটনা ভুক্তভোগীমাত্রই জানেন। পাসপোর্টের পুলিশ ভেরিফিকেশন নিয়েও অযথা হয়রানির শিকার হতে হয় আবেদনকারীকে। পুলিশের বিরুদ্ধে গুরুতর এই অভিযোগ নিয়ে প্রায়শই সংবাদমাধ্যমে খবরের শিরোনাম হত।পুলিশের এই ভূমিকার জন্য একাধিকবার প্রশাসনের মুখও পুড়েছে। ঠিক এখন যেমন আরজিকর কাণ্ডে পুলিশের ন্যাক্কারজনক ভূমিকায় অস্বস্তিকর পরিস্থিতির শিকার হতে হয়েছে রাজ্য সরকারকে। যদিও এই অস্বস্তিকর পরিস্থিতির মধ্য থেকে বেরিয়ে আসার জন্য পুলিশ নাকি সর্বত্র সচেষ্ট। অবশ্য তার কিছু কিছু প্রমাণও মিলছে সোশ্যাল মিডিয়ায়। কোথাও পুলিশ কোনও ঘটনার তদন্তে উল্লেখযোগ্য সাফল্য পেলেই জনসাধারণকে জানানোর উদ্দেশ্যে বিস্তারিত বিবরণ দিয়ে তড়িঘড়ি প্রেস মিট করা হচ্ছে এবং সোশ্যাল মিডিয়াতেও আপলোড করা হচ্ছে। এসবের মধ্য দিয়ে পুলিশ সম্পর্কে মানুষের ভুল ধারনার অবসান ঘটানোর একটা প্রয়াস বলাই যায়। এভাবেই পিছিয়ে নেই পূর্ব বর্ধমান জেলা পুলিশও।

রাজ্য সমবায় ব্যাংকের জেলা সম্মেলন

নিজস্ব প্রতিনিধি : ৮ সেপ্টেম্বর পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ব্যাংক পার্মানেন্ট এমপ্লয়েজ অ্যাসোসিয়েশনের দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা শাখার বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল ডায়মন্ডহারবারের আঞ্চলিক অফিসে। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন জেলা আইএনটিটিইউসির সভাপতি শক্তিপদ মণ্ডল, বিশেষ অতিথি ছিলেন ডায়মন্ড হারবের বিধায়ক পান্নালাল হালদার, শামীম আহমেদ প্রমূখ। আগামীদিনে রাজ্য সমবায় ব্যাংকের বিভিন্ন প্রজেক্ট কিভাবে সাধারণ মানুষের কাজে আসবে সে ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা হয়। নতুন জেলা কমিটির সভাপতি হন শক্তিপদ মণ্ডল এবং সম্পাদক নির্বাচিত হন জয়ন্ত ভট্টাচার্য। আগামীদিনে উত্তর ২৪ পরগনা এবং কোচবিহারে ও জেলা সম্মেলনের পরে রাজ্য সম্মেলন হবে।

ডায়মন্ডহারবার পুলিশ জেলার মহিলা হেল্পলাইন

নিজস্ব প্রতিনিধি : ৬ আগস্ট পৈলানে ডায়মন্ড হারবার পুলিশ জেলার এসপি কার্যালয়ে এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করেছিলেন পুলিশ সুপার রাহুল গোস্বামী। এই সাংবাদিক সম্মেলনে পুলিশের আরো ঊর্ধ্বতন আধিকারিকরাও উপস্থিত ছিলেন। পুলিশ সুপার রাহুল গোস্বামী ডায়মন্ডহারবার পুলিশ জেলার মহিলাদের সুরক্ষার জন্য একটি নতুন হেল্পলাইন আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করেন। যে হেল্পলাইনে মহিলারা বিপদে পড়লে ফোন করলেই পুলিশ সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেবে। এছাড়াও এদিনের সম্মেলনে ‘প্রাপ্তি’ নামে একটি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ডায়মন্ড হারবার পুলিশ জেলার বিভিন্ন থানা এলাকায় যাদের মোবাইল খোয়া গিয়েছিল বা চুরি গিয়েছিল তাদের হাতে মোবাইল ফিরিয়ে দেওয়া হয়। প্রায় ২৫৪টি মোবাইল ফোন উদ্ধার করে মানুষদের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

নারী মর্যাদা আজ তলানিতে

প্রথম পাতার পর

১৯০০ সালের ১৮ জানুয়ারি ক্যালিফোর্নিয়ার অন্তর্গত প্যাসাডেনায় শেক্সপিয়ার ক্লাব হাউজে প্রদত্ত ভারতীয় নারী শীর্ষক এক বক্তৃতায় স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, ‘কোথায় নারী? নারী কি এমনই একটি শব্দ, যাহা কেবল স্থূল দেহের সঙ্গে যুক্ত। হিন্দু মন সেই সব আদর্শকে ভয় করে, যেগুলি অনুসারে দেহ দেহেই আসক্ত হইবে। না, না! নারী, দেহ সংক্রান্ত কোনো কিছুর সহিত তুমি যুক্ত হইবে না। তোমার নাম চিরকালের জন্য পবিত্র বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। ‘মা’ নাম ছাড়া এমন কি শব্দ আছে, যাহাকে কোনপ্রকার কামভাব স্পর্শ করিতে পারে না, কোনপ্রকার পশুভাব যাহার নিকট আসিতে পারে না? এই মাতৃত্বই ভারতবর্ষের আদর্শ।’

কিন্তু দুর্ভাগ্যের হলেও সত্যি বরেণ্যদের এইসব নীতি শিক্ষা থাকতেও ভারতবর্ষ আজ নারী মর্যাদা হরণের বধ্যভূমিতে পরিণত হয়েছে। এক রিপোর্ট অনুযায়ী ২০২২ সালে নারী নির্যাতনে শীর্ষে থাকা ১০ দেশের মধ্যে স্থান করে নিয়েছে ভারত। ভারতের ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ডস ব্যুরো অনুসারে , ২০২০ সালের তুলনায় ২০২১ সালে মহিলাদের বিরুদ্ধে অপরাধের ঘটনা ১৫.৩% বেড়েছে। ২০১১ সালে, মহিলাদের বিরুদ্ধে অপরাধের ২,২৮,৬৫০টিরও বেশি রিপোর্ট করা হয়েছে, যেখানে ২০২১ সালে, ৪,২৮,২৭৮টি রিপোর্ট করা হয়েছে, যা ৮৭% বৃদ্ধি পেয়েছে। রিপোর্ট বলছে, ৬৫% ভারতীয় পুরুষরা বিশ্বাস করেন যে পরিবারকে একসাথে রাখার জন্য মহিলাদের সহিংসতা সহ্য করা উচিত এবং মহিলারা কখনও কখনও মার খাওয়ার যোগ্য। ভারতের জেন্ডার গ্যাপ ইনডেক্স রেটিং ২০২২ সালে ০.৬২৯ ছিল, এটি ১৪৬টি দেশের মধ্যে ১৩৫ তম স্থানে রয়েছে। ওম্যান পিস অ্যান্ড সিকিউরিটি ইনডেক্স অনুযায়ী ১৭৭টি দেশের মধ্যে ভারতের স্থান ১২৫ তম। এই তালিকার শীর্ষে রয়েছে ডেনমার্ক ও সুইজারল্যান্ড এবং একেবারে নিচে রয়েছে আফগানিস্তান।

এখন বড় প্রশ্ন, বেদ, পুরান, এত সাধু, সন্ত, মনীষীদের দেশে নারীর এই হাল কেন? এর একটাই উত্তর, নৈতিক শিক্ষা এই দেশে এখন তলানিতে এসে ঠেকেছে। ভারতবর্ষের পুঁজিবাদী শাসকরা নারীদের পণ্য করে তুলেছেন, আর্থিক জিডিপি দিয়ে মাপা হচ্ছে মেয়েদের কন্ট্রিবিউশন। পৈশাচিক পুরুষের দল বুঝে গিয়েছে, কর্মক্ষেত্রে নারী হল ভোগ্য পণ্য। ভারতীয় নারীর মাতৃত্ব ভাব যত কমছে তত বাড়ছে জিডিপি। তাই ভারতে এখন প্রতি ২০ মিনিটে ধর্ষিতা হয় একজন নারী।

এই ভাবেই কি ভারতের আধুনিক নারীর রূপ বর্ণিত হবে ভারতে নাকি সিলেবাসে ফের নৈতিক শিক্ষা ফিরিয়ে এনে মাতৃভাবে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে হবে নারীকে। দেবীপক্ষের প্রাক্কালে এই ভাবনা ভেবে দেখার সময় হয়েছে সকলের।

বাইরে এসে দাঁড়াতে ভয় কিসের

প্রথম পাতার পর

ক্ষমতাহীন অবস্থায় বারবার বাইরে দাঁড়াতেই দেখেছি। তবে এখন কোন বাধ্যবাধকতায় তিনি সকলের মাঝে এসে বাইরে দাঁড়াতে ভয় পাচ্ছেন। মনে রাখতে হবে লোকসভা ও রাজ্যসভাকে বাইরে এনে সার্বজনীন করার উদ্যোগকে সফল করেছিলেন এক বাঙালি স্পীকার সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়। তাঁর জন্যই আজও আইনসভার সরাসরি সম্প্রচার দেখে সমগ্র ভারতবাসী।

এসব জানা থাকলেও প্রশাসন ঠান্ডা ঘরে মুখ লুকিয়ে রাখলেও আমরা কিন্তু বাইরে বেরিয়ে রাজ্যের হাসপাতালগুলির আউটডোরে দেখতে পেয়েছি রোগীদের দীর্ঘ লাইন। রোগীদের আত্মীয়রা জানালেন, একটু সময় লাগলেও চিকিৎসা হচ্ছে। অন্যদিকে, মিডিয়া থেকে নেওয়া তত্ত্বের উপর নির্ভর করে স্বাস্থ্য সচিবের মৃত্যু পরিসংখ্যানকে নস্যাৎ করে দিয়েছেন জুনিয়র ডাক্তাররা। তাঁরা তথ্য প্রকাশ করে বুঝিয়ে দিয়েছেন জুনিয়র ডাক্তাররা রাজ্যের ডাক্তার সংখ্যা মাত্র ১৫ শতাংশ। মাত্র ২৬টি মেডিক্যাল কলেজে তাঁরা কাজ করেন। এরজন্যই যদি ৭ লক্ষ লোক বিনা চিকিৎসায় মারা যায় তার রাজ্যের বেহাল স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর। আমরা দেখে এসেছি এনআরএস হাসপাতালের এক আউটডোরের ছাদ থেকে ভেঙে পড়েছে কংক্রিটের চাঙর। ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে রাজনৈতিক মদতে নিয়োজিত অস্থায়ী নিরাপত্তাকর্মীদের দাদাগিরি। দীর্ঘদিন নিয়োগ না হওয়ায় সংখ্যালঘু স্থায়ী কর্মীরা এখন সরকারি হাসপাতালগুলিতে অসহায়। সারা বাংলা জুড়ে ছোটো বড় চিকিৎসা কেন্দ্রই ভুগছে ডাক্তার, নার্স, স্বাস্থ্যকর্মীদের অভাবে।

এটাই যদি বাস্তব চিত্র হয় তাহলে, প্রশাসনের কর্তা ব্যক্তিদের বাইরে দাঁড়িয়ে সমস্যার সমাধান করতে বাধা কোথায়। যখন সাধারণ মানুষ থেকে ডাক্তাররা এটাই চাইছেন, তখন সংবেদনশীলতার সঙ্গে তা ভেবে দেখা একান্ত প্রয়োজন। নাহলে আগামীতে বড় দুর্দিন অপেক্ষা করে আছে বাঙালি তথা ভারতবাসীর জন্য।

আরজি করের বিচার চেয়ে

প্রথম পাতার পর

কিন্তু তারা তা না শুনে সংস্থার সামনে বিভিন্ন রকমের তাণ্ডব চালাতে থাকে এবং সংস্থাকে বন্ধ করে দেবার হুমকি দেয়। তারা বলতে থাকে, রবীন্দ্র নাট্য সংস্থার পরিচালক জাস্টিস ফর আরজিকর নিয়ে সম্প্রতি বিভিন্ন জায়গায় মিটিং, মিছিল করেছেন যা তাদের কাছে অসহ্য মনে হচ্ছে। এদিন রবীন্দ্র নাট্য সংস্থায় পরিচালক বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য উপস্থিত না থাকায় দুষ্কৃতিদের কয়েকজন তার বাড়িতে যায় এবং তাকে না পেয়ে বাড়িতে ব্যাপক ভাঙচুর চালায়।

অবশেষে রবীন্দ্র নাট্য সংস্থায় কার্যকরী কমিটির প্রধান সদস্য ঋতুপর্ণা সহ অন্যান্য সদস্য–সদস্যাবৃন্দ এবং অভিভাবকরা গোবরডাঙা থানায় একটি লিখীত অভিযোগ নথিভুক্ত করেন। যার জিডিই নম্বর–৩৬৫, তারিখ ০৮/০৯/২৪। সন্ধ্যায় গোবরডাঙা থানার পক্ষ থেকে দুষ্কৃতকারীদের থানায় ডেকে পাঠানো হয় বলে পুলিশ সূত্রে খবর।

আড়ম্বরে মন নেই বাঙালির

প্রথম পাতার পর

আরজিকরের কোন প্রভাব আমাদের পুজোয় পড়বে না তবে আমরাও বিচার চাই। বজবজ কেন্দ্রীয় সার্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটির উদ্যোক্তা দিব্যেন্দু হাজরা জানালেন, আমাদের এবছর পূজার থিম বৃন্দাবনের চন্দ্রদয় মন্দির। অনেক আগে থেকেই থিমের বিষয়বস্তু ঠিক হয়ে গিয়েছিল তাই সেটা করতেই হচ্ছে। তবে উৎসবে আড়ম্বর তেমন কিছু থাকবে না। বজবজ ডিএন ঘোষ রোডের সার্বজনীন দুর্গোৎসব প্রতিবছরই মানুষদের নজরকাড়ে। ওই পূজা কমিটির সম্পাদক তাপস মাইতি জানালেন, উদ্বোধনী অনুষ্ঠান এবারে সেলিব্রিটিদের নিয়ে হবে না। পাড়ার প্রবীণ মানুষদের নিয়েই হবে। অন্য কোন ধরনের অনুষ্ঠানের আয়োজন থাকছে না। সাঁজুয়া ইয়ং এসোসিয়েশন এর সম্পাদক অজয় মাইতি জানালেন, আমাদের এবারের মণ্ডপটা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির আদলে তৈরি হচ্ছে। তবে গত বছর যেমন প্রতিদিন সান্ধ্যকালীন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা ছিল এ বছরে সেটা থাকছে না। অগ্রগামী অ্যাথলিট ক্লাবের সম্পাদক স্বপন মণ্ডল জানালেন, এবারে আমাদের পুজোর থিম শ্রম। আরজিকরের কোন প্রভাব আমাদের এখানে পড়বে না। রামচন্দ্রনগর নেতাজি সুভাষ ক্লাবের সম্পাদক জ্ঞানানন্দ সামন্ত জানালেন, এবারে আমাদের পুজোর আকর্ষণ রঙিন সুতোর কারুকার্য। আমরা গরিব ক্লাব তাই পূজো অনুদান অবশ্যই নেব। এখানে আরজিকর কাণ্ডের কোন ছায়া পড়বে না।

‘রিল’ যদি রেলে! যেতে হবে জেলে

প্রথম পাতার পর

তবুও হুঁশ ফিরছে না অনেকেরই। তবে, এই ‘রিল’ চক্করের নেশা কাটাতে রেলদপ্তর কিছুটা হলেও নড়েচড়ে বসল। একটি সূত্রে জানা গিয়েছে, সম্প্রতি রেলওয়ে প্ল্যাটফর্মে বিনা অনুমতিতে ‘রিল’ তৈরির অভিযোগে উত্তর ২৪ পরগণার হাবরা থেকে এক যুবক ক্রিয়েটারকে গ্রেপ্তার করেছে রেল পুলিশ। ওই যুবকের তৈরি ‘রিল’ নাকি একটি সোশ্যাল মিডিয়ায় কয়েক লক্ষ ভিউয়ারসের নজর কেড়ে নেওয়ায় শোরগোল পড়ে যায়। আরও জানা গিয়েছে, রেলের জায়গায় ‘রিল’ ক্রিয়েটারদের ‘অবৈধ কার্যকলাপ’ বন্ধ করতে রেলদপ্তর আরও কড়া পদক্ষেপ নিতে চলেছে। রেলের একমাত্র উদ্দেশ্য হল, তাদের জায়গায় বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে ‘রিল’ কিংবা ‘সেলফি’ স্যুট নেশার চক্করে পড়ে আর কোনও মানুষের যেন মর্মান্তিক পরিণতি না হয়। কারণ এধরনের অপ্রীতিকর ঘটনায় রেলকে যথেষ্টই বিড়ম্বনার মধ্যেও পড়তে হয়। রেল এধরনের বিড়ম্বনা এড়াতে কোমড় বেঁধে ময়দানে নামছে। বিধিবদ্ধ আইন অনুযায়ী বিনা অনুমতিতে কেউ ব্যক্তিগত স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য রেল দপ্তরের কোনও জায়গা, সম্পত্তি, উপকরণ প্রভৃতি কোনও কাজে ব্যবহার করতে পারে না। এই আইন উপেক্ষা করা দণ্ডনীয় অপরাধ বলে গণ্য হয়। কিন্তু, সেই নিয়মকানুনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে একশ্রেণীর মানুষ প্রতিনিয়ত রেলের সম্পত্তি সহ নানাবিধ সুবিধা, পরিষেবা বিনামূল্যেই দিনের পর দিন অকাতরে নির্দ্বিধায় ভোগ করে চলেছে। রেলের একাধিক নিয়মের আওতায় পড়ে এই ‘রিল’ ক্রিয়েটিংও। কিন্তু, কে শোনে কার কথা! রেলস্টেশন থেকে শুরু করে রেললাইন, ট্রেনের কামরা সর্বত্রই যেন বেপরোয়া ‘রিল’ ক্রিয়েটারদের নিজ নিজ ‘প্রতিভা’ বিকাশের অন্যতম আকর্ষণীয় প্ল্যাটফর্ম হয়ে উঠেছে। কেউ গান গাইছে, কেউ নাচছে, কেউ ম্যাজিক দেখাচ্ছে, কেউ চলন্ত ট্রেনেই জিমন্যাস্টিকসের নমুনা স্যুটে ব্যস্ত। ওই প্রতিভাধরদের হরেকপ্রকার ভিডিয়ো স্যুটের কারণে অনেক সময় রেলযাত্রীদেরও নানারকম বিড়ম্বনার মধ্যে পড়তে হয়। রেলদপ্তর এসব কড়া হাতে মোকাবিলা করতে বদ্ধ পরিকর। এবিষয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধিতে রেলদপ্তরের পক্ষ থেকে নানাভাবে প্রচারকার্য ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে। সেইসঙ্গে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্টেশনের প্ল্যাটফরম সহ একাধিক জায়গাতেও নানাভাবে নজরদারি বাড়ানো হচ্ছে। কড়া নজরদারি থেকে শুরু করে নিরবচ্ছিন্ন প্রচার সবই রয়েছে। কিন্তু, যদি মানুষের শিক্ষার অভাব থাকে, মানুষ যদি নিজে থেকে কখনও সচেতন না হয় তাহলে আধুনিক যুগের এই প্রবণতার কুপ্রভাবের কবল থেকে কীভাবে মানবসম্পদ রক্ষা পাবে?

চিল্কিগড়ের মন্দিরে আজও অষ্টমীর ভোগ

প্রথম পাতার পর

মানুষের বিশ্বাস প্রাচীনকাল থেকেই অষ্টমীর ভোগ মা দুর্গা নিজেই এখানে রাঁধেন। প্রাচীন কনক দুর্গা ছিল চতুর্ভূজা। ১৯৬০ সালে আসল প্রাচীন মূর্তিটি চুরি হয়ে যায়। তার বছর ছয়েক পরে রাজবংশ থেকে নতুন একটি অষ্টধাতুর কনক দুর্গার মূর্তি তৈরি করে দেওয়া হয়। সেই প্রতিমাই প্রত্যহ পূজিত হয় চিল্কিগড়ের মন্দিরে। অষ্টমীর গভীর রাতে দিনক্ষণ মেনে এখানে পাঠাবলি ও মোষ বলি হয়। প্রাচীনকালে রাজবংশের সদস্যরা ডুলুং নদীতে নদীপথে এসে এই বিশেষ পূজা পর্বে উপস্থিত থাকতেন। প্রাচীন সেই রীতি মেনে এখন বলির প্রচলন আছে। তবে যখন সেই পর্ব অনুষ্ঠিত হয় তখন সেখানে সকলের প্রবেশাধিকার থাকে না। অত্যন্ত জাগ্রত এই কনক দুর্গা মন্দিরকে ঘিরে মানুষের কৌতুহল আজও অপরিসীম।

এই প্রাচীন কনক দুর্গা মন্দির কে ঘিরে নানা কাহিনী প্রচলিত আছে। যেমন একবার মায়ের পুজো শেষে বাড়ি ফেরার পথে গভীর জঙ্গলে এক বিষধর সাপ দংশন করে পুরোহিতকে। পুরোহিত মৃত্যু ভয়ে দুর্গা নাম জপ করতে থাকেন। তারপর তার সামনে আবির্ভূতা হন চতুর্ভূজা কনক দুর্গা। মায়ের আশীর্বাদে প্রাণে বাঁচেন পুরোহিত। সেই থেকে আর ওই অঞ্চলে অত বিষধর সাপ চোখে দেখা যায় না। শোনা যায় প্রাচীনকালে যখন এই মন্দির চত্বরে নরবলি হতো, তখন এক বালককে নরবলি দেওয়া হচ্ছিল তখন ওই বালক দুর্গা নাম জপ করতে থাকে। পরে জানা যায় ওই বালক ছিল ব্রাহ্মণ সন্তান। সেদিন থেকেই মন্দির চত্বরে নরবলি প্রথা বিলোপ হয়ে যায়।

আতঙ্কে বিচারক

প্রথম পাতার পর

সুত্র মারফত জানা গিয়েছে, রবিবার রাতে বেশ কয়েকজন দুষ্কৃতীরা ডায়মন্ড হারবার শিবালয়ে ডায়মন্ড হারবারের মহকুমার আদালতের এসিজিএম শচীনন্দু মোহন ভৌমিকের আবাসনে গিয়ে হামলা চালায়। এই ঘটনায় কার্যত নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে বিচারক। এই ঘটনাকে নিয়ে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বিচারক কে একটি চিঠি পাঠান ডায়মন্ড হারবার মহকুমার আদালতের এসিজিএম। বিচারকের আবাসনে হামলার ঘটনায় প্রশ্ন উঠছে নিরাপত্তা নিয়ে। আবাসনে নিরাপত্তায় নিয়োজিত নিরাপত্তা রক্ষীদের নিরাপত্তা বেষ্টনী কতটা নড়বড়ে সেই কঙ্কালসার চেহারা ফুটে উঠেছে। ইতিমধ্যেই ডায়মন্ডহারবার মহকুমার আদালতের এ সিজিএম ওনার লিখিত চিঠিতে উল্লেখ করেছে ডায়মন্ড হারবার পুলিশ জেলার সাব–ইন্সপেক্টর কুমারেশ দাসের নাম। কুমারেশ দাস ডায়মন্ড হারবারের এসিজিএমের নিরাপত্তার দায়িত্ব রয়েছে বলে জানা গিয়েছে। কুমারেশ দাস ছাড়াও আরো এক পুলিশ কর্মীর কথা উল্লেখ করেছে ডায়মন্ড হারবার মহকুমার আদালতের এসিজিএম। ইতিমধ্যে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে। বিচারকের আবাসনের হামলার ঘটনায় তীব্র নিন্দা জানিয়েছে ডায়মন্ড হারবার মহকুমার ক্রিমিনাল আদালতের বার অ্যাসোসিয়েশনের প্রাক্তন সম্পাদক দেবাংশু পান্ডা। তিনি জানান, বিচারক রায় নিরাপদ নয় তাহলে সাধারণ মানুষদের নিরাপত্তা কোথায়। এটি খুব দুঃখজনক ঘটনা আমরা চাই দোষীরা শাস্তি পাক এবং পুলিশ সঠিক তদন্ত শুরু করুক।

মহানগরে

মহিলাদের জন্য ভ্রাম্যমাণ শৌচাগার

নিজস্ব প্রতিনিধি : মহিলাদের সুবিধার জন্য কলকাতা পৌরসংস্থার উদ্যোগে কলকাতা পৌর এলাকায় ঘুরে বেড়াচ্ছে ভ্রাম্যমাণ শৌচালয়। আপাতত গ্র্যান্ড হোটেলের উল্টোদিকে মনোহর দাস তড়াগের পাশেই এই ভ্রাম্যমাণ শৌচালয়টি দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে। ওয়েস্ট বেঙ্গল ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশনের এস বাস গুলির মতো লম্বা আকারের এই বাস গুলির মধ্যে কেবলমাত্র মহিলাদের জন্য চারটি টয়লেট, স্নানাগার ও পায়খানাও সব ব্যবস্থা রয়েছে। আলাদা করে বেবি কেয়ার রুম রয়েছে। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন সব কিছুর সুবন্দোবস্ত রয়েছে। যদি চাহিদা বাড়ে তাহলে আগামীদিনে এরকম ভ্রাম্যমাণ 'পে অ্যান্ড ইউজ শৌচাগারের সংখ্যা বাড়ানোর ভাবনাচিন্তা আছে কলকাতা পৌরসংস্থার। বহু মহিলা নিউ মার্কেট অঞ্চলে বাজার করতে বা নানা কারণে এই অঞ্চলটিতে আসেন। কিন্তু এই অঞ্চলটির কাছাকাছি কারোর জন্যই কোনও শৌচাগার নেই। ছেলেদের জন্য রয়েছে ফ্রি টয়লেট রয়েছে মেয়ো রোডের সংযোগস্থলে রেফারি টেন্ট"র নিকটে। আর পুরাতন মেট্রো সিনেমা হলের ঠিক বিপরীতে ট্রাফিক গার্ডের পাশে স্থায়ী 'পে অ্যান্ড ইউজ রয়েছে। কলকাতা পৌরসংস্থা গত ২০ ফেব্রুয়ারি এই বাস গুলির উদ্বোধন করে ব্যবহারকারী মহিলাদের সতর্ক করেছে যে, এই বাসের মধ্যে বা টয়লেটের ভিতরে সম্পূর্ণরূপে ধূমপান নিষেধ। বাথরুম ব্যবহারের পরে ফ্লাস করতে ভুলবেন না। বাথরুম পরিষ্কার রাখুন, আলো ও পাখা বন্ধ করে বাথরুম থেকে বের হোন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, কলকাতা পুলিশেরও এরকম কেবলমাত্র মহিলাদের জন্য ভ্রাম্যমাণ শৌচাগার রয়েছে। ছোটে এস বাসের মতো। প্রয়োজনে কলকাতা শহরের বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়ায়। আজকের আধুনিক সমাজে পুরুষ কী মহিলা শৌচালয় একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। পরিবেশ দূষণ মুক্ত ও নাগরিক বোধসম্পন্ন সমাজ গড়ে তুলতে বর্তমান সরকার ও কলকাতা পৌরসংস্থা বিশেষভাবে আগ্রহী। মুক্ত স্থানে শৌচকর্ম করা শুধু যে দৃষ্টি নান্দনিকতাকে আঘাত করে তাই না, এটা একটা অপরাধও। কলকাতা পৌরসংস্থা পরিচালিত 'পে অ্যান্ড ইউজ টয়লেট রয়েছে শতিনেকের অধিক। মহিলাদের শৌচকর্মের বিষয়ে এখানে সব ব্যবস্থা রয়েছে। শৌচালয়ে আয়না ও হ্যান্ড ওয়াশের বন্দোবস্ত থাকছে। প্রতিটি সুলভ শৌচাগারের ভিতর ইন্ডিয়ান এবং ওয়েস্টার্ন টয়লেটের ব্যবস্থা থাকছে।

বেহালায় সন্দীপ ঘোষের কুশপুত্তলিকা পুড়িয়ে প্রতিবাদ। ছবি : অরুণ লোধ

দায়বদ্ধতা আছে তাই আইনমাফিক খাদ্যের মানবিচার : অতীন ঘোষ

বরুণ মণ্ডল : শারদোৎসব এসে পড়লো। কলকাতা পৌরসংস্থা পথের খাদ্যের বিষয়ে সদাসতর্ক। কলকাতা পৌরসংস্থার স্বাস্থ্য দফতরের অধীনে 'ফুড সেফটি শাখা রয়েছে। যাদের কাজ হল বিভিন্ন 'কুকড ফুড অ্যান্ড 'আন-কুকড ফুড"সহ তেল, মশলা, বিশুদ্ধ পানীয় জলের নিয়মিতভাবে গুণগত মান বিচার করা ও প্রয়োজনীয় সুপারিশ করা।

কিন্তু কলকাতা পৌরসংস্থা ৪৮ নম্বর ওয়ার্ডের পৌরপ্রতিনিধি বিশ্বরূপ দের বক্তব্য, সত্যি সত্যি কী 'কুকড ফুড' 'আন-কুকড ফুড' সহ তেল, মশলা, বিশুদ্ধ পানীয় জলের নিয়মিতভাবে গুণগত মান বিচার করা হয়?

এবিষয়ে কলকাতা পৌরসংস্থার উপ-মহানাগরিক স্বাস্থ্য পরিষেবা দপ্তরের মেয়র পারিষদ অতীন ঘোষ বলেন, ২২ জন ফুড সেফটি অফিসারের দ্বারা ১৬টি বরোর অধীনস্থ বিভিন্ন মুদির দোকান, হোটেল, রেস্তোরাঁ, রান্না করা খাবার, অন্যান্য খাবারসহ পানীয় জলের নমুনা, তেল, মশলার বিভিন্ন নমুনা নিয়মিতভাবে সংগ্রহ করে পৌরসংস্থার ল্যাবরেটরিতে নিয়মিতভাবে পরীক্ষা করে গুণগত মান বিচার করা হয়।

বিশ্বরূপ দের বক্তব্য, গুণগত মান বিচার হলে কীভাবে কলকাতা শহরের বিভিন্ন প্রান্তে ৭০-৮০ টাকায় বিরিয়ানি পাওয়া যায়? বা কীভাবে কম দামে বিভিন্ন মশলা, তেল, পানীয় জল কলকাতার বাজারগুলিতে পাওয়া যায়?

উত্তরে মেয়র পারিষদ অতীন ঘোষ বলেন, কলকাতা শহরে কেবলমাত্র লাইসেন্স রেজিস্ট্রেশন প্রাপ্ত খাদ্য ব্যবসায়ীর দোকান থেকে ফুড সেফটি অফিসাররা 'রেগুলেটরি স্যাম্পেল সংগ্রহ করে আর স্ট্রিট ফুডের ক্ষেত্রে নিয়মিত অভিযান চালিয়ে বিরিয়ানির মশলা, তেল, পানীয় জল তাৎক্ষণিক মোবাইল ফুড ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষা করে এবং প্রয়োজনে ভেজাল খাদ্য নষ্ট করে দেয়। কারণ, যাঁরা ফুটপাথে বসেন, তাঁরা কলকাতা পৌরসংস্থার রেজিস্ট্রার নন এবং তাদের তথ্য কলকাতা পৌরসংস্থার কাছে নেই।

বিশ্বরূপ বাবুর তৃতীয় প্রশ্ন, কলকাতা পৌর এলাকার স্থায়ী দোকানে আর হকারদের কাছে যে, খাবার পাওয়া যায়, গুণগত মান বিচারের ক্ষেত্রে তার কী কোনও তারতম্য থাকে।

অতীনবাবু বলেন, স্থায়ী খাবারের দোকান ও হকারদের কাছে যে খাবার পাওয়া যায়, তার গুণগত মানের তারতম্য করা হয় না। স্থায়ী খাবারের দোকানের খাবারের নমুনার গুণগত মান বিচারের নিরিখে যথার্থ না হলে, স্থায়ী খাবারের দোকানের বিরুদ্ধে আইনত ব্যবস্থা নেওয়া হয়। কিন্তু হকারদের খাদ্যের নমুনা যথার্থ না হলে, সংশ্লিষ্ট খাদ্য ব্যবসায়ীর উপস্থিতিতে সেই খাদ্য নষ্ট করে দেওয়া হয়।

বিশ্বরূপবাবুর চতুর্থ প্রশ্ন, মিষ্টির দোকানের ক্ষেত্রে ছানা দিয়ে যে মিষ্টি তৈরি হচ্ছে, সেক্ষেত্রে ছানার গুণগত বিচারের পদ্ধতি কী?

অতীনবাবু বলেন, ছানার গুণগত মান দুই মাপকাঠির নিরিখে বিচার করা হয়। প্রথমটি হল, ছানার আর্দ্রতার পরিমাণ সর্বোচ্চ ৬৫ ডিগ্রি গড় সাপেক্ষে এবং ছানার দুগ্ধজাত ফ্যাটের পরিমাণ সর্বনিম্ন ৫০ শতাংশ শুদ্ধ গড় সাপেক্ষে।

গুণগতমান নিম্নতম হওয়ার জন্য কলকাতা পৌরসংস্থা জুলাই ২০২৩ থেকে জুন ২০২৪ এই সময়কালে কটি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে বা মামলা রুজু করেছে?

এই এক বছর সময়কালে ৪১টি মামলা রুজু করেছে।

রেজিস্ট্রার নন যাঁরা, তাঁদের গুণগত মান বিচারের কোনও ব্যবস্থা কলকাতা পৌরসংস্থার নেই।

অতীনবাবু বলেন, না, নেই বলছি না। তাদের বিষয়ে আইনগত ব্যবস্থা নিতে পারব না। যেহেতু, তাদের নির্দিষ্ট ঠিকানা বা ফুড রেজিস্ট্রেশন নেই। কলকাতা পৌরসংস্থা কেবলমাত্র, যাঁদের নির্দিষ্ট ঠিকানা আছে। যাঁরা রেজিস্ট্রার্ড। তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হয়। যাঁর কোনও লিগাল এগজিস্টেন্স অর্থাৎ যাঁর নির্দিষ্ট কোনও দোকান বা নির্দিষ্ট কোনও ঠিকানা এবং নির্দিষ্ট কোনও আইনগত রেজিস্ট্রেশন না থাকে। তার বিরুদ্ধে কোনও আইনগত ব্যবস্থা নিতে পারি না। তবে আমরা নিই। পৌর স্বাস্থ্য পরিষেবা দপ্তর থেকে যা করি, তা হল, আমরা সঙ্গে সঙ্গে মালিকের উপস্থিতিতে সংশ্লিষ্ট জায়গায় নিম্নমানের খাদ্য নষ্ট করে নিই।

কলকাতা পৌরসংস্থা এই যে খাদ্যের মান বিচারের প্রক্রিয়া যে, ভেজাল নির্ধারণ করি, এটা ন্যাশনাল ফুড সেফটি অ্যাক্টের(এনএফএসএ) আন্ডারে পড়ে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার বা কলকাতা পৌরসংস্থার নির্দিষ্ট কোনও আইন নেই। কলকাতা পৌরসংস্থাকে এই এনএফএস অ্যাক্টের আওতায়। এর বাইরে গিয়ে কিছু করতে পারে না। এই আইনের মধ্যে থেকেই কাজ করতে হবে।

বিশ্বরূপবাবু প্রশ্ন, তাহলে আমাদের কী বুঝতে হবে, কলকাতা পৌরসংস্থার কোনও দায়বদ্ধতা নেই। এটাই বুঝতে হবে?

অতীনবাবু উত্তেজিত হয়ে বলেন, 'দায়বদ্ধতা নেই। এটা কখনই নয়। দেশে যে আইন আছে, সেই আইন মাফিক কাজ করতে হবে। আমি নিজে থেকে একটা আইন ভাবনাম। একটা ব্যবস্থা নেব ভাবলাম। সেটা হতে পারে না। আর সেটা আইনও নয়। সমস্ত দেশে একটা আইন আছে। ন্যাশনাল ফুড সেফটি অ্যাক্টের মধ্যে বলা আছে। এখানে বিচারের কঠোরতম শাস্তি হয়। শুধু ফাইন নয়। জেল জরিমানাও হয়।

বকেয়া সম্পত্তি করে আইনানুগ ব্যবস্থা

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা পৌর এলাকায় কোনও সম্পত্তি কর বছরের পর বছর আর ফেলে রাখা যাবে না। কলকাতা পৌরসংস্থার মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম জানান, বাড়িওয়ালা, ভাড়াটে, দখলদার, বসবাসকারী – কাউকে না কাউকে বকেয়া সম্পত্তি কর মেটাতেই হবে। এই বিষয়ে সতর্ক করার পরেও সাড়া না পেলে সংশ্লিষ্ট পক্ষের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এতদিন কলকাতা পৌরসংস্থা বাড়িওয়ালা এবং ভাড়াটেকে সম্পত্তি করের বিল পাঠাত। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা যেতো বাড়িওয়ালা এবং ভাড়াটে তাঁদের নিজস্ব সমস্যার কথা বলে বকেয়া সম্পত্তি কর মেটাতেন না। নিজেদের মধ্যে মামলা, অশান্তির অজুহাত উভয়পক্ষই বছরের পর বছর ধরে তাদের বকেয়া কর ফেলে রাখছেন। অথচ বাড়িওয়ালা, ভাড়াটে, দখলদার ও বসবাসকারীরা কলকাতা পৌরসংস্থার সমস্ত রকম পৌর পরিষেবা ভোগ করা সত্ত্বেও কেএমসি'র সম্পত্তি কর প্রদান করছেন না। ফলে রাজস্ব থেকে বঞ্চিত হচ্ছে কলকাতা পৌরসংস্থা।

অফলাইনে প্ল্যান পেলে অফলাইনে সিসি

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা পৌরসংস্থায় অফলাইনে আর বিল্ডিং প্ল্যান জমা নেওয়া হচ্ছে না। বিল্ডিং প্ল্যান অনলাইনে জমা দিয়ে বাড়ির কমপ্লিশন সার্টিফিকেট বা সি.সি. অনলাইনেই গ্রহণ করতে হবে। দেড়-দু বছর যাবৎ কলকাতা পৌরসংস্থা কলকাতা পৌর এলাকার বিল্ডি প্ল্যান সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়ের অনুমোদন অনলাইনে করছে। কিন্তু এতে দেখা দিয়েছে সমস্যা। অনলাইন শুরু হওয়ার আগে যখন অফলাইনে বিল্ডিং প্ল্যানের অনুমোদন নিয়ে যারা নির্মাণ সম্পূর্ণ করেছে তারা। এখন অফলাইনে সি.সি. নিতে গিয়ে অসুবিধায় পড়ছেন। এই পরিস্থিতি মোকাবিলায় মহানাগরিক জানান, অফলাইনে যে সমস্ত বিল্ডিং প্ল্যানের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে, তাদের সি.সি. অফলাইনেই দিতে হবে। এর ফলে অফলাইনে বিল্ডিং প্ল্যান নেওয়া বাড়িওয়ালাদের সুবিধা হয়েছে। এদিকে কলকাতা পৌরসংস্থা এখন খোঁজ করছে অফলাইনে বিল্ডিং প্ল্যানের অনুমোদন নিয়ে এখনও বাড়ি তৈরি করেননি, এমন প্ল্যানের সংখ্যা কতগুলি। এতে সি.সি. সংক্রান্ত জটিলতা মিটবে।

বার্তা

শিকাগো দিবস : ১৩১ তম শিকাগো দিবস উপলক্ষে গোল পার্কের স্বামী বিবেকানন্দ মূর্তি প্রাঙ্গণে অগণিত মানুষ পুষ্পার্ঘ নিবেদন করেন। উপস্থিত ছিলেন রামকৃষ্ণ মিশন ইন্সটিটিউট অফ কালচারের সম্পাদক স্বামী সুপর্ণানন্দজী মহারাজ এবং স্বামী বেদনিষ্ঠানন্দজী মহারাজ। অনুষ্ঠানের আয়োজন করে আর বি এভিনিউ বিবেকানন্দ সেন্টার ফর সোশাল সার্ভিস।

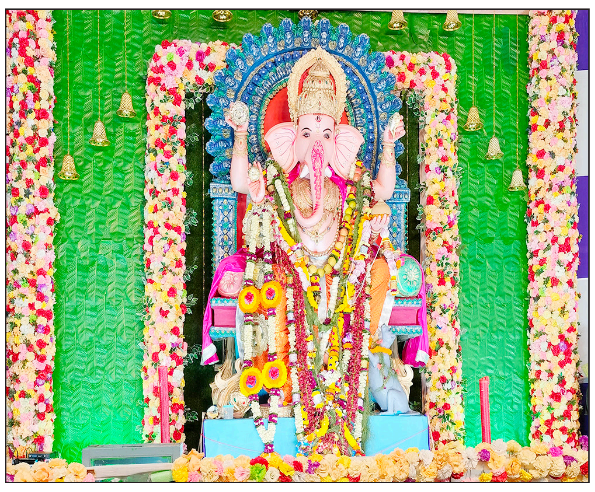

সিদ্ধিদাতা : গণপতি বন্দনায় এগিয়ে বাংলা, রাস্তা ঝুড়ে দাঁড়িয়ে পেল্লাই পেল্লাই গণেশ, কালীঘাটের এক পূজা। ক ছবি : অভিজিৎ কর

শেষলগ্নে : বাংলার শিল্পকে আশীর্বাদ দিতে প্রস্তুত হচ্ছেন বিশ্বকর্মা।

দুগ্গা এলো

কানপুর জমিদার পালচৌধুরি বাড়ি অভিনব হররোজ পটের দুর্গা বরণ

দীপংকর মান্না

শুরু হয়েছে হেরিটেজ পুজোর ক্রাউন ডাউন। খুঁটি পুজো থেকে মাটি তোলা বাংলাজুড়ে উন্মাদনার বাতাবরণ। গ্রামীণ জমিদার বাড়ির পুজোয় থাকে আলাদা আলাপ,নিজস্ব স্বকীয়তা। তেমনই এক ব্যাতিক্রমী কানপুর জমিদার পাল চৌধুরী বাড়ি।গ্রামীণ মানুষের মঙ্গল কামনায় এই বাড়িতে হররোজ পূজিত হয় পটের দেবী দুর্গা।অভিনব পটের দুর্গা শুধু আমতা কেন হাওড়া জেলার সম্পদ।পুজোর ক"টা দিন-ও মৃন্ময়ী দুর্গার পাশাপাশি চলে পটের দুর্গার আরাধনা। আরও বিচিত্র নবমীতে এই বাড়ির পুজোয় চাই-ই চাই আতা ফল আর রঙ্গন ফুল"।অদিনে আতা ফল খুঁজতে হিমশিম অবস্থা।

হাওড়া আমতার মান্দারিয়া খালের এপার ওপার দক্ষিণ কানপুর, উত্তর কানপুর আর পার কানপুর জনপদ একত্রে কানপুর গ্রাম।গ্রামটির উত্তরে পুরাশ, দক্ষিণে মানিকুরা, পূর্বে পেয়ারাপুর, পশ্চিমে কমলচক জনপদ।

কানপুর গ্রামে কান পাতলেই শোনা যায় পুরাণাশ্রয়ী লৌকিক দেবী ভদ্রকালী- বিমলাকালী-র কথা।শোনা যায় মা সিদ্ধেশ্বরীর কথা।গ্রামের জনপ্রিয় দুটি উৎসব পৌর্ষে মকরসংক্রান্তির মেলা আর ফাল্গুনে এয়োজাত। বিবাহিত নারীদের মধ্যে আলতা-সিঁদুর বিনিময় ও সিঁদুরদান পর্ব সৌহার্দের এক অপূর্ব বাতাবরণ।এয়োজাতের পরের সপ্তাহে মায়ের মহাভোগ। বর্তমানে প্রায় ২০ হাজার মানুষ প্রসাদ গ্রহণ করেন।

পাঁচ-ছটি বারোয়ারি দুর্গা পুজো কানপুরের আধ্যাত্মিক ও সামাজিক বাতাবরণের বাহক। ইতিহাস আর প্রাচীনত্ব বহন করে আজও আলোকিত জমিদার পালচৌধুরি বাড়ির দুর্গা বরণ।

প্রায় ২৫০ বছর প্রাচীন উত্তর কানপুর জমিদার পালচৌধুরি পরিবার। এই পরিবারের মধুসূদন পাল চৌধুরির ছিল অসামান্য প্রভাব প্রতিপত্তি।তাঁর নামে হাওড়া কদমতলায় আছে স্কুল, বাজার, হরিসভা ও রথ।

এই বংশের ব্যবসায়ী রাম নারায়ণ পালচৌধুরি ১৬৪ বছর আগে শুরু করেন প্রথম দুর্গা দেবীর আরাধনা।পুজো শুরু নিয়ে আছে এক গল্প। একদিন রাম নারায়ণ পালচৌধুরির স্ত্রী ধুচুনি করে পুকুরে চাল ধুতে যায়।ধুচুনিতে উড়ে এসে বসে এক শঙ্খচিল। শঙ্খচিল সমেত ধুচুনি নিয়ে আসে বাড়িতে। এই দৃশ্য দেখে পরিবারের সবাই হতবাক।পাখির দিকে চেয়ে থাকে সকলে।এক সময় শঙ্খচিল উড়ে চলে যায়। মনখারাপ রাম নারায়ণ পালচৌধুরির স্ত্রী-র।সে রাতেই স্বপ্ন দেখেন।স্বপ্নে বলেন- আমি দেবী তোর বাড়ি এসেছি, তোরা আমার আরাধনা করলে বাড়ির উন্নতি হবে, মঙ্গল হবে।সে বছরই রাম নারায়ণ বাবু বাড়িতে আনেন দেবী দুর্গাকে।প্রথম দিকে বাড়ির দালানেই হয় দেবীর আরাধনা।একে একে ব্যবসার প্রভাব প্রতিপত্তি বাড়ে।দেবী দুর্গার জন্য নির্মিত হয় আলাদা মন্দির।

পালচৌধুরির বাড়ির পুজো হয় জমিদারি রীতিনীতির পরম্পরা রক্ষা করে।একচালার দেবী।দেবীর রঙ শিউলি ফুলের বোঁটার মতো।নিয়ম অনুযায়ী মহালয়ার পূণ্য তিথিতেই তোলা হয় গঙ্গাজল।জল আনার জন্য আছে প্রাচীন তামার কলসি।হাওড়া বা উলুবেড়িয়া থেকে আনা হয় গঙ্গাজল।বোধনে রীতি মেনে কলাবৌকে সাগরের জল দিয়ে স্নান করানো হয় এখনও। দেবীর নৈবেদ্যে থাকে ৯ মন ধানের আতপ চাল আর ১ মন ধানের সিদ্ধ চাল।ছাগ বলি না হলেও,সপ্তমীতে ছাঁচি কুমড়ো, মহা অষ্টমীতে ছাঁচি কুমড়ো আর মহা নবমীতে ছাঁচি কুমড়ো, আখ ও আদা- র বলি হয়ে থাকে।পরম্পরা মেনে মহা নবমীতে হয় কুমারী পুজো। আবার মহা নবমীর পুজোয় লাগে আতা ফল আর রঙ্গন ফুল"।"রঙ্গন ফুল মিলে গেলেও অদিনে আতা ফল জোগাড় করতে কতৃপক্ষকে হিমসিম খেতে হয়। একটা সময় নাটক, যাত্রা, গান, অন্নকূট সবই হতো এখন তা বন্ধ হয়েছে। যেহেতু জমিদার পালচৌধুরি বাড়িতে পুজো হয়, সম্মান রক্ষার্থে উত্তর কানপুর জনপদে হয়নি কোন দুর্গা পুজো।তাই পুজো ক"দিন গোটা জনপদের সৌহার্দ্যের মেলবন্ধন ঘটে পালচৌধুরি বাড়িতে।

হ্যাঁ আর একটি কথা, পালচৌধুরি বাড়িতে দেবী দুর্গার মূর্তি পুজো হলেও,এই বাড়িতে দেবী দুর্গার হয় নিত্য পটের পুজো।যখন পুজোর ১০০ বছর পূর্তি হয় তখন করা হয় সুদৃশ্য একটি পটের দুর্গা।কাঠের ফ্রেমে পটের দুর্গা বসানো থাকে দুর্গা দালানের বেদীতে। পুজোর চারদিন পটের দুর্গা রাখা হয় দেবীর কাছে অন্য বেদীতে।পটের দুর্গা শুধু আমতা কেন, জেলার অন্য কোথাও হয় বলে জানা নেই।

পালচৌধুরি বাড়ির প্রাচীন শৌখিন বাড়ি আজ ধ্বংসের পথে।বর্ষায় জল পড়ে।ভয়ে ভয়ে থাকে চতুর্থ ও পঞ্চম পুরুষের জনা কুড়ি সদস্য। বেশিরভাগ সম্পত্তি অন্যের দখলে।তা সত্ত্বেও, শত কষ্টে বংশের ঐতিহ্য ও গ্রামের মঙ্গলকামনা ধরে রাখতে আঁকড়ে রাখে তারা দেবী দুর্গাকে।

মাঙ্গলিকী

ছন্দা সেনের প্রয়াণে এক যুগের অবসান

সৈকত হালদার : চলে গেলেন বরিষ্ঠ সংবাদ পাঠিকা ছন্দনা সেন। বুধবার রাত ২.২৫ নাগাদ তিনি এসএসকেএম হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৮ বছর। তিনি দীর্ঘদিন ধরেই হার্টের সমস্যায় ভুগছিলেন। সমস্যা ছিল চোখেরও। পরিবারের তরফে জানানো হয়েছে তিনি গত এক বছরে বহুবার অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন। বিগত কয়েক দিন ধরেই তিনি ভর্তি ছিলেন এসএসকেএমে। সেখানেই এদিন প্রয়াত হন তিনি। বৃহস্পতিবার, ১২ সেপ্টেম্বর কেওড়াতলা মহাশ্মশানে শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়। তিনি ১৯৭৪ সালে আকাশবাণী কলকাতার সংবাদ বিভাগে সংবাদপাঠিকা হিসেবে কেরিয়ার শুরু করেন। পরে তিনি দূরদর্শনের সংবাদ পাঠিকা হন। সেই সময় নিরাসক্ত কণ্ঠে সংবাদ পাঠ করার চল ছিল। আর তিনি ছিলেন তার অন্যতম পথ প্রদর্শক। তার দীর্ঘদিনের সহকর্মী ও বন্ধু প্রণতি ঠাকুর বলেন,সংবাদ পাঠের ক্ষেত্রে ছন্দা এক নতুন ধারা আনেন। স্পষ্ট উচ্চারণ, বচন ভঙ্গি ও উপস্থাপন দক্ষতায় খবর পড়ার ক্ষেত্রে তিনি অন্য মাত্রা আনেন। তার চলে যাওয়ায় একটা যুগের অবসান হল। ছন্দা সেন তবে ভবানীপুরের পৈতৃক বাড়িতে থাকতেন। তিনি লেডি ব্রেবর্ন কলেজ থেকে পাশ করেছিলেন। বর্তমানে তাঁর স্বামী এবং এক কন্যা রয়েছেন। নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি ও আলিপুর বার্তার সঙ্গে ছিল নিবিড় যোগাযোগ। সমিতির সাংস্কৃতিক শাখা মাঙ্গলিকীর সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় একাধিকবার আবৃত্তি বিচারকের ভূমিকা পালন করেছেন। তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করে আলিপুর বার্তা পরিবার।

বারাসাতে জীবন ছাত্র সংগঠনের রক্তদান

নিজস্ব প্রতিনিধি : উত্তর ২৪ পরগনায় বারাসাত পুরসভার ২৪ নম্বর ওয়ার্ড এলাকায় শিক্ষক বুদ্ধদেব দাশগুপ্তর বসতবাড়ির মায়ের মন্দির প্রাঙ্গণে। জীবন ছাত্র সংগঠনের ১০ ম বর্ষকে কেন্দ্র করে স্বেচ্ছায় রক্তদান, বৃক্ষরোপণ, শিক্ষক ও ছাত্র–ছাত্রীদের সম্বর্ধনা, দৃষ্টি হীনদের ব্লাইন্ড স্টিক বিতরণ, স্বাস্থ্য শিবির সহ বৃদ্ধা মায়েদের শাড়ি ও দঃুস্থদের বস্ত্র বিতরণের পাশাপাশি বারাসাতের পাঁচটি স্থানে নর–নারায়ণ সেবার আয়োজন হয়। রবিবার ও সোমবার দুই দিন ব্যাপী এইসব সামাজিক কর্মকাণ্ডের কর্মসূচি শিক্ষক বুদ্ধদেব দাশগুপ্তর উদ্যোগে আয়োজন করেছেন জীবন ছাত্র সংগঠনের প্রাক্তন ও বর্তমান ছাত্র–ছাত্রীবৃন্দ। তিনটি ব্লাড ব্যাঙ্কের সহযোগিতায় প্রায় ৩০০ ছাত্রছাত্রী রক্তদান করেন। জীবন ছাত্র সংগঠনের ছাত্র–ছাত্রীদের পক্ষ থেকে জানানো হয় আর জি কর হাসপাতালের তিলোত্তমার স্মৃতির উদ্দেশ্যেই আমাদের এই রক্তদান। পাশাপাশি ৫০ জন দৃষ্টিহীনদের ব্লাইন্ড স্টিক ৫০ জন বৃদ্ধা মায়েদের শাড়ি ও আসন্ন শারদোৎসব উপলক্ষে ২০০ দুঃস্থ শিশুকে বস্ত্র দান করা হয়। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বারাসাত পুরসভার পুর প্রধান অশ্বিনী মুখোপাধ্যায়, উপ–পুরপ্রধান তাপস দাসগুপ্ত, পুরপিতা সমীর তালুকদার, বরুণ ভট্টাচার্য, দেবব্রত বসু, পুলক কর এবং বিশিষ্ট শিক্ষক বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত সহ বিভিন্ন শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীবৃন্দ। অন্যদিকে, বারাসাত তিতুমীর বাস টার্মিন আছে বি গার্ডেন বাস শ্রমিকদের পক্ষ থেকে স্বেচ্ছায় রক্তদানের পাশাপাশি কৌশিকী কালীপুজো অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে ছিলেন শ্রমিক সংগঠনের নেতা ও বারাসাত পুরসভার উপ পুরপ্রধান তাপস দাশগুপ্ত পুরো প্রধান অশ্বিনী মুখোপাধ্যায়, হালিমা বিবি, দিলীপ মজুমদার, দেবাশীষ মিত্র, অতনু ঘোষ, সুশান্ত চক্রবর্তী, দিবাকর প্রসাদ, অমলেন্দু ঘোষ বারাসাত বি গার্ডেনের সম্পাদক মিঠুন অধিকারী সহ সম্পাদক বিকাশ অধিকারী প্রমুখ। সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয়, মোট ৬০ জন স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন। এই রক্ত সংগ্রহ করে বারাসাত ক্যান্সার রিসার্চ সেন্টারের ব্লাড ব্যাঙ্ক।

তুমি অলৌকিক, শত আঘাতেও তুমি সুন্দরতম সুন্দরী সুন্দরবন

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং : পৃথিবীর বৃহত্তম ব–দ্বীপ সুন্দরবন। সুন্দরবন নিয়ে ব্যাপক মতপার্থক্য দেখা যায়। এই বিখ্যাত অরণ্যে প্রচুর সুন্দরী গাছের জন্ম হয়ে থাকে। যার জন্য এই ব–দ্বীপের অরণ্যের নাম হয়েছে সুন্দরবন। সুন্দরবন নাম নিয়ে প্রচুর মতবিরোধও রয়েছে। কিন্তু বিভিন্ন গবেষকদের স্বীকৃত সত্য ঘটনা হিসাবে রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণের এর মতামত অনুযায়ী এই ব–দ্বীপটির নাম ছিল 'শাকদ্বীপ'। পরে নাম পরিবর্তন করে নামকরণ হয় 'গঙ্গারিনী'। এছাড়াও 'পৌণ্ড্র বর্ধন' নামও ছিল এই সুন্দরবনের। আবার বাংলাদেশের 'সুগন্ধা' নদীর নাম অনুসারে সুন্দরবন নামকরণ হয়। সুন্দরবন নামকরণ নিয়ে বিতর্ক রয়েছে বাংলাদেশেও। ১৯৮৭ সালে ইউনেস্কো 'ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট'(বিশ্ব সম্পদ) হিসাবে এবং একই বছরে ২৯ মার্চ 'ম্যান অ্যান্ড বায়োস্ফিয়ার'(জীব পরিমণ্ডল) ঘোষণা করা হয়। ১০২টি ছোট–বড় দ্বীপ নিয়ে গঠিত এই সুন্দরবন। এরমধ্যে ৫৪টি দ্বীপে জনবসতি রয়েছে ও ৪৮টি দ্বীপে ম্যানগ্রোভ বনজঙ্গল ও বন্যপ্রাণীর বসবাস। উত্তর ২৪ পরগণা জেলার ৬ টি ব্লক ও দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার ১৩ ব্লক নিয়ে ভারতীয় ভূখণ্ডে গঠিত সুন্দরবন। আবার সবথেকে বেশি ১৩ টি ছোট বড় দ্বীপ নিয়ে গঠিত পাথরপ্রতিমা ব্লক। ৯টি দ্বীপ নিয়ে গঠিত গোসাবা। ৫ টি দ্বীপ নিয়ে গঠিত নামখানা ব্লক।সন্দেশখালি ৬ টি ও হাড়োয়া ব্লক ৫ টি দ্বীপ নিয়ে গঠিত।

রায়মঙ্গল, হরিণভাঙা, গোসাবা, মাতলা, বিদ্যাধরী, গোমর, পিয়ালী, বেলেডোনা, ঝিলা, করতাল, ঠাকুরাণ, সপ্তমুখী, মুড়িগঙ্গা, গাবতল, মৃদঙ্গভাঙা, আজমলমারি, ঢুলিভাসানি, চুলকাঠি, পেইলি, হেড়োভাঙা, মনি, বেনিফেলি সুন্দরবনের বিখ্যাত নদীসমূহ। এই সমস্ত নদীগুলি জোয়ারের জলেই পুষ্ট হয়ে ফুলেফেঁপে ওঠে। ভাটার সময় অধিকাংশ নদী মৃতপ্রায়। ১৫৫৮ খ্রীষ্টাব্দের ৬ মে থেকে ২০২৩ সালের ২০ মে পর্যন্ত ৩৩ বার প্রাকৃতিক বিপর্যয় ঘটেছে এই ব–দ্বীপে। ১৯৫৮ সালে ৬ মে টানা ৫ ঘণ্টা ভয়ানক দমকা ঝড়ে বাংলাদেশ ও ভারতে প্রায় ৫ লক্ষ মানুষের প্রাণহানি ঘটে। পরবর্তী সময়ে ২০০৯ সালে ২৫ মে আয়লায় ১১০ কিলোমিটার গতিবেগে ঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে সুন্দরবনে ৩৫০০ কিলোমিটার নদী বাঁধের ৭৭৮ কিলোমিটার নদীবাঁধ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এর মধ্যে ১৭৮ কিলোমিটার নদীবাঁধ পুরোপুরি নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। ২০২০ সালের ২০ মে সুপার সাইক্লোন আম্ফানের তাণ্ডবে লন্ডভণ্ডহয়ে যায় সুন্দরবন। মৃত্যু হয় ৮৬ জনের। ৫ লক্ষের ও বেশি গাছ ভেঙে পড়ে। ঝড়ের সর্বোচ্চ গতিবেগ ছিল ঘণ্টায় ১৯৫ কিলোমিটার। দীর্ঘপ্রায় ৬–৭ ঘণ্টা ধরে তাণ্ডবলীলা চালায়।

১৯০৩ সালে উদ্ভিদ বিজ্ঞানী ডেভিড প্রেইন সুন্দরবন ম্যানগ্রোভ গাছের উপর গবেষণা করেন। তাঁর গবেষণার তথ্য অনুযায়ী সমগ্র বিশ্বের ৫০টি বৃক্ষজাতীয় ম্যানগ্রোভ রয়েছে সুন্দরবনে। এর মধ্যে সুন্দরবন অরণ্যে রয়েছে ২৪ টি। এছাড়াও ১৬৫ টি শৈবাল, ১৩ টি অর্কিড উদ্ভিদ রয়েছে বিশ্বের বৃহত্তম বদ্বীপ এই সুন্দরবনে। সুন্দরী, কাঁকড়া, গরাণ, হেঁতাল, কেওড়া, ধুঁধুল, গর্জন, কৃপা, তোড়া, পশুর, ওড়া সহ ৪০০ প্রজাতির গাছগাছালি রয়েছে। এছাড়াও রয়েছে বিশ্বখ্যাত রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার, মেছোবিড়াল, বনবিড়াল, হরিণ, শুয়োর, ভোঁদড়, শুশুক, বানর, কুমীর, কচ্ছপ, খেঁকশিয়াল, তাড়খেল, স্বর্ণগোধিকা। রয়েছে কালাচ, কেউটে, গোখরো, শঙ্খচূড়, চন্দ্রবোড়ার মতো তীক্ষ্ণ বিষধর সাপ। রয়েছে বাজপাখি, পেঁচা, মোহনচূড়া, শামুকখোল, বুনোহাঁস, গাঙচিল সহ নানান প্রজাতির পাখি। প্রকৃতির রঙে রাঙানো রুপেগুণে অলৌকিক ভরপুর এই সুন্দরবন। যার জন্য বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে পর্যটকরা আসেন ভ্রমণ করতে। কেউ বা আসেন সুন্দরবনের সার্বিক ইতিহাস তুলে ধরে গবেষণা করতে। প্রাকৃতিক রুপের এক বৈচিত্রময় নদী জঙ্গল ঘেরা বাদাবন এই সুন্দরবন। সুন্দরবন তুমি অলৌকিক।তোমার বক্ষে শত আঘাতেও তুমি মাথানত করোনি।সুন্দরতম সুন্দরবন তুমি। পরিত্রাতা তুমিই। তোমার ছত্রছায়ায় পঞ্চাশ লক্ষ মানুষের আশ্রয়। সুন্দরবন তুমি অলৌকিক, শত আঘাতেও তুমি সুন্দরতম সুন্দরবন।

রোটারি ক্লাব অফ ক্যালকাটা'র শিক্ষক দিবসের অনুষ্ঠান

শ্রেয়সী ঘোষ : শতাব্দী প্রাচীন রোটারি ক্লাব অফ ক্যালকাটা'র সাপ্তাহিক অধিবেশনে ৩ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার দুপুরে পালন করা হল শিক্ষক দিবস। বেশ কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আমন্ত্রিত শিক্ষক শিক্ষিকাদের সম্মানিত করা হল। তাঁদের হাতে তুলে দেওয়া হল সার্টিফিকেট ও উপহার।

এই ক্লাবের সঙ্গে যুক্ত শিক্ষক শিক্ষিকারাও সম্মানিত হলেন। তাঁদের হাতেও তুলে দেওয়া হল সার্টিফিকেট ও উপহার। এই উপলক্ষে একটি বড় কেক কাটা হয়। ক্লাব সভাপতি সুব্রত দে ও সম্পাদক সুমন চক্রবর্তীর এই প্রয়াস অবশ্যই স্মরণযোগ্য। অধিবেশনের সঞ্চালনার দায়িত্ব সামলেছেন শতরূপা ঘোষ মুখার্জি।

বজবজে রবীন্দ্র–নজরুল মঞ্চের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিনিধি : রবীন্দ্র নজরুল মঞ্চের উদ্যোগে ২৫ আগস্ট, ২০২৪,রবিবার বজবজ ম্যানুয়েল গার্লস হাইস্কুলে স্বাধীনতা দিবস উদযাপন উপলক্ষে এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। মূল বিষয় ছিল ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে কবি–সাহিত্যিকদের অবদান। এই বিষয়ে সবিস্তারে আলোকপাত করেন বিশিষ্ট সাহিত্যিক ডঃ মোহাম্মদ নুরুল ইসলাম ও সাহিত্যিক শুভাশিস ঘোষ। অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন বিশিষ্ট সমাজসেবী বাসুদেব কাবড়ী, বিদ্যালয়ের প্রধানা শিক্ষিকা শম্পা গাঙ্গুলী প্রমুখ। কবি তৌফিক আলমের উদ্বোধনী কবিতার মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। সঙ্গীত পরিবেশন করেন শম্পা গাঙ্গুলী, সুস্মিতা ঘোষ,আশিষ বিশ্বাস প্রমুখ।কবিতা পাঠ করেন চিরঞ্জিত বাগ, শ্যামসুন্দর গাঙ্গুলী, নাসিম আহম্মদ, মানস ঘোষ, রুমা দাস। স্বামী বিবেকানন্দের রচনা পাঠ করেন রাধারমন গাঙ্গুলী। স্বরচিত কবিতা পরিবেশন করেন অমরনাথ ভট্টাচার্য, সুরজিত মণ্ডল, রঞ্জনা মণ্ডল মুখার্জী, শিশুশিল্পী ঋষভ মণ্ডল, তানিষ্কা ও জুনায়েদ মোল্লা। সুপর্ণা মিত্র চক্রবর্তীর পরিচালনায়, রুমা দাসের সংযোজনায় রূপম কালচক্রের তরফে নৃত্যে অংশ নেয় সপ্তপর্ণা, মৌমিতা,সৌমী, মেঘা, অন্তরা ও অদিতি।পরিশেষে মঞ্চের সভাপতি সৌরেন প্রামাণিক ও সম্পাদক বেনজির মানব উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

৪ জেলাকে নিয়ে সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা বর্ধমানে

নিজস্ব প্রতিনিধি : শিশু কিশোর আকাদেমি, তথ্য সংস্কৃতি বিভাগ পশ্চিমবঙ্গ সরকার আয়োজিত দু'দিন ব্যাপী বিভাগীয় সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হল। বর্ধমানে জেলা সম্প্রসারণ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে এই প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছিল ৪ সেপ্টেম্বর। প্রতিযোগিতায় পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিম বর্ধমান, হুগলি এবং বীরভূম জেলার মোট ৪৩০ জন অংশগ্রহণ করে। আবৃত্তি, রবীন্দ্র ও নজরুল গীতি, লোকসংগীত, ধ্রুপদী নৃত্য, তাৎক্ষণিক বক্তৃতা প্রভৃতি বিভাগ নিয়ে এই সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছিল বলে আয়োজক দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে।

বাংলা নাট্য নিয়ন্ত্রণ আইন ও বাংলার রঙ্গমঞ্চ

ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে আলোচনা করেছেন কৃষ্ণচন্দ্র দে

দীনবন্ধু মিত্রের নীলদর্পণ নাটক সম্পূর্ণ এক নতুন দিগন্তকে উন্মোচিত করে দিয়েছে। ব্রিটিশ সরকারের ভীত কাঁপিয়ে দিতে পেরেছিল। ইতিমধ্যে কৃষ্ণকুমারী নাটকের ভীম সিংহের খেদোউক্তিতে পরাধীনতার বেদনা প্রকাশে রাজনৈতিক সচেতনতার অভিব্যক্তি ঘটেছিল। আবার জ্যোতিরিন্দ্র নাথের পুরুবিক্রম, সরোজিনী, উপেন্দ্রনাথের শরৎ সরোজিনী, সুরেন্দ্র বিনোদিনী প্রভৃতি নাটক বিদেশী শাসনের উচ্ছেদের জন্য সশস্ত্র বিদ্রোহাত্মক চেষ্টার ইঙ্গিত বয়ে এনে দিল। এর মধ্যেই নীলদর্পণ সরাসরি আঘাত আনলো ইংরেজের আর্থিক স্বার্থে। তার উপর নীলদর্পণ এর আদর্শে লেখা হল পরপর অনেকগুলি দর্পণ নাটক। পল্লী জীবনের দুরাবস্থার কাহিনি নিয়ে পল্লীগ্রামদর্পণ, জমিদারের অত্যাচারের কাহিনীতে জমিদার দর্পণ, জেলখানার কয়েদিদের অত্যাচারের চিত্র সমন্বিত জেলদর্পণ, কেরানী জীবনের বঞ্চনার কাহিনী আশ্রিত কেরানীদর্পণ, চা বাগিচার কুলিদের উপর ইংরেজ কর্তাদের নিষ্ঠুর অত্যাচারের নাট্যরূপ চা করদর্পণ একে একে নানা অঞ্চলের বাস্তব চেহারা তুলে ধরল এই নাটকগুলি। উদ্দেশ্য অবশ্যই মানুষকে সচেতন করে তোলা। বিশেষ করে লখনউ শহরে নীলদর্পণের অভিনয়, আর সেই অভিনয়ে সাহেব দর্শকের দিকে মারমুখী প্রতিক্রিয়ার কথা এই প্রসঙ্গে অবশ্যই মনে পড়ে।

বাংলার বাইরে ও ইংরেজ শাসকের শাসকবিরোধী মনোভাবের প্রসারে মঞ্চের এই ভূমিকা ইংরেজ শাসক গোষ্ঠীকে সতর্ক করে দিয়েছিল। তারা সুযোগের অপেক্ষাতেই ছিলেন। অবশেষে অন্তিম আঘাত এলো সম্ভবত : চা–করদর্পণ এর মত নাটক প্রকাশিত হওয়ায়। তখন ব্রিটিশ মূলধনের একটা বড় অংশ যে লগ্নিকৃত হয়েছে চায়ের ব্যবসায়। আর এই একচেটিয়া ব্যবসাতে লাভের অংক ও অনেক বেশি। তার বাজারও প্রায় পৃথিবী জুড়ে। অতএব নাট্য নিয়ন্ত্রণ অভিন্যান্স জারি করতে হলো। বহুবাদ প্রতিবাদ ও প্রতিবেদনকে অগ্রাহ্য করে আর কালক্ষেপ না করে, অবিলম্বে ৬ই ডিসেম্বর ১৮৭৬ সালে নাট্য নিয়ন্ত্রণ আইন পাস করিয়ে নেওয়া হল, আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ১৬ই ডিসেম্বর ১৮৭৬ সালে এই আইনের খড়্গ নেমে এলো নাটক ও নাট্যশালার উপর। এ কথা ঠিক যে গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে গজদানন্দ police of pig and sheep এর অভিনয় ঘটে পয়লা মার্চ ১৮৭৬

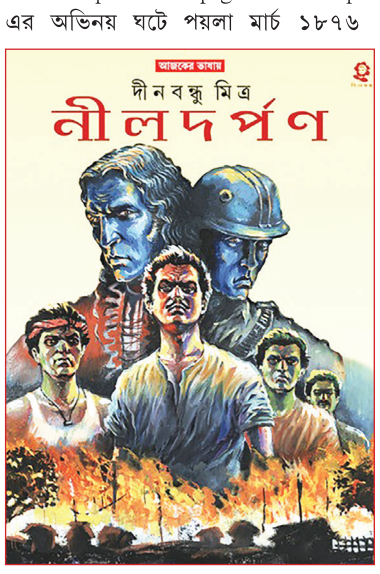

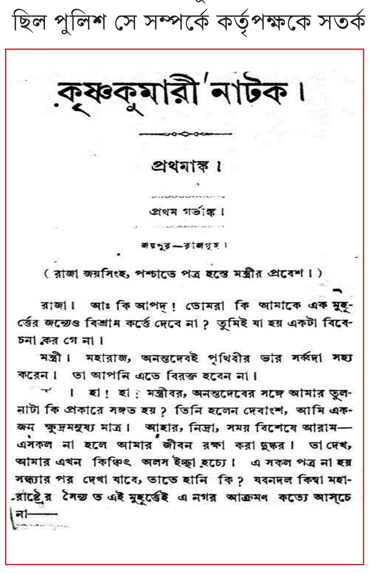
কৃষ্ণকুমারী নাটক।

প্রথমাঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

জয়পুর—রাজগৃহ।

(রাজা জয়সিংহ, পশ্চাতে পত্র হস্তে মন্ত্রীর প্রবেশ।)

রাজা। আঃ কি আপদ্! তোমরা কি আমাকে এক মুহূর্ত্তের জন্যেও বিশ্রাম কর্ত্তে দেবে না? তুমিই যা হয় একটা বিবেচনা কর গে না।

মন্ত্রী। মহারাজ, অনন্তদেবই পৃথিবীর ভার সর্ব্বদা সহ্য করেন। তা আপনি এতে বিরক্ত হবেন না।

। হা! হা! মন্ত্রীবর, অনন্তদেবের সঙ্গে আমার তুলনাটা কি প্রকারে সঙ্গত হয়? তিনি হলেন দেবাংশ, আমি এক-জন ক্ষুদ্রমনুষ্য মাত্র। আহার, নিদ্রা, সময় বিশেষে আরাম—এসকল না হলে আমার জীবন রক্ষা করা দুষ্কর। তা দেখ, আমার এখন কিঞ্চিৎ অলস ইচ্ছা হচ্চে। এ সকল পত্র না হয় সন্ধ্যার পর দেখা যাবে, তাতে হানি কি? যবনদল কিম্বা মহা-রাষ্ট্রের সৈন্য ত এই মুহূর্ত্তেই এ নগর আক্রমণ কত্তে আস্‌চে না—

সালে এই উপলক্ষে নাট্য নিয়ন্ত্রণের প্রথম প্রয়োগ ঘটেছিল।

সুরেন্দ্র বিনোদিনী অশ্লীলতার দায়ে অভিযুক্ত হয়েছিল। একটু তলিয়ে দেখলে পরিষ্কার বোঝা যাবে সাহিত্যে শ্লীলতা অশ্লীলতার ব্যাপারে বিদেশী শাসক গোষ্ঠীর আদৌ কোন শিরঃপিড়াঃ ছিল না। অশ্লীল পুস্তকাদি প্রকাশের বিরুদ্ধে আইন প্রণয়নের দাবি উঠলেও কড়তিপক্ষ কিন্তু সেদিন এই দাবিতে সাড়া দিয়ে কোন আইন প্রণয়নের প্রয়োজন বোধ করেননি। অথচ নাটক ও নাট্যশালার উপর পুলিশের হস্তক্ষেপ ও শাস্তিমূলক মূলক ব্যবস্থা গ্রহণের বেলায় সেই অশ্লীলতার অভিযোগই আনলেন তারা। আসলে সুরেন্দ্র বিনোদিনী নাটকের সম্পর্কে পুলিশের রিপোর্টে যা বলা হয়েছিল সেটাই শাসক গোষ্ঠীকে চঞ্চল করে তুলেছিল। এছাড়াও নাটকে বর্ণিত ম্যাজিস্ট্রেটের অত্যাচার, নারীর সর্বনাশের ঘটনা ইংরেজের জেলখানা ভেঙ্গে বেরিয়ে আসার প্রসঙ্গ প্রভৃতির ভিতর দিয়ে ইংরেজের বিচার ব্যবস্থার প্রকৃত চেহারা ফাঁস করে দেওয়া এবং ইংরেজবিরোধী মনোভাবকে তীব্র করে তোলার যে প্রচেষ্টা সুরেন্দ্র বিনোদিনীতে ছিল পুলিশ সে সম্পর্কে কর্তৃপক্ষকে সতর্ক করে দিতে ভলেনি। এটা ছিল জনমানসের স্বাস্থ্য রক্ষার দায়ে সুশাসকের একটা লোক দেখানো মুখোশ। এই অশ্লীলতার অভিযোগ যে টিকবেনা একথা তারা জানতেন। সেই জন্যই পূর্ণবিচারের জন্য ২২শে মার্চ ১৮৭৫ এ হাইকোর্টে যেদিন মামলা ওঠে ঠিক সেদিনই মামলার ফলাফলের জন্য অপেক্ষা না করেই অশোভন ব্যস্ততার সঙ্গে কাউন্সিলের নাট্য নিয়ন্ত্রণ বিল উপস্থিত করেন কাউন্সিলের ল মেম্বার অফ হাউস সাহেব। সাম্রাজ্যবাদী শাসক গোষ্ঠীর মূল উদ্দেশ্য ছিল যে কোন প্রকারে শাসন ও শোষণকে কায়েম রাখা। শ্লীলতা অশ্লীলতা বিচার বিবেচনার আদৌ কোন মাথাব্যথা তাদের ছিল না, তার সমর্থন পাই নাট্য নিয়ন্ত্রণ আইন পাশ হয়ে যাওয়ার পর কিছুদিনের ব্যবধানে প্রকাশিত ২৮ শে মে, ১৯৭৭ সালে সমাচার চন্দ্রিকা র মন্তব্যটিতে মনোযোগ দিলে– hob হাউজের এত সাধের নাট্যাভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইন বিধিবদ্ধ হইয়া কি হইলো? আইনের একটি ধারায় লিখিত আছে অশ্লীল, নিন্দাজনক অথবা অপবাদ জনক কোন নাটক কিংবা প্রহসনের অভিনয় করিলে নাট্যশালার অধ্যক্ষ অভিনেত্রী এবং দর্শকগণ দণ্ডাই হইবেন। বঙ্গ রঙ্গভূমিতে ১৬ ই মে ১৮৭৭ সালে বেঙ্গল থিয়েটারে আয় ঘুরে আয় নদের চাঁদ প্রহসন খানি কি এই শ্রেণীর অন্তর নিবিষ্ট নহে? আমরা আশ্চর্য হইলাম যে পুলিশের অন্যতম সুযোগ্য ইন্সপেক্টর সর্বানন্দ রায় তথায় উপস্থিত ছিলেন এবং উপস্থিত থাকিয়া এ–প্রকার অশ্লীল প্রহসনের অভিনয় দেখিয়া মৌনাবলম্বন করিয়া চলিয়া আসিলেন ইহা অত্যন্ত ক্ষোভের বিষয়।

নাট্য নিয়ন্ত্রণ আইনের সমর্থনে গজদানন্দ প্রহসনের উল্লেখ করে হব হাউস কাউন্সিলের সদস্যদের বলেন। a highly respectable Hindu gentlemen of good position in society, one of the legal advisers of govt. and one of the member of the legislature Bengal.... সেদিনের জগদানন্দ মুখোপাধ্যায় সপ্তম এডওয়ার্ডকে সেভাবে তার বাড়িতে আপ্যায়ন করেছিলেন যে সম্পর্কে হিন্দু পেট্রিয়ট পত্রিকা লিখেছেন। 'ইনি যে মূল্যে রাজসম্মান ক্রয় করেছিলেন তাহাতে সমস্ত জাতির সম্ভ্রম আজ পদদলিত হইয়াছে।' অমৃতবাজার মন্তব্য করলেন যে পাষণ্ড নিজ নিজ পরিবারের মর্যাদা এইভাবে ধুলিস্যাৎ করিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করে না, সে দেশের জাতির ও সমাজের ব্যাধি স্বরূপ ঘোর কলঙ্ক। এ কথা হব হাউস ভালো করেই জেনেছেন যে the dramatic literature of Bengal was in a very rising and promising condition it greatly exercised the thought and imaginative faculties of the people.

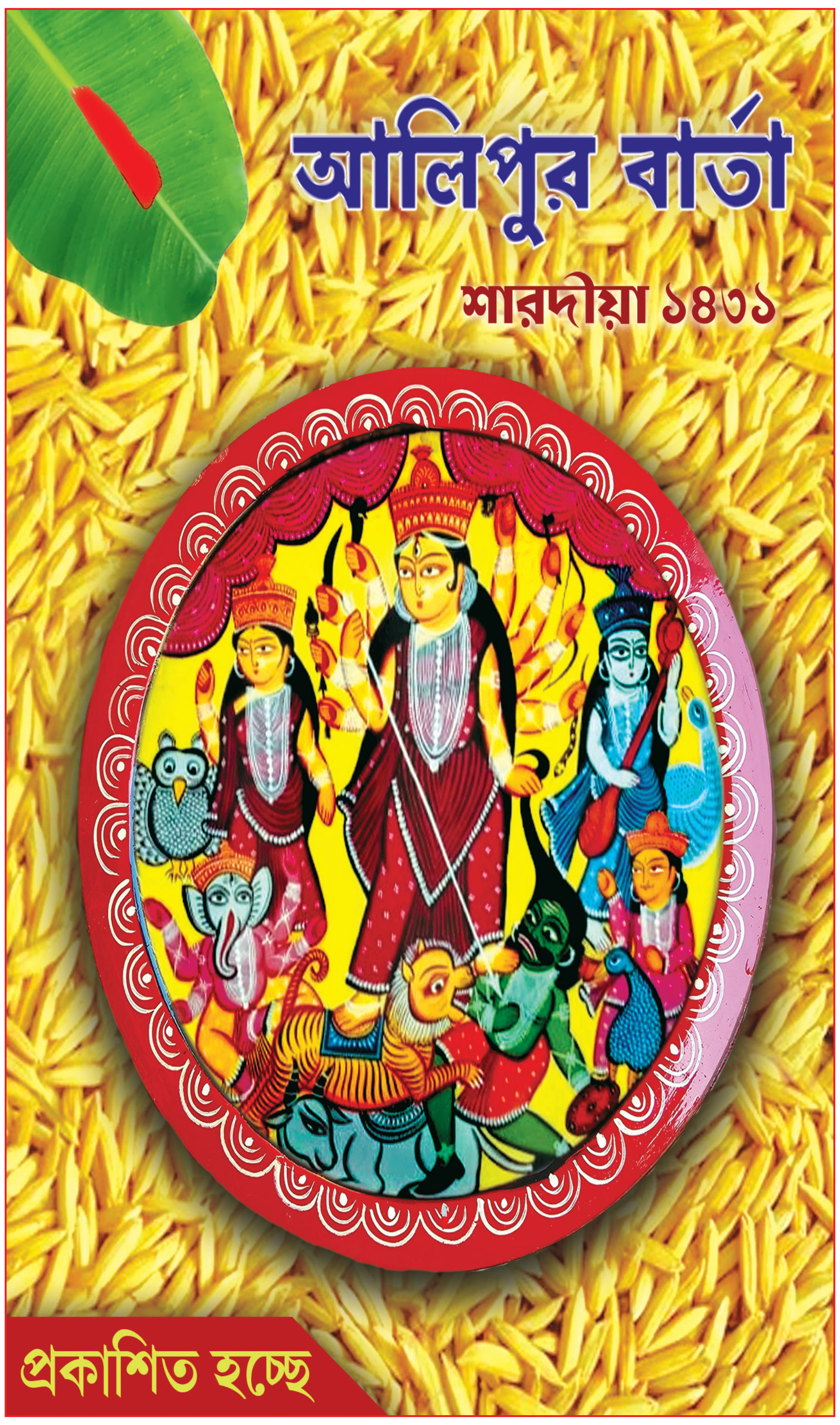

আঁতস কাঁচে

দৃষ্টান্ত চান সৌরভও

'এমন শাস্তি দেওয়া হোক, গোটা পৃথিবীর কাছে যেন দৃষ্টান্ত হয়ে থাকে।' সমাজ মাধ্যম ফলো না করলেও, আরজিকর কাণ্ড নিয়ে ফের একবার সরব হলেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। তাঁর আগের মন্তব্য নিয়ে বিতর্কের ঝড় উঠেছিল, এরপরই তিনি জানান, ভুল ব্যাখ্যা করা হয়েছে। সেইসঙ্গে দোষীর কঠোরতম শাস্তি দাবি করেছিলেন। সোমবার এক অনুষ্ঠানে এসে তিনি আরও বলেন, 'আমি সোশাল মিডিয়া ফলো করি না কিছু বলতে পারব না। তবে অরাজনৈতিক মানুষ যেভাবে রাস্তায় নেমেছেন, মেয়েটি যেন সুবিচার পায়। এমন দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়া হোক যাতে উদাহরণ তৈরি হয়। বিচার পেতে হয়তো সময় লাগে। কিন্তু সাধারণ মানুষ যে ভাবে রাস্তায় নেমেছেন, অভূতপূর্ব। যে বা যারা এই কাজটা করেছে, তাদের শাস্তি দিতেই হবে।' পাশাপাশি এও বলেন, 'কোনো গণআন্দোলন বেশিদিন চলে না। তবে আরজিকর সব নজির ভেঙে দিয়েছে।'

সায়নীর প্রতিবাদ

তিনিও একজন মেয়ে। এই বাংলারই মেয়ে। গোটা বিশ্বের দরবারে যখন বাংলার মুখ উজ্জ্বল করছেন সাঁতারু সায়নী দাস, তখন নিজে লজ্জিত আরজিকরের ঘটনায়। নর্থ চ্যানেল জয়ী কালনার মেয়ে সায়নী শুধু লজ্জিতই নন, ভীতও। ভারতের প্রথম মহিলা হিসাবে নর্থ চ্যানেল জয়ের পর কালনাতে ফিরেই, 'জাস্টিস ফর আরজিকর'-এ গলা মেলালেন। বললেন, 'দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হোক। কারণ বাংলা নারীদের জন্য কতটা নিরাপদ সেই নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে।' তিনি আরও বলেন, 'এই ঘটনা শোনার পর খুবই ভয় পেয়ে গেছিলাম। বিদেশে বসে যখন এই খবরগুলো পড়ছিলাম খুব লজ্জিত হয়েছি, ভয়ও পেয়েছি এরকম একটা নৃশংস ঘটনা যেটা আমরা কেউই চিন্তা করতে পারি না।' উল্লেখ্য, সায়নী গত ৩০ আগস্ট ১৩ ঘন্টা ২২ মিনিট ৩৮ সেকেন্ড সাঁতার কেটে নর্থ চ্যানেল জয়লাভ করেন।

হকিতে জয়

পুরোনো ঝলক যেন ভারতের হকিতে। চিনকে তিন গোল দেওয়ার পর, জাপানকে ৫-১ গোলে উড়িয়ে দিল ভারত। এশিয়ান চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে জয়ের ধারা অব্যাহত রাখল ভারতীয় হকি দল। ম্যাচের শুরুতেই জোড়া গোল করেন সুখজিৎ সিং। সেই ধাক্কা সামলাতে পারেনি আর জাপান। ভারতের হয়ে তৃতীয় গোলটি করেন সঞ্জয়। চতুর্থ গোল করেন উত্তম সিং। আর পঞ্চম গোলটা ফের করেন সুখজিৎ সিংই।

জেমিকে নিয়ে প্রশ্ন

অস্ট্রেলিয়ার বিশ্বকাপার জেমি ম্যাকলারেন এলেন, আবার দেশেও ফিরে গেলেন। জানা গেছে তাঁর চোটের সমস্যা। এখনও পুরোপুরি ফিট নন। কবে সুস্থ হবেন! কোচ জানেন না। আইএসএলের লড়াইয়ের সূচির পরও প্রধান প্লেয়ার না থাকায় কম্বিনেশনেও অসুবিধে।

এসিএলও খেলতে হবে তারওপর মোহনবাগান এসজিকে। ম্যাকলারেন কবে সুস্থ হতে পারবেন সেই প্রশ্নে বেশ বিব্রত বাগান কোচ মোলিনা। তাঁর সাফ জবাব, 'আমি কি ডাক্তার নাকি? আমাকে কেন জিজ্ঞাসা করছেন! ডাক্তারের সঙ্গে গিয়ে কথা বলুন, ম্যাকলারেন কবে মাঠে নামবে তা চিকিৎসকরাই বলতে পারবে। আমি কোচিং করাই।'

প্যারালিম্পিকে পাকিস্তানকে পিছনেই রাখল ভারত

নিজস্ব প্রতিনিধি : শেষ হল ২০২৪ প্যারিস প্যারালিম্পিক। এই প্যারালিম্পিক ২৯টি পদক পেয়েছে ভারত। ভারতের স্থান ১৮। প্রথম স্থানে রয়েছে চিন, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানে যথাক্রমে গ্রেট ব্রিটেন ও আমেরিকা। সর্বশেষ স্থানে রয়েছে পাকিস্তান। সমাপ্তি অনুষ্ঠানে ভারতের পতাকা বহনের দায়িত্বে ছিলেন দেশের হয়ে ইতিহাস তৈরি করা দুই ক্রীড়াবিদ হরবিন্দর সিং ও প্রীতি পাল। এবার পুরুষদের তিরন্দাজিতে ব্যক্তিগত রিকার্ভ ওপেনে সোনা জিতেছেন হরবিন্দর সিং। প্রথম ভারতীয় তিরন্দাজ হিসাবে প্যারালিম্পিকে সোনা জিতেছেন তিনি। অন্যদিকে, মহিলাদের টি-৩৫ বিভাগে ১০০ মিটার স্প্রিন্টে ব্রোঞ্জ জিতেছিলেন প্রীতি পাল। প্যারালিম্পিক স্প্রিন্টে এটাই প্রথম পদক ভারতের। এছাড়া ২০০ মিটার দৌড়েও ব্রোঞ্জ পান তিনি।এবারের প্যারালিম্পিকে ক্লাব থ্রোয়ে ধরমবীর সিং, তিরন্দাজিতে হরবিন্দর সিং, জ্যাভলিনে সুমিত আন্টিল, ব্যাডমিন্টনে নীতেশ কুমার, শুটিংয়ে অবনী লেখারা এবং জ্যাভলিনে নভদীপ সিং স্বর্ণপদক জিতেছেন। সব মিলিয়ে ৭টি সোনা জিতেছে ভারত। এছাড়া রুপো এসেছে ৯টি ও ব্রোঞ্জ এসেছে ১৩টি। প্যারালিম্পিকের ইতিহাসে এবারই সব চেয়ে বেশি পদক জিতেছে ভারত। এবারের প্যারালিম্পিকে প্রথম স্থানে রয়েছে চিন। ৯৪টি সোনা, ৭৬টি রুপো ও ৫০টি ব্রোঞ্জ সহ মোট ২২০টি পদক জিতেছে চিন। দ্বিতীয় স্থানে থাকা গ্রেট ব্রিটেন ৪৯টি সোনা, ৪৪টি রুপো ও ৩১টি ব্রোঞ্জ সহ মোট ১২৪টি পদক লাভ করেছে। তৃতীয় স্থানে থাকা আমেরিকা ৩৬টি সোনা, ৪২টি রুপো ও ২৭টি ব্রোঞ্জ সহ মোট ১০৫টি পদক জয় করেছে।

এছাড়া আয়োজক দেশ ফ্রান্স ১৯টি সোনা, ২৮টি রুপো ও ২৮টি ব্রোঞ্জ সহ মোট ৭৫টি পদক জিতে অষ্টম স্থানে রয়েছে। প্রতিবেশী শ্রীলঙ্কা শুধুমাত্র একটি রুপোর পদক জয় করে রয়েছে ৭৫ তম স্থানে এবং পাকিস্তান জিতেছে একটি মাত্র ব্রোঞ্জ।অনুষ্ঠানের শেষে পরের প্যারালিম্পিকের দায়িত্ব তুলে দেওয়া হয় আমেরিকার হাতে। ২০২৮ সালে প্যারালিম্পিক অনুষ্ঠিত হতে চলেছে লস অ্যাঞ্জেলসে। শুরু চার বছরের অপেক্ষা। তবে গোটা দেশ আশাবাদী চার বছর পর লস অ্যাঞ্জেলসে নিজেদের এই রেকর্ডও ভাঙবে ভারত।

বাংলাদেশের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্টে বাংলার আকাশদীপ

নিজস্ব প্রতিনিধি : বাংলাদেশ সিরিজের প্রথম টেস্টের জন্য ঘোষিত হল ভারতীয় দল। দীর্ঘদিন পর দলে ফিরে এসেছেন ঋষভ পন্থ। বাংলা থেকে সুযোগ পেয়েছেন জোরে বোলার আকাশ দীপ। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজে দুরন্ত পারফরমেন্স করা সরফরাজ খানও জায়গা ধরে রেখেছেন। চেন্নাইয়ের চিপকে ১৯ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হবে ভারত-বাংলাদেশের মধ্যে প্রথম টেস্ট। বাংলাদেশের বিরুদ্ধে দুটি টেস্ট খেললেও শুধুমাত্র প্রথম টেস্টের জন্য ভারতীয় দল বেছে নেওয়া হয়েছে। প্রত্যাশামতোই দলে ফেরানো হয়েছে উইকেটকিপার ঋষভ পন্থকে। ২০২২ সালের ডিসেম্বরে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে শেষবার টেস্ট খেলেছিলেন। ওই মাসেই গাড়ি দুর্ঘটনার কবলে পড়েন ঋষভ। পুরো ফিট হয়ে এবছর সাদা বলের ক্রিকেটে মাঠে ফিরলেও লাল বলের ক্রিকেটে খেলেননি। নির্বাচকরা চেয়েছিলেন লম্বা ক্রিকেটের ধকল কতটা নিতে পারেন ঋষভ, দলীপ ট্রফিতে দেখে নিতে। স্বসম্মানে উত্তীর্ণ তিনি। ঋষভের পাশাপাশি দ্বিতীয় উইকেটকিপার হিসেবে রাখা হয়েছে ধ্রুব জুরেলকে। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে অভিষেক টেস্টে নজর কেড়েছিলেন ব্যাটার সরফরাজ খান ও জোরে বোলার আকাশ দীপ। এই দুজনকেও দলে রাখা হয়েছে। দলীপ ট্রফিতে ভারতীয় 'এ' দলের হয়ে দুরন্ত বোলিং করেছেন আকাশ দীপ। প্রথম ইনিংসে নেন ৪ উইকেট, দ্বিতীয় ইনিংসে ৫ উইকেট। ভারতীয় দলে চমক জোরে বোলার যশ দয়াল। তবে শ্রেয়স আইয়ারকে প্রথম টেস্টে সুযোগ দেননি নির্বাচকরা।

ঘোষিত দল

রোহিত শর্মা (অধিনায়ক), যশস্বী জয়সওয়াল, শুভমান গিল, বিরাট কোহলি, লোকেশ রাহুল, সরফরাজ খান, ঋষভ পন্থ (উইকেটকিপার), ধ্রুব জুরেল (উইকেটকিপার), রবিচন্দ্রন অশ্বিন, রবীন্দ্র জাডেজা, অক্ষর প্যাটেল, কুলদীপ যাদব, মহম্মদ সিরাজ, আকাশ দীপ, জসপ্রীত বুমরাহ ও যশ দয়াল।

রাজস্থান রয়্যালসের দায়িত্ব নিলেন দ্রাবিড়

নিজস্ব প্রতিনিধি : রাজস্থান রয়্যালসে ফিরে এলেন রাহুল দ্রাবিড়। তবে এবার মেন্টর নয়, কোচ হিসেবে। দ্রাবিড়ের সঙ্গে আনুষ্ঠানিক চুক্তির খবরও জানিয়েছে রাজস্থান রয়্যালস। গোলাপি-নীল জার্সি নিয়ে রাজস্থানের সিইও জেক লাস ম্যাক্রামের সঙ্গে দ্রাবিড়ের ছবিও পোস্ট করা হয়েছে। প্রসঙ্গত, ক্রিকেটার হিসেবে এক সময় রাজস্থানের হয়ে খেলেছিলেন রাহুল দ্রাবিড়। ছিলেন ক্যাপ্টেনও। তবে এবার রাজস্থানের কোচের ভূমিকায় দেখা যাবে তাঁকে। উল্লেখ্য, ২০১২ এবং ২০১৩ সালের আইপিএলে রাজস্থানের অধিনায়ক ছিলেন রাহুল দ্রাবিড়। ২০১৪ এবং ২০১৫ সালে রাজস্থানের মেন্টর হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। সূত্রের খবর, নিলামের আগে কোন কোন ক্রিকেটারকে ধরে রাখা হবে, সেই নিয়েও রাজস্থানের কর্তারা একপ্রস্থ আলোচনা করেছেন দ্রাবিড়ের সঙ্গে। জানা গিয়েছে, বেঙ্গালুরুতে গিয়ে এই চুক্তি সই হয়েছে। প্রসঙ্গত বেঙ্গালুরু হল রাহুল দ্রাবিড়ের বাড়ি। চুক্তি সই হওয়ার পরে দ্রাবিড় বলেন, 'বিশ্বকাপের পর আরও একটা চ্যালেঞ্জ নেওয়ার জন্য এটাই আদর্শ সময় বলে আমার মনে হয়েছে। আর সেই কাজের জন্য নিখুঁত দল রাজস্থানই।'

সিরিয়ার বিরুদ্ধে লজ্জাজনক হার ভারতের

নিজস্ব প্রতিনিধি : আর কবে? এই প্রশ্ন তোলার সময় যেন ভারতীয় ফুটবলেও হয়েছে। কোচ পাল্টেও মুখ থুবড়ে পড়তে হচ্ছে। সুনীলের অভাব প্রকট হয়ে উঠছে। ডিফেন্স ছন্নছাড়া। ঘরের মাঠে সিরিয়ার কাছে ৩-০ ব্যবধানে হেরে ইন্টার কন্টিনেন্টাল কাপ থেকে বিদায় নিল ভারত। জানুয়ারিতে এই সিরিয়ার কাছে এক গোলে হেরেই এএফসি এশিয়ান কাপ থেকে ছিটকে যায় ভারত। টুর্নামেন্টের প্রথম ম্যাচে মরিশাসের বিরুদ্ধে গোলশূন্য ড্র করে ভারত। সিরিয়ার বিরুদ্ধে হায়দরাবাদে খেলতেই পারেনি ভারতীয় ফুটবল দল। নতুন কোচ মানোলো দল এখনও গুছিয়েই উঠতে পারেননি। খেলার সাত মিনিটেই দলকে এগিয়ে দেন সিরিয়ার মাহমুদ আল আসওয়াদ। প্রথমার্ধে আর গোল হয়নি। দ্বিতীয়ার্ধে গোল শোধের মরিয়া চেষ্টা চালিয়েছিল ভারত। কিন্তু সফল হয়নি। উল্টে ৭৭ মিনিটে ব্যবধান বাড়ায় সিরিয়া। গোল করেন ডালেহ ইরানডাস্ট। আর খেলার ইনজুরি অর্থাৎ ৯৬ মিনিটে শেষ গোল করেন পাবলো সাবাগ। টুর্নামেন্ট ভারত শেষ করল শেষ স্থানে। আর মরিশাসকে হারানোর পর ভারতকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হল সিরিয়া। একটু শক্তিশালী প্রতিপক্ষ হলেই গুটিয়ে যাওয়া ভারত আর কবে জেগে উঠবে? তবে এই খেলায় একইসঙ্গে হতাশ ও খুশি ভারতের নয়া কোচ মানোলো মার্কেজ বলেন, 'প্রথমার্ধে দলের খেলায় আমি অখুশি ছিলাম। দলের ছেলেরা খুব ভয়ে ভয়ে খেলছিল। দ্বিতীয়ার্ধে অনেক সাহসী ফুটবল খেলেছে ওরা। এক হাজার গুন ভাল খেলেছে।'

সর্বকালের সেরা টেস্ট ক্রিকেটারদের একজন হতে পারেন পন্থ-সৌরভ

নিজস্ব প্রতিনিধি : টেস্ট ক্রিকেটে সর্বকালের সেরাদের মধ্যে অন্যতম হওয়ার দিকে এগোচ্ছেন ঋষভ পন্থ। এমনটাই মনে করেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। ভারতীয় দলের প্রাক্তন অধিনায়কের মতে, পন্থ যথেষ্ট প্রতিভাবান। ইতিমধ্যেই একাধিক নজরকাড়া পারফরম্যান্স করেছেন জাতীয় দলের জার্সিতে। এই ফর্ম ধরে রাখলে আগামী দিনে আরও উন্নতি করবেন দিল্লি ক্যাপিটালসের অধিনায়ক।ভয়াবহ গাড়ি দুর্ঘটনার পর ধীরে ধীরে ক্রিকেটে কামব্যাক করেছেন পন্থ। জিতেছেন টি-২০ বিশ্বকাপ। এবার বাংলাদেশের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজের দলে সুযোগ পেলেন পন্থ। যদিও তারকা উইকেটকিপার দলে থাকবেন সেটা মোটামুটি নিশ্চিত ছিলই। আপাতত দলীপ ট্রফিতে খেলছেন পন্থ। ইন্ডিয়া বি দলের হয়ে খেলছেন তিনি। দ্বিতীয় ইনিংসে ৪৭ বলে ৬১ রানের ঝোড়ো ইনিংস খেলেছিলেন। দলীপে পন্থের পারফরম্যান্সের পরেই কলকাতার একটি অনুষ্ঠানে তাঁর ভূয়সী প্রশংসা করেন সৌরভ। প্রাক্তন বিসিসিআই প্রেসিডেন্টের কথায়, 'আমি মনে করি ভারতের সেরা টেস্ট ব্যাটারদের মধ্যে অন্যতম ঋষভ পন্থ। টেস্ট দলে ওর প্রত্যাবর্তনে আমি একটুও অবাক নই। ভারতের হয়ে এখনও অনেক দিন খেলবে পন্থ। যদি এভাবে পারফর্ম করতে থাকে তাহলে টেস্ট ক্রিকেটে সর্বকালের সেরাদের মধ্যে একজন হয়ে উঠবে।' তবে সংক্ষিপ্ত ফরম্যাটগুলোতে দিল্লি ক্যাপিটালস অধিনায়ককে আরও উন্নতি করতে হবে বলে মনে করেন দলের ডিরেক্টর অফ ক্রিকেট। তবে সৌরভের মতে, 'ঋষভ যথেষ্ট প্রতিভাবান। আমি মনে করি সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সেরা ক্রিকেটারদের মধ্যে অন্যতম হয়ে উঠবে পন্থ।' বঙ্গ পেসার আকাশ দীপ সুযোগ পেয়েছেন ভারতীয় দলে। তিনিও আগামী দিনে নজর কাড়বেন বলে আশাবাদী সৌরভ।

খেলা ছাড়লেও ফুটবল ছাড়তে চান না শিল্টন

নিজস্ব প্রতিনিধি : সম্প্রতি ফুটবলকে বিদায় জানিয়েছেন শিল্টন পাল। অবসান ঘটেছে দীর্ঘ ১৮ বছরের বর্ণময় ফুটবল জীবনের। সদ্য প্রাক্তন এই গোলকিপারকে সম্মান জানাল কলকাতা ক্রীড়া সাংবাদিক ক্লাব। তুলে দেওয়া হল স্মারক। হাজির ছিলেন শিল্টনের স্ত্রী সায়ানা মণ্ডলও। কলকাতা ক্রীড়া সাংবাদিক ক্লাবের সংবর্ধনায় আপ্লুত শিল্টন। তাঁর হাত দিয়ে বিটিএ-সিএসজেসি ফুটবল স্কুলের নতুন জার্সিরও উদ্বোধন করা হয়। তিনিই খুদে শিক্ষার্থীদের হাতে জার্সি তুলে দেন। অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন প্রাক্তন মহিলা ফুটবলার ও বিটিএ-সিএসজেসি ফুটবল স্কুলের হেড কোচ শান্তি মল্লিকও। শিল্টন পালের 'মিট দ্য প্রেস'অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে নিজের ফুটবলজীবনের কাহিনী তুলে ধরেন শিল্ট। ছোটবেলায় বাবা-মা'র হাত ধরে মাঠে যাওয়া, মছলন্দপুর থেকে কলকাতায় অনুশীলনে আসা, টাটা ফুটবল অ্যাকাডেমিতে সুযোগ পাওয়ার কথা খুদে ফুটবলারদের শোনান এই প্রাক্তন গোলকিপার। বাংলার ফুটবলের সেরা সময় ফিরিয়ে আনার ওপরও জোর দেন শিল্টন পাল। আপাতত কোচিংয়ে আসার কোনও পরিকল্পনা নেই। তবে ফুটবলের সঙ্গেই জড়িয়ে থাকতে চান। তিনি বলেন, 'খেলা ছেড়ে দিলেও আমি ফুটবলের সঙ্গেই থাকব। এখনই কোচ হওয়ার কোনও পরিকল্পনা নেই। তবে মাঠের সঙ্গে জড়িয়ে থাকতে চাই।'বিটিএ—সিএসজেসি ফুটবল স্কুলেরও পাশে দাঁড়ানোর প্রতিশ্রুতি দেন শিল্টন। বলেন, 'যখনই ডাকবেন, আমাকে পাবেন।' স্ত্রী সায়ানা মণ্ডল আরও বছর দুয়েক খেলার কথা বলেছিলেন। কিন্তু শিলটন মনে করেন সঠিক সময়েই তিনি অবসর নিয়েছেন। তিনি বলেন, 'অনেকেই বলছে আরও কিছুদিন খেলা উচিত ছিল। আমার মনে হয় সঠিক সময়েই অবসর নিয়েছি।'

দেশে ফিরেই সায়নীর প্রতিবাদ 'জাস্টিস ফর আরজিকর'

নিজস্ব প্রতিনিধি : তিনিও একজন মেয়ে। এই বাংলারই মেয়ে। গোটা বিশ্বের দরবারে যখন বাংলার মুখ উজ্জ্বল করছেন সাঁতারু সায়নী দাস, তখন নিজে লজ্জিত আরজিকরের ঘটনায়। নর্থ চ্যানেল জয়ী কালনার মেয়ে সায়নী শুধু লজ্জিতই নন, ভীতও। ভারতের প্রথম মহিলা হিসাবে নর্থ চ্যানেল জয়ের পর কালনাতে ফিরেই, 'জাস্টিস ফর আরজিকর'-এ গলা মেলালেন। বললেন, 'দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হোক। কারণ বাংলা নারীদের জন্য কতটা নিরাপদ সেই নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে।' তিনি আরও বলেন, 'এই ঘটনা শোনার পর খুবই ভয় পেয়ে গেছিলাম। বিদেশে বসে যখন এই খবরগুলো পড়ছিলাম খুব লজ্জিত হয়েছি, ভয়ও পেয়েছি এরকম একটা নৃশংস ঘটনা যেটা আমরা কেউই চিন্তা করতে পারি না।' উল্লেখ্য, সায়নী গত ৩০ আগস্ট ১৩ ঘন্টা ২২ মিনিট ৩৮ সেকেন্ড সাঁতার কেটে নর্থ চ্যানেল জয়লাভ করেন।

আইএসএলের আগেই আনোয়ার ইস্যুতে বড় ধাক্কা ইস্টবেঙ্গলের

নিজস্ব প্রতিনিধি : চার মাস নির্বাসিত করা হল আনোয়ার আলিকে। অর্থাৎ, আইএসএলের প্রথম পর্বে তারকা ডিফেন্ডারকে পাবে না ইস্টবেঙ্গল। শাস্তির কবলে পড়তে হল দুই ক্লাবকেও। দুটো উইন্ডোতে কোনও নতুন প্লেয়ার সই করাতে পারবে না ইস্টবেঙ্গল এবং দিল্লি এফসি। এছাড়াও ক্ষতিপূরণ হিসেবে মোহনবাগানকে ১২.৯০ কোটি টাকা দিতে হবে। আনোয়ার, ইস্টবেঙ্গল এবং দিল্লি এফসিকে মিলে এই বড় অঙ্ক মোহনবাগানকে দিতে হবে। আনোয়ার ইস্যুতে দিন দশেক আগে চূড়ান্ত রায় বেরোনোর কথা ছিল। কিন্তু সেটা পিছিয়ে যায়। শেষপর্যন্ত মঙ্গলবার সকালে অর্ডার এসে গেল। এই অর্ডারের বিরুদ্ধে নিঃসন্দেহে অ্যাপিল করবে ইস্টবেঙ্গল। ১৩ আগস্ট ইস্টবেঙ্গলের স্পোর্টস ডে-র অনুষ্ঠানের মঞ্চে আনোয়ার আলির হাতে লাল হলুদ জার্সি তুলে দেওয়া হয়। রাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস তাঁর হাতে চার নম্বর জার্সি তুলে দেন। সেদিনই আনুষ্ঠানিকভাবে আনোয়ারের ইস্টবেঙ্গলে আত্মপ্রকাশ ঘটে। দেশের সেরা ডিফেন্ডারকে পাঁচ বছরের দীর্ঘমেয়াদি চুক্তিতে সই করানো হয়। আনোয়ার জানান, সমর্থকদের আবেগ দেখে মুগ্ধ তিনি। ইস্টবেঙ্গলের হয়ে নিজেকে উজাড় করে দিতে চান। কিন্তু আপাতত লাল হলুদ জার্সিতে মাঠে নামা হচ্ছে না আনোয়ারের। মোহনবাগানের চুক্তি ভেঙে কলকাতার আরেক প্রধানে যোগ দেওয়ার জন্য বড় শাস্তির মুখে পড়তে হল জাতীয় দলের ডিফেন্ডারকে। একইসঙ্গে শাস্তির কোপ পড়ল ইস্টবেঙ্গল এবং দিল্লি এফসির ওপরও। তবে এখানেই সমস্যা মিটবে না। এই জল অনেকদূর গড়াবে। রায়ের বিরুদ্ধে আবেদন করতে পারেন আনোয়ার।

সারাজীবন বাগানেই খেলতে চান বিশাল

নিজস্ব প্রতিনিধি : দুর্ভেদ্য গোলকিপার বিশাল কায়েথের সঙ্গে আরও চার বছরের চুক্তি করল মোহনবাগান। ফলে বিশাল মোহনবাগানে থাকছেন ২০২৯ পর্যন্ত। বিশাল এই চুক্তিতে সই করে জানিয়ে দিয়েছেন, সারা জীবন মোহনবাগানে খেলতে চান। মোহনবাগান রক্ষণের সর্বশেষ প্রহরী বহু ম্যাচে দলের হার বাঁচিয়েছেন একা হাতে। টাইব্রেকারে একাধিকবার প্রতিপক্ষের শট বাঁচিয়ে দলকে খেতাব এনে দিয়েছেন। সে আইএসএল হোক বা ডুরান্ড কাপ। এ মরসুমেও তাঁর সেভই ডুরান্ড কাপ ফাইনালে তুলেছিল সবুজ-মেরুন শিবিরকে। আইএসএলে একবার ও ডুরান্ড কাপে একবার করে গোল্ডেন গ্লাভ জিতেছেন তিনি।

শুধু তাঁর অসাধারণ পারফরম্যান্স নয়। ক্লাবের প্রতি তাঁর ভালবাসা, দায়িত্ববোধ ও আবেগও যে যথেষ্ট, তা বারবার বিভিন্ন কথাবার্তায় বুঝিয়েছেন। তাঁর গোলে থাকা মানে যে বাড়তি মনোবল পান তাঁর সতীর্থরা, তাও অনেকবার বলেছেন তাঁরা। সে জন্যই তাঁর সঙ্গে সম্পর্ক দীর্ঘায়িত করল ক্লাব। চুক্তির মেয়াদ বাড়ানোর পর বিশাল বলেন, 'আজীবন মোহনবাগানেই খেলতে চাই। ক্লাব সমর্থকদের ভালবাসা ও আবেগ আমার কাছে এতটাই দামী যে বহু ক্লাবের প্রস্তাব থাকা সত্ত্বেও এই ক্লাব ছেড়ে যাওয়ার কথা ভাবি না। সে জন্যই এ রকম দীর্ঘ চুক্তি করলাম'। ২৮ বছর বয়সী এই পাঞ্জাবি গোলকিপার গত মরসুমে ২৫টি ম্যাচ খেলে ৯টি ম্যাচে কোনও গোল খাননি। মোট ৫০টি গোল সেভ করেন তিনি। সেভ পার্সেন্টেজ বা তাঁর গোলের দিকে আসা মোট শটের যত শতাংশ শট তিনি আটকেছেন, তার হার ছিল ৬১। সব মিলিয়ে ৩১টি গোল খেয়েছেন তিনি। এমন পরিসংখ্যান যে গোলকিপারের, তাঁকে যেকোনও দলই রেখে দিতে চাইবে। তাই এবার মোহনবাগানের কোচ বদল হলেও গোলকিপার বদল হয়নি।

www.alipurbarta.org facebook.com/alipur.barta.5 8910487197 alipurbarta1966@gmail.com alipur_barta@yahoo.co.in

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি-র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতন, গ্রাম-সামালি, পোস্ট-ন'হাজারি, থানা-বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭ (ফোন-২৪৭৯-৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। কার্যকরী সম্পাদক : প্রণব গুহ। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩-২৮৩৯-১৫৪৪, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com